

প্রতি
আল
ই
আ

মুহাম্মাদ ইলিয়াস রিফায়ে

الأغلاط اللغوية الشائعة
প্রচলিত আরবি ভুল শব্দ

মুহাম্মাদ ইলিয়াছ রিফারী

প্রকাশনায়

দারুল ইসলাম

বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইল : ০১৯৪১-৩৯৮৪৭০

প্রচলিত আরবি ভুল শব্দ
মুহাম্মাদ ইলিয়াছ রিফায়ী

প্রকাশক
দারুল ইসলাম
বাংলাবাজার, ঢাকা

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ
জুমাদাল উলা : ১৭/০৫/১৪৩৯ হিজরি
ফেব্রুয়ারি : ০৫/০২/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

পরিবেশনায়
মাকতাবুল হেরা
ইসলামিক টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য: ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ
বারিদ ইলিকতুবুনি : spistr1777@gmail.com

বিষয়সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
আরবি শব্দ ব্যবহারে করণীয়	১৩
হাসান বসরি রহ. কর্তৃক উছমান আল-বাত্তির ভুল সংশোধন	১৩
হাম্মাদ বিন সালামা কর্তৃক সিবাওয়াইহ এর ভুল সংশোধন	১৪
বেদুঈনদল কর্তৃক ইমাম কিসায়ির ভুল সংশোধন	১৪
একটি মাত্র শব্দের সঠিক রূপ জানার জন্য এক ইমামের প্রচেষ্টা	১৫
অবিবাহিত এর আরবি أعزب, না عزب	১৬
মকতব অর্থে كُتِّبَ শব্দটি কি ভুল?	১৭
مَفْعَلَةٌ এর ওয়নে مَشُورَةٌ বলা কি ঠিক	১৮
مَسْنَد কি সঠিক যবত	১৮
بذلة (কাজের পোষাক) শব্দের ب এ ফাতহা দেওয়া কি ভুল	১৮
ضَفَّدَ শব্দের ض এ কাসরা দেওয়া কি ভুল	১৮
بداية শব্দটি কি ভুল	১৮
قبول শব্দটির ق এ যম্মা দেওয়া কি ভুল?	১৯
رد المحتار নামটি কি ঠিক নয়?	১৯
আরবি শিখতে হলে অধ্যয়নের সীমা বিস্তৃত করতে হয়	২২
সঠিক শব্দ ও শব্দের সঠিক যবত শেখায় كتاب الفصح এর	২২
গুরুত	
আরবি ভাষার ‘মাসাদের’ ও ‘মাসাদের পর্যায়ে’র কিতাবাদি’	২৪
পড়ার গুরুত্ব	
ভুল সংশোধনমূলক কিতাবাদির উপর শতভাগ নির্ভর করা যাবে?	২৪
‘এসো আরবী শিখি’ কিতাবটির পর্যালোচনা	২৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	
ড. ফজলুর রহমান বিরচিত 'দিশারী' এর পর্যালোচনা	৩০	
ব্যাংক এর আরবি مصرف না مصرف	৩১	
আরবি যবত ভুল হওয়ার ক্ষেত্রে উর্দু ভাষার প্রভাব	৩২	
প্রচলিত অর্থে حوالة, تقرير, شرارة শব্দগুলো কি আরবি	৩৩	
حافضة শব্দটি স্মৃতিশক্তি অর্থে কি আরবি নয়? রাবে হাসনা	৩৩	
নদভি ও সুলতান যাওক নদভির অসতর্কতা		
কোন অভিধান, বা কেমন অভিধান দেখা উচিত	৩৫	
আল মুজামুল ওয়াফী আরবি-বাংলা এর কিছু ভুল	৪৫	
আল মুজামুল ওয়াফী বাংলা-আরবি এর কিছু ভুল	৫৪	
আল মানার বাংলা-আরবি অভিধান এর কিছু ভুল	৫৮	
মেসবাহুল লোগাত এর কিছু ভুল	৬১	
আল মুনজিদ ফিল লুগাহ এর কিছু ভুল	৬৭	
আল মু'জামুল ওয়াসিত এর কিছু ভুল	৬৯	
বহুল প্রচলিত ভুল শব্দ ও তার সংশোধন	৭৭	
السَّمَاع	নাকি السَّمَاع	৭৯
الدَّهَاب	নাকি الدَّهَاب	৭৯
خِيَال	নাকি خِيَال	৭৯
ضِمَان	নাকি ضَمَان	৮০
ضِيَاع	নাকি ضِيَاع	৮০
زُفَاف	নাকি زِفَاف	৮১
الْيَقْظَة	নাকি الْيَقْظَة	৮১
الرُّهْرَة	নাকি الرُّهْرَة	৮২

বিষয়		পৃষ্ঠা
اللُّقْطَة	নাকি	৮৩
الصَّدَقَة	নাকি	৮৪
الطَّبَقَة	নাকি	৮৪
العِظْمَة	নাকি	৮৫
الشَّبَكَة	নাকি	৮৫
الحَبْشَة	নাকি	৮৫
الحَبْشِي	নাকি	৮৬
العُجْلَة	নাকি	৮৬
النَّفَقَة	নাকি	৮৬
الشفقة	নাকি	৮৬
البركة	নাকি	৮৭
الحركة	নাকি	৮৭
الحِقْبَة	নাকি	৮৭
دُرَّة	নাকি	৮৭
رَفْعَة	নাকি	৮৮
دَجْلَة	নাকি	৮৮
خَيْمَة	নাকি	৮৮
قَلْعَة	নাকি	৮৮
حيوان	নাকি	৮৮
فيضان	নাকি	৮৮

বিষয়	নাকি	طيران	পৃষ্ঠা ৮৯
طيران	নাকি	سيلان	৮৯
سيلان	নাকি	جريان	৮৯
جريان	নাকি	دوران	৮৯
دوران	নাকি	سرطان	৯০
سرطان	নাকি	نظر	৯০
نظر	নাকি	فرح	৯০
فرح	নাকি	وجع	৯১
وجع	নাকি	عطش	৯১
عطش	নাকি	ورم	৯১
ورم	নাকি	ولع	৯১
ولع	নাকি	قسم	৯১
قسم	নাকি	شرف	৯১
شرف	নাকি	خبر	৯১
خبر	নাকি	بدلاً عن...	৯২
بدلاً عن...	নাকি	غرض	৯২
غرض	নাকি	عمدا	৯২
عمدا	নাকি	تمر	৯২
تمر	নাকি	ثمرة	৯৩
ثمرة	নাকি	رمل	৯৩
رمل			

বিষয়		পৃষ্ঠা
ظَرْف	নাকি	৯৩
طَبَاعَة	নাকি	৯৩
وَرَاثَة	নাকি	৯৩
صِنَاعَة	নাকি	৯৪
عِمَامَة	নাকি	৯৪
صَحَافَة	নাকি	৯৪
خِزَانَة	নাকি	৯৪
مَعْرَكَة	নাকি	৯৫
مَظَنَّة	নাকি	৯৫
مَنْكَب	নাকি	৯৫
مَرْجَع	নাকি	৯৬
مَوْضِع	নাকি	৯৬
مَوْقِع	নাকি	৯৬
مَقْصِد	নাকি	৯৭
الدُّكْتُور	নাকি	৯৭
الدُّسْتُور	নাকি	৯৭
السمحاء	নাকি	৯৭
خضروات	নাকি	৯৮
النَّجَاشِي	নাকি	৯৮
عِكْرَمَة	নাকি	৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
بَحْثُ نَصَرٍ	৯৯
الأسود العنسي	৯৯
البحري	১০০
عُظْفَان	১০০
حاتم طيئ	১০০
مُسَيْلَمَةُ الْكَذَابِ	১০১
ذو الْفَقَارِ	১০১
نَمْرُود	১০১
دانيال	১০২
الْمَنِيِّ وَالْمَذِيَّ وَالْوَدِيِّ	১০২
الْعَارِيَّة	১০৩
ربيع الثاني	১০৪
جمادى الأولى	১০৫
جمادى الثانية	১০৫
جمادى الأخرى	১০৫
تَلْمُذَة	১০৬
التنقيد	১০৭
السَّبْعُ الطُّوْلُ	১০৮
كُمَثْرَى	১০৯
حَنْثَ	১০৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
القَبُول	১০৯
না কি	
الشَّطْرَنُج	১১০
না কি	
যেসব ফি'লের ছিলাহ ব্যবহারে সাধারণত ভুল করা হয়	
أَثَّرَ عَلَيْهِ	১১৬
না কি	
أَخَذَهُ بِذَنْبِهِ	১১৬
না কি	
أَدَّى لَهُ حَقَّهُ	১১৭
না কি	
أَذِنَ لَهُ لِلسَّفَرِ/بِالسَّفَرِ	১১৭
না কি	
أَسِيفَ عَلَيْهِ	১১৭
না কি	
يَنْبَغِي لَكَ	১১৮
না কি	
الإِجَابَةُ عَلَى السَّوْأَلِ	১১৮
না কি	
أَحْتَاجُ لَـ	১১৮
না কি	
تَخَرَّجَ فِي مَعْهَدٍ كَذَا	১১৯
না কি	
لَا يَخْفَى عَلَيْكَ	১১৯
না কি	
دَعَوْتُهُ لَـ...	১১৯
না কি	
تَرَبَّصْ لِفُلَانٍ	১২০
না কি	
رَدَّهُ لَـ	১২০
না কি	
أَرْسَلَ إِلَيْهِ هَدِيَّةً	১২১
না কি	
رَمَى السَّهْمَ بِالقَوْسِ	১২১
না কি	
القَوْسِ	
تَسَرَّبَ الْعَمَالُ فِي الْبَلَدِ	১২২
না কি	
تَسَرَّبَ الْعَمَالُ إِلَى الْبَلَدِ	

বিষয়	পৃষ্ঠা
استند على الجدار	১২২
اشتاق لزيارته	১২৩
أصغيتُ للحديث	১২৩
صاح به	১২৩
ضحك عليه	১২৪
أضطرَّ إلى	১২৪
حديث عار عن لصحة	১২৫
لست معصوماً عن الخطأ	১২৫
غضب الأستاذ على	১২৬
التلميذ	
فكر بالعمل	১২৬
اقتبس عن الكتاب	১২৭
التذُّ من الطعام	১২৭
ماطله في الدين	১২৮
امتاز/تميز عن	১২৮
نزه/تنزه عن	১২৯
وقَّع على الكتاب	১৩০
جاءه	১৩০
قرأ عنده النحو	১৩১
أودعت عنده مالا	১৩১
নাকি	استند إلى الجدار
নাকি	اشتاق إلى زيارته
নাকি	أصغيت إلى الحديث
নাকি	صاح عليه
নাকি	ضحك به/منه
নাকি	أضطرَّ إلى
নাকি	حديث عار من الصحة
নাকি	لست معصوماً من الخطأ
নাকি	غضب الأستاذ على
	التلميذ
নাকি	فكر في العمل
নাকি	اقتبس من الكتاب
নাকি	التذُّ الطعام/بالطعام
নাকি	ماطله بالدين
নাকি	امتاز/تميز من
নাকি	نزه/تنزه من
নাকি	وقَّع في الكتاب
নাকি	جاء عنده
নাকি	قرأ عليه النحو
নাকি	أودعته مالا

বিষয়	পৃষ্ঠা
অদ্যে হুঁ	১৩২
নাকি	১৩২
সুখী হুঁ	১৩৩
নাকি	১৩৪
অদ্যে হুঁ	১৩৪
নাকি	১৩৪
সুখী হুঁ	১৩৪
নাকি	১৩৫
অদ্যে হুঁ	১৩৫
নাকি	১৩৬
সুখী হুঁ	১৩৬
নাকি	১৩৭
অদ্যে হুঁ	১৩৭
নাকি	১৩৮
সুখী হুঁ	১৩৮
নাকি	১৩৯
অদ্যে হুঁ	১৩৯
নাকি	১৪০
সুখী হুঁ	১৪০
নাকি	১৪১

বিষয়	পৃষ্ঠা
سلب منه القلم	১৪১
নাকি	
سلبه القلم	
شكاه/إليه سوء خلقه	১৪১
নাকি	
شكاه/إليه سوء خلقه	
عانى فلان من المشقة	১৪২
নাকি	
عانى فلان من المشقة	
أحسن فلان الردّ على	১৪২
নাকি	
أحسن فلان في الرد على	
البدع	
البدع	
فلان أخطأ الصواب	১৪২
নাকি	
فلان أخطأ عن الصواب	
أعلن عن الشيء	১৪৩
নাকি	
أعلن الشيء وبه	
اشتاق ل	১৪৩
নাকি	
اشتاقه وإليه	
أعطيته حقّه	১৪৪
নাকি	
أعطيتُ له حقّه	
نسي عن الشيء	১৪৪
নাকি	
نسي الشيء	
اجتنب عن المعاصي	১৪৫
নাকি	
اجتنب المعاصي	
এর মাসদার নয় শব্দটি বাবে الكلام	১৪৬

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لوليه، والصلاة والسلام على نبيه

আরবি কোরআন-হাদিসের ভাষা। ইসলাম ও ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা। তাই ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত যে কোনো জ্ঞান অর্জনের পূর্বশর্ত হলো, আরবিভাষায় দক্ষতা থাকা। কোনো ভাষায় দক্ষতা অর্জনের প্রথম স্তর হলো, সে ভাষার শব্দগুলো সঠিকভাবে জানা।

আরবি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় কিছু বিষয় হলো—

১. শব্দটির প্রচলিত রূপ তথা হরকত-সাকিন ঠিক আছে কি না?
২. শব্দটির প্রচলিত অর্থ প্রমাণিত কি না?
৩. শব্দটি আসলেই আরবি কি না, বা শব্দটি আরবিতে ব্যবহৃত হয় কি না?
৪. ফি'লটি সিলাহসহ ব্যবহৃত হয়, না সিলাহ ছাড়া?
৫. ফি'লটি সিলাহসহ ব্যবহৃত হলে, আলোচ্য অর্থে সিলাহ কোনটি?
৬. শব্দটি মুযাক্কাররূপে ব্যবহৃত হয়, না মুয়ান্নাহরূপে?
৭. শব্দটি 'ইমলা'র নিয়মানুযায়ী লেখা হয়েছে কি না? ইত্যাদি

উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি। শব্দের বানানে বা গঠনে ভুল করা কোনো ভাষা শিক্ষার্থীর জন্য শুভ লক্ষণ নয়। আর ভাষা শিক্ষকের থেকে এধরনের ভুল অহরহ প্রকাশিত হবে, কল্পনা করা যায় না। ভাষার ভিত্তি যেহেতু শব্দ, সেহেতু শব্দের বানানে বা গঠনে বা লেখায় দুর্বলতা থাকলে ভাষায় দুর্বলতা থেকে যাবে-অনস্বীকার্য সত্য। আমাদের বড়োরা এধরনের ভুল মেনে নিতেন না। নিম্নে তাদের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

হাসান বসরি রহ. কর্তৃক উছমান আলবাত্তির ভুল সংশোধন

আসমায়ি রহ. বলেন, একদা উছমান আলবাত্তি রহ. হাসান বসরি রহ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, ما تقول في رجل رُفِعَ في الصلاة? অর্থাৎ: সালাতে কারো

নাক দিয়ে রক্ত পড়লে তার হুকুম কী হবে? উছমান আলবাতি মাজহুলের সিগা ব্যবহার করেছিলেন। হাসান বসরি তার উপর আপত্তি করলেন এবং তিরস্কার করে বললেন, *أهذا نحويكم* একি তোমাদের নাহবী ও ভাষাবিদ!? উছমান আলবাতি আরবি ভাষায় সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ফিকহ শেখার আগেই আরবিভাষা আয়ত্ত করেছিলেন।

হাম্মাদ বিন সালামা কর্তৃক সিবাওয়াইহ এর ভুল সংশোধন

একবার সিবাওয়াইহ রহ. হাম্মাদ বিন সালামার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন-

أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه في رجل رَغَفَ في الصلاة؟

অর্থাৎ, সালাতে কারো নাক থেকে রক্ত পড়া সম্পর্কে হিশাম কি তার পিতা উরওয়া থেকে তোমাদের কাছে কিছু বর্ণনা করেছে? সিবাওয়াইহ *رَغَف* শব্দের আইন কালিমায় যাম্মা দিয়েছিলেন। হাম্মাদ রহ. সিবাওয়াইহ-এর মুখের উপর বলে ফেললেন, ‘তুমি ভুল করেছো। শব্দটি *رَغَف* নয়, বরং *رَغَف*। সিবাওয়াইহ খলিল রহ. এর কাছে গিয়ে হাম্মাদ বিন সালামার ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। খলিল রহ. বললেন, হাম্মাদ ঠিকই বলেছে। বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, আরে, হাম্মাদের মতো লোক এমন কথা বলতে পারে!’

নাক দিয়ে রক্ত পড়া অর্থে *رَغَف* ফি’লের সঠিকতম যবত হলো *رَغَف*। এ যাম্মা দিলে হবে যয়িফ ও দুর্বল যবত। আর *رَغَف*-এ কাসরা দিলে হবে আজআ’ফ ও দুর্বলতম যবত।

বেদুইনদল কর্তৃক ইমাম কিসায়ির ভুল সংশোধন

ইবনুল আম্‌বারি রহ. (৫১৩-৫৭৭) *نُزْهُةُ الْأَلْبَاءِ فِي طَبَقَاتِ الْأَدْبَاءِ* এ উল্লেখ করেন, ইমাম কিসায়ী রহ. একবার হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে কিছু লোকের কাছে গিয়ে বসেন। তিনি প্রায়ই তাদের কাছে গিয়ে বসতেন। কিসায়ী রহ. বললেন, *قَدْ عَيْبْتُ*। অর্থাৎ, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তখন লোকেরা

বললো, তুমি কথায় ভুল করছো, অথচ আমাদের সাথে চলাফেরা করো? তিনি তাদের বললেন, আমি কীভাবে ভুল করলাম? তারা তাকে বললো, তুমি যদি ক্লান্ত শান্ত হয়ে যাওয়া বুঝাতে চাও, তা হলে বলবে أُغْنَيْتُ । আর যদি কোন কাজ করতে অসহায় অক্ষম হয়ে পড়া বুঝাতে চাও, তাহলে তাখফিফের সাথে عَيْيْتُ বলবে। তখন তাঁর মধ্যে অহংবোধ জেগে উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে দাঁড়ান। জিজ্ঞেস করলেন, নাহ্ব সম্পর্কে কে জানে? লোকেরা তাকে আবু মুয়াজ আলহাররার কথা বললেন। তিন আবু মুয়াজ আলহাররার কাছে যান এবং তার সঙ্গে লেগে থাকেন। এরপর তিনি বসরায় গিয়ে খলিল বিন আহমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখান থেকে তিনি ভাষা শিখতে ও শব্দ সংগ্রহ করতে হিজায়, নজ্দ্ ও তিহামাসহ বিভিন্ন বেদুইন পল্লিতে হেঁটে বেড়ান। এভাবেই একসময় তিনি হয়ে যান নাহ্ব ও লোগাতের ইমাম।^২

একটি মাত্র শব্দের সঠিক রূপ জানার জন্য এক ইমামের প্রচেষ্টা

নাহ্ব ও লোগাতের বরেন্য ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু আমর ইবনুল আ'লা (মৃ ১৫৪ হি) হাজ্জাজের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতেন। তিনি বলেন, আমার কাছে فرجة শব্দটি অস্পষ্ট ছিলো; ف এ—ফাতহা হবে নাকি যম্মা। তখন আমি এক বেদুইনকে বলতে শুনি—

ربما تجزع النفوس من الأم

ر له فَرَجَة كحل العقال

সে এ—ফাতহা দিয়েছিলো। এরপর সে বললো, ‘শোনো, হাজ্জাজ মারা গেছে।’ ইবনুল আ'লা বলেন, আমি জানি না কিসের কারণে আমি বেশি খুশী হয়েছিলাম, তার فرجة কথার কারণে নাকি ‘হাজ্জাজ মারা গেছে’ একথার কারণে।^৩

উল্লিখিত ঘটনাগুলোর প্রতি লক্ষ করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো, শব্দের সঠিক যব্ত, শব্দের সঠিক ব্যবহার ইত্যাদি জানা খুবই জরুরি। এই

২. نُزْهَة الألباء في طبقات الأدباء: ৫৭.

৩. نُزْهَة الألباء في طبقات الأدباء: ৩১-৩২.

ধারণা করা খুবই অন্যায় যে, ভাষা তো ভাষাই, এতে ভুল করলে তেমন কী এসে যায়! একজন সজাগ সতর্ক আলিম বা তালিবে ইলম কখনোই এধরনের ভুলে পড়ে থাকতে পারে না। বা এ ধরনের ভুল মেনে নিতে পারে না। তাই নাহব ও কেরাতের বরণ্য ব্যক্তিত্ব ইমাম কিসায়ী^৪ রহ. থেকে শুরু করে অদ্যাবধি আরবিভাষায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির এ বিষয়ে বিভিন্ন কিতাবপত্র লিখে সতর্ক করে আসছেন।

এই কিতাব লেখার সময় আমাদের সামনে পর্যাপ্ত ‘ভুল সংশোধনী’ কিতাবপত্র ছিলো। কিন্তু এগুলোকে প্রধান ও মুখ্যরূপে গ্রহণ করা হয়নি। যদিও অতীতে বড় বড় লেখকদের অনেকে এমনটা করেছেন এবং বর্তমানে এমনটা করছেন আরবের অনেক লেখক।

আমাদের দৃষ্টিতে এটা অনুচিত ও গর্হিত কর্ম। কারণ, যারা ভুল সংশোধনমূলক বইপত্র লিখেছেন, তারা এমন অনেক শব্দ বা যবতকে ভুল বলেছেন, যা বাস্তবে ভুল নয়। তাই তাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভুল সংশোধনমূলক পুস্তক রচনা করা যথোচিত নয়।

ইমাম সালাব-এর মতো ব্যক্তি كتاب الفصيح গ্রন্থে এমন অনেক লফ্য ও যবত নফি করেছেন, যা মূলত সঠিক। كتاب الفصيح এর ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে। এর সুপ্রসিদ্ধ ও প্রকাশিত কিছু শরাহর নাম এই গ্রন্থের শেষে ‘ফিহরিসতুল কুতুব’ শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

এমনকি লাবলি রহ. এর মতো বিস্ময়কর ব্যক্তি পর্যন্ত এমন কিছু শব্দকে ভুল আখ্যায়িত করেছেন, যা কোনোভাবেই ভুল নয়। যেমন তিনি لباب
تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح এর ৪৬০ নং পৃষ্ঠায় লেখেন—

ولا يقال: أعزب، وإنما يقال: عزب

অর্থাৎ, অবিবাহিত বুঝাতে أعزب বলা যাবে না। বলতে হবে عزب। অথচ হহিহ হাদিসে আলোচ্য অর্থে أعزب শব্দটি বর্ণিত হয়েছে।

৪. শব্দটি কাসায়ী নয়। বরং কিসায়ী।

عن نافع قال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ -وَهُوَ شَابٌّ أَغْزَبُ لَا أَهْلَ لَهُ- فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^৫

হারাবি (মৃত্যু ৪৩৩) বিরচিত *إسفار الفصح* এর মুহাক্কিক ড. মুহাম্মাদ বিন সায়েদ টীকায় এবিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আবু বকর মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন মায়হাজ আয-যাবিদি রহ. (৩১৬-৩৭৮) *لحن العوام* নামে একটি ভুল সংশোধনী কিতাব লেখেন। ইবনে মক্কি আস-সিকিল্লি ভুল সংশোধনী কিতাব লেখেন *تنقيف اللسان و تلقيح الجنان* নামে। তারা তাদের গ্রন্থে এমন অনেক শব্দকে ভুল বলেছেন, যা আদৌ ভুল নয়। তাদের গ্রন্থদ্বয় বিখ্যাত ভাষাপণ্ডিত ইবনে হিশাম লাখমি রহ. (মৃত্যু ৫৭৭) এর নজরে পড়লে তিনি এর জবাব দেওয়ার মনোস্থ করেন। তিনি তাদের ভুল সংশোধন করতে গিয়ে লেখেন *المدخل إلى تقويم اللسان*। কিতাবটিতে তিনি তাদের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি একটি অধ্যায় যোগ করেন, যাতে তিনি প্রচলিত এমন সব ভুল সংশোধন করার ইচ্ছা করেন, যা তার দৃষ্টিতে নির্ঘাত ভুল-কোনো ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের সুযোগ নেই। কিন্তু তিনিও তাতে এমন কিছু শব্দকে ভুল বলেছেন, যা বাস্তবে ভুল নয়। যেমন:

তিনি ২৪৭ নং পৃষ্ঠায় মকতব অর্থে *كُتِبَ* শব্দটিকে ভুল বলেছেন। যদিও ফিরোযাবাদিসহ আরো অনেকে মকতব অর্থে *كُتِبَ* শব্দটিকে ভুল বলেছেন, মূলত মকতব অর্থে *كُتِبَ* শব্দটি ভুল নয়। আযহারি লায়ছ থেকে বর্ণনা করেছেন, *كُتِبَ* শব্দটি মকতব অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার লোগাতও রয়েছে। তদুপরি আযহারি তা সর্মথনও করেছেন। লিসানুল আরব এবং তাজুল আরুসে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। মাজমাউল্লুগাতিল আরাবিয়া কায়রো থেকে প্রকাশিত অভিধানে শব্দটি স্থান পেয়েছে। এ দিকে তিনি তো মকতব অর্থে *كُتِبَ* শব্দটিকে নফি করেছেন, কিন্তু এর বিপরীতে এমন অনেককে দেখতে পাওয়া যায়, যারা মকতব অর্থে *مَكْتُوب* শব্দটিকে নফি করে থাকেন। যেমন, সুপ্রসিদ্ধ কিতাব ‘মুআল্লিমুল ইনশা’র ৩ নং খণ্ডে ১২৭

৫. ছহিহ বুখারি, হাদিস-৪৪০।

নং পৃষ্ঠায় মুহাম্মাদ রাবে হাসানি নাদাবি مكتب শব্দটির আরবি অর্থ করছেন শুধু অফিস। আর 'প্রাথমিক শিক্ষালয়' অর্থে مكتب শব্দটিকে গ্রহণ করছেন উর্দু হিসেবে। আর সুলতান যাওক নাদাবি যিদা মাজদুহুও আত-তারিক ইলাল ইনশা'র দ্বিতীয় খণ্ডে তার অনুসরণ করে শব্দটির আলোচ্য অর্থ নফি করেছেন। অথচ দু'টো শব্দই মকতব তথা শিশুদের 'প্রাথমিক পাঠশালা'র অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আবার কিতাবটির ২৫২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, مَفْعَلَةٌ এর ওয়নে مَشْوَرَةٌ বলা যাবে না। বলতে হবে مَشْوَرَةٌ; مَعُونَةٌ এর ওয়নে। অথচ উভয়টাই বলার সুযোগ রয়েছে। ভাষাবিদরা তাদের অভিধানসমূহে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। উদাহরণত লিসানুল আরব—এর ৪ নং খন্ডে ৪৩৭ নং পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

যে জিনিসের সাথে টেক লাগানো হয় বা হেলান দেওয়া হয় তাকে আমরা সাধারণত مَسْنَد বলে থাকি। কিন্তু ইবনে হিশাম লাখমি বলেছেন, مَسْنَد ভুল, তাই مَسْنَد বলা যাবে না। বলতে হবে مَسْنَد। অথচ শব্দটির এ—এ ফাতহা, কাসরা, যম্মা সবই দেওয়া যেতে পারে। দ্রষ্টব্য- লিসানুল আরব ৩/২২০, তাজুল আরুস ৮/২২৩।

যে সব পোষাক পরে কাজকর্ম করা হয় আরবিভাষায় তাকে بِذْل বলা হয়। ইবনে লাখমি ২৫৬ নং পৃষ্ঠায় ب—এ ফাতহা দেওয়াকে ভুল বলেছেন। তিনি বলেন, সঠিক হলো بِذْل। بِذْل কে ভুল বলাটা তার জন্য ঠিক হয়নি। হ্যাঁ, ب—এ ফাতহা দেওয়া শায় বা নাদের যবত, এজাতীয় কিছু বলতে পারতেন। কারণ ب—এ ফাতহা দেওয়ারও লোগাত রয়েছে। দ্রষ্টব্য- আল মিছবাহুল মুনির ১/৫৬।

ضَفَدَع শব্দের পাঁচটি যবত রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো, جَفَر এর ওয়নে ضَفَدَع। কিন্তু লাখমি র. আলোচ্য গ্রন্থে ৪৬ নং পৃষ্ঠায় এযবতটিকে ভুল বলেছেন, যা তার জন্য ঠিক হয়নি। ইবনে সিদাহ থেকে শুরু করে অনেকে বলেছেন, ضَفَدَع যবতটি ضَفَدَع শব্দের একটি ফসিহ লোগাত, তা সত্ত্বেও তিনি কীভাবে নফি করলেন!

কিতাবটি লেখার সময় মাঝেমধ্যে আমার এক সহকর্মী আমাকে بِدَايَة শব্দটির কথা বলতেন। তিনি غلط الضعفاء من الفقهاء গ্রন্থে পড়েছেন

শব্দটি ভুল। সঠিক হলো بِدَاءٌ। আমি কিতাবটি পড়লাম। দেখলাম, তাতে ঠিকই শব্দটিকে ভুল বলা হয়েছে। ভুল বলেছেন সাফাদিসহ আরো কয়েকজন। আমি অনুসন্ধান চাললাম। দেখলাম, আল উবাবুয যাখির—এর লেখক সাগানি এবং আল মুগরিব—এর লেখক আবুল ফাতহ মুতাররিযি রহ. শব্দটিকে ভুল বলছেন। আমি আরও অনুসন্ধান চাললাম। অবশেষে তাজুল আরুসে দেখলাম যাবিদি বলছেন,

ولكن قال ابن القطّاع : هي لغة أنصاريّة بدأت بالشيء وبديت به : قدّمته
وأنشد قول ابن رَوَاحَة :

باسمِ اللهِ وبِهِ بَدِينَا # وَلَوْ عَبَدْنَا غَيْرَهُ شَقِينَا

এটা দেখার পর শব্দটিকে ‘ভুল’ বলা যায় না। সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে, শব্দটি মৌলিকভাবে নাদের ও শায়।

তদুপরি শব্দটি আগের এবং বর্তমানের বড়ো বড়ো লেখকদের লেখায় সদর্পে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

এসব বিষয়ের কারণে আমরা যে শব্দের ও শব্দের যে যবতের কোন আসল রয়েছে, তা ভুলের কাতারে উল্লেখ করিনি। যার কোনো আসল ও ভিত্তি পাওয়া যায় তাকে ভুল কেনো বলা হবে? قبول শব্দটির ق—এ ফাতহা দিতে হবে। বেশ। কিন্তু কেউ যম্মা দিয়ে ফেললে তাকে ভুল কেনো বলবো আমরা?

প্রসঙ্গত বলতে হচ্ছে, আরবি ভাষার ‘মূল সূত্র’ অভিধান নয়, মূল সূত্র:

১. কোরআন কারিম,
২. ‘রেওয়ায়াত বিল ম’না’মুক্ত প্রমাণিত হাদিস,
৩. আ’রাবির কথা (আগের আরব বেদুইন)
৪. ও পূর্বযুগের প্রতিষ্ঠিত-বরণ্য শায়েরদের শের।

প্রথম দিকে অভিধান তো এসবের আলোকেই সংকলিত হয়েছে। খলিল, আবু উবায়দ, আসমায়ি রহ. প্রমুখ তো এভাবেই অভিধান প্রণয়ন করেছেন। পরবর্তীকালে এধারাটা কমতে থাকে। কমতে কমতে একসময় শুধু প্রাচীন অভিধানের উপর নির্ভর করেই অভিধান লেখার ধারা শুরু হয়।

অবস্থা একসময় এই পর্যায়ে চলে আসে যে, মানুষ ধারণা করতে শুরু করে অভিধানে কোনো শব্দ নেই তো সে শব্দের কোন অস্তিত্ব নেই! অভিধানে কোন অর্থ নেই তো সে অর্থ ভুল! কেউ যদি غسل শব্দের س এ ফাতহার পরিবর্তে সাকিন দেয়, তুমি বলবে, এটা মারাত্মক ভুল। কারণ, অভিধানসমূহে লেখা, س এ ফাতহা। কিন্তু তুমি যখন জানবে, ইবনে হিশাম লাখমি কীভাবে তা ভুল বলাকে ভুল বলছেন, বিস্ময়ে থ’ হয়ে যাবে।

তাই অভিধানভাণ্ডারে না থাকার দরুন কোনো শব্দ নফি করে দেওয়া সতর্ক ব্যক্তির কাজ নয়। শব্দটি শায়িরদের দাওয়ায়িন ও ভাষাবিদদের নাওয়াদের গ্রন্থে আছে কী না খোঁজে দেখতে হয়।

একবার আমি আমার প্রিয় উস্তাদ শাব্বির আহমাদ সাহেব দা.বা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। কথাপ্রসঙ্গে হুজুর বললেন, আচ্ছা, رد المحتار নামটি নাকি ঠিক নয়? محتار নামে নাকি আরবিভাষায় কোনো শব্দ নেই? বলতে হবে المنحیر। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে, কোথায় বলেছে? হুজুর أصول الفقه এর একটি শরহ দেখালেন। আমি দেখলাম। অবাক হলাম। ইবনে আবিদিন রহ. এর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হচ্ছে যে’বেলাভি, আদনানি—এদেরকে! এদের দৌড় তো গিয়ে থেমে যায় অভিধানভাণ্ডারেই! এরা কি লোগাতের ইমাম? কয়টি দেওয়ান মুখস্থ আছে এদের? তাসত্ত্বেও এরা কথা বলে আসমায়ি, আবু উবায়দ, ইবনে দুরায়দদের ভাষায়! এরা কতো তা’বির ভুল বলে দেয়, মাজমা থেকে সে সব সঠিক হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। কী বোকামি ও মূর্থতা, কোন অভিধানে احتار শব্দটি নেই, তাই লেখকদের জন্য احتار শব্দটি ব্যবহার করা ভুল!

অভিধানভাণ্ডারে না থাকাকে ভুল হওয়ার ‘এমকান’ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে, প্রমাণ হিসেবে নয়। সবচে’ বড় কথা হলো, আমাদের কাছে কয়টি অভিধানই-বা আছে, লাবলির তোহফায় উল্লিখিত সব অভিধান কি আমাদের সামনে থাকে? ‘আন-নাওয়াদির ফিল লুগাহ’র সংখ্যা তো পনের’র কম হবে না, আমাদের সামনে আছে কয়টি?

শব্দটি আসলেই ভুল কি না, জানতে বিভিন্ন ‘দাওয়ায়িন’ খোঁজলাম। আল-হামদুলিল্লাহ, কিছুটা সফলও হলাম।

আবু নাসর ইবন নুবাতাহ তার যুগের অন্যতম শায়ির। আবুল কাসেম আলি বিন আল হাসান বলেন, ইবনে নুবাতাহ তার চেয়ে বড় কোন কবিকে প্রত্যক্ষ করেনি। অর্থাৎ, তিনি তার যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।^৬ আরবিভাষা ও সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিগণ তার শের ও কবিতা প্রমাণরূপে পেশ করতেন। তার একটি ‘দিওয়ান’ আছে। সেই দিওয়ান থেকে মুহাম্মাদ আল মুসতা‘সিমি ‘আদ-দুররুল ফারিদ ওয়া বাইতুল কাসিদ’ গ্রন্থে ২ নং খণ্ডে ১৮৫ নং পৃষ্ঠায় একটি শের উল্লেখ করেন—

مَا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَنَّتْ رَكَائِبُهُ ... شَوْفَا وَلَهَا رَقُّ الْفِ غَيْرِ مُخْتَارٍ

তাররিম্মাহ একজন বরেণ্য কবি। প্রথম শতকের শেষ দিকে তার বেড়ে ওঠা। বেড়ে উঠেছেন ভাষাশিক্ষার সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ শামের বেদুইন পল্লিতে। তার একটি ‘দিওয়ান’ রয়েছে। নাম ‘দিওয়ানুত তাররিম্মাহ’। অভিধান ও সাহিত্যগ্রন্থে তার কবিতার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। তার দিওয়ানের ১৫৬ নং পৃষ্ঠায় একটি শের আছে—

وَأَعظمُ مَنْفَعَةٌ ، وَأَعْظَمُ نَائِلًا * * لَاخُ أَسَافَ وَصَاحِبِ مُخْتَارٍ

কবিতাটি ও এর আগ-পিছ ভেবে দেখলে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, শব্দটি مُخْتَار এবং অর্থ, দিশেহারা, দিগ্ভ্রান্ত। অর্থাৎ, যে লোকের সম্পদে দুর্যোগ নেমে এসেছে এবং যে দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তার জন্য তার (যাকে সম্বোধন করে কবিতাগুলো বলা হচ্ছে) দান সবচে’ মহান ও তার উপকার সবচে’ পরিব্যাপ্ত।

এর দ্বারা আমরা এসিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, শব্দটি প্রমাণিত। সুতরাং তা সগৌরবে চলতে পারে। শব্দটি পরবর্তীযুগে বেশি প্রচলন লাভ করে। যাবিদি, আহমদ শাওকিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লেখায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাকমিলাতুল মা‘আজিমিল আরাবিয়্যাহ, মু‘জামুল মাআনিসহ কয়েকটি আধুনিক অভিধানে শব্দটি স্থান পেয়েছে। আহমদ মুখতার উমরও তার অভিধানসমূহে এর সমর্থন করেছেন।

৬. তারিখ বাগদাদ, তরজমা-৫৬৪১।

رد المتحير في شرح الدر المختار এবং رد المحتار في شرح الدر المختار দু'টো বাক্যের সৌন্দর্য কি সমান? কুরআন কারিমে ضيزى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ ভাষাবিদরা বলেন, ضيزى এর চেয়ে সুন্দরতম শব্দ হলো جائرة এবং ظالمة। কিন্তু ضيزى শব্দটিই এখানে সুপ্রযুক্ত। অন্য কোনো শব্দই এখানে মানানসই নয়। এর বড়ো একটি কারণ হলো বাক্যের অন্ত্যমিল।^১ ইবনে আবিদিন রহ. লোগাত ও নাহব বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন।^২ তাই বাহ্যত মনে হয়, তিনি ভেবেচিন্তেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ভর্তি পরীক্ষায় ছাত্রদের লিখতে বলা হয় আরবিভাষা শিখতে তারা কী কী কিতাব পড়েছে। অনেকে লেখে এসো আরবি শিখি, আল কেরাআতুর রাশেদার নাম। হ্যাঁ, শুধু নিচের দিকের দু'তিনটি কিতাবের নাম। কেউ কেউ নাফহাতুল আরব, মাকামাত-এর নামও উল্লেখ করে। কিন্তু আরবি শিখতে হলে অধ্যয়নের সীমা আরো বিস্তৃত করতে হয়। বিভিন্ন বিষয়ের আরবি কিতাবাদি পড়তে হয়।

আবু সাহল মুহাম্মাদ আল হারাবি (৩৭২-৪৩৩) التلويح في شرح الفصيح এর ভূমিকায় লেখেন, 'তার যুগের অধিকাংশ লোক তাদের ছেলেসন্তানদের এর ভূমিকায় মুখস্থ করাতে; ভাষার অন্যান্য কিতাবপত্র পড়ানোর আগেই। কারণ এতে ব্যবহৃত সহজ সরল শব্দই কেবল স্থান পেয়েছে। তদুপরি এধরনের অনেক শব্দের ক্ষেত্রে সাধারণ লোকজন ভুল করে থাকে। তাই শিক্ষার্থীরা শুরু থেকেই আরবির ফসিহ শব্দ জানতে পারে এবং ভুল থেকে রক্ষা পেতে পারে।' হারাবি রহ এর কথায় প্রতীয়মান হয় যে, তার যুগে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের প্রথমদিকেই كتاب الفصيح শিক্ষা দেওয়া হতো। কিন্তু আমাদের যুগে ক'জন ছাত্র আছে, যারা একিতাবটির নাম জানে? ইবনে কুতায়বা আদদিনাওয়ারি রহ. এর ادب الكاتب কিতাবটিও এধরনের।

১. আল মাছালুহু ছাইর ফি আদাবিল কাতিব ওয়াশ শাইর, ১/১৭৬-১৭৭

২. হিলইয়াতুল বাশার ফি তারিখির কারন আছ ছালিছ আশার, ৩/১২৩০

এধরনের কিতাব না পড়লে কোন্ শব্দটি বা শব্দের কোন্ যবতটি শায় বা নাদের, কিংবা কোন্ শব্দটি বা শব্দের কোন্ যবতটি ফসিহ বা আফসাহ-এসব আমরা কীভাবে জানবো? শব্দের অর্থ না জানলেই তো আমরা খুলি আরবি-বাংলা কোন অভিধান, মিসবাহুল লোগাত, আল মুনজিদ, আল মু'জামুল ওয়াসিত বা আর-রায়েদ। এসব অভিধানগ্রন্থে সব ধরনের যবতই উল্লেখ করা হয়, কিন্তু বলা হয় না কোনটি আফসাহ ও আজওয়াদ আর কোনটা গরিব ও শায়। তাই ভাষার ইমামদের 'ফসিহ' ও 'ইসলাহুল মানতিক' বিষয়ক কিতাবপত্র পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

তদুপরি বর্তমানে বিজ্ঞান থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয়ে প্রচুর শব্দ অস্তিত্বে এসেছে। এসব শব্দের সঠিক আরবি ও এর ব্যবহার জানতে আরববিশ্বের মাজমাউল লোগাতিল আরবিয়া, বিশেষকরে মাজমাউল লোগাতিল আরাবিয়া কায়রো থেকে প্রকাশিত 'কারারাত' ও সিদ্ধান্তবলি জানা অতীব জরুরি। এসব সিদ্ধান্তের আলোকে রচিত 'ভুল সংশোধন' বিষয়ক কিতাবাদিও পড়া দরকার। নতুন শব্দের সঠিক যবত এবং নতুন বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধি ও যথার্থতা জানতে মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়া, কায়রো থেকে প্রকাশিত 'কারারাত' ও সিদ্ধান্তবলি জানা থাকা ভালো। কারণ, বর্তমানে যারা ভুল সংশোধনমূলক বইপুস্তক লিখছেন, তারা এমন অনেক লফয-তাবির ও শব্দ-বর্ণনাকে ভুল বলছেন, যার যথার্থতার পেছনে রয়েছে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ ও স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। তা ছাড়া একক কোনো ব্যক্তির সিদ্ধান্তের চেয়ে একটি জামাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অধিক যৌক্তিক।

যেমন: কেউ কেউ বলে থাকেন, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার ইংলিশ হলো play a vital role। এবর্ণনাটি হুবহু অনূদিত হয়ে আরবিভাষায় সগৌরবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। আরবিভাষায় বলা হচ্ছে- لَعِبَ دوراً كبيراً/فعلاً। played শব্দের হুবহু অনুবাদ! এতে আরবিভাষা সমৃদ্ধ হচ্ছে, নাকি বিকৃতির শিকার হচ্ছে? لَعِبَ ফেল কেনো اضطلع ب، أسهم ب، قام ب، أذى বা مثل، -জাতীয় কোনো ফেল কেনো ব্যবহার করা হলো না? মুহাম্মাদ আল আদনানি 'মুজামুল আগলাতিল লুগাবিয়াহ আল মুআসিরাহ' (পৃ.৬০৬)-এ

তাদেরই অবস্থান গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ‘মাজমা’ এই ব্যবহার সমর্থন করেছে।

অনেকে পরিসংখ্যান অর্থে إحصائيات শব্দটিতে ভুল বলে থাকেন। তাদের দাবি, إحصاءات বলতে হবে, যা إحصاء এর বহুবচন। إحصائيات বলা ঠিক নয়। কারণ إحصائيات শব্দটি إحصاء এর বহুবচন কীভাবে হতে পারে? মাজমা’র সিদ্ধান্ত, বলা যাবে দুটোই। إحصائيات শব্দটি إحصائي এর বহুবচন। إحصاء এর নয়।

সংযুক্ত অর্থে مُزْفَق শব্দটিকে অনেকে ভুল বলে থাকেন। কিন্তু মাজমার সিদ্ধান্ত, কোনো সমস্যা নেই এতে। মাজমার এধরনের সিদ্ধান্ত জানতে আমরা দেখতে পারি, ‘মাওকিফু মাজমাইল্লুগাতিল আরাবিয়া বিল কাহিরা মিনাল ইসতিমালাতিল মুআসিরা’ নামক কিতাবটি।

কুরআন কারিম একটু মনোযোগের সাথে পড়লে আমরা অনেক ভুল থেকে রক্ষা পেতে পারি। কোরআন শরিফ থেকে ভাষার রসদ গ্রহণ করার কারো ইচ্ছা থাকলে শব্দের প্রচলিত অনেক ভুল থেকে সে বাঁচতে পারবে। তদুপরি শব্দের আসাহ, আফসা, ও আজওয়াদ যবতই তার থেকে প্রকাশ পাবে। কোরআন কারিমের হাফিজ তালিবে ইলম কেনো ذهاب এর পরিবর্তে قبول এবং بَدَل এর পরিবর্তে بَدَل বলবে?

আরবিভাষা একটি অকূল সমুদ্র। আমরা লক্ষ করেছি, লোগাতের যতো বড়ো ইমামই হোন, ‘নফি’র ক্ষেত্রে কোন-না-কোন জায়গায় ‘মুআখ্যার’ শিকার তাকে হতেই হয়েছে।

* ইমাম ইবনে কুতায়বা আদ-দিনাওয়ারি আরবিভাষার এক বিস্ময়কর বটবৃক্ষ। লিখেছেন أدب الكاتب। আরবি ভাষার ‘রুকন’ পর্যায়ে কিতাব। কতো লফয ও যবতকে তিনি নফি করে দিচ্ছেন, কিন্তু ইবনুস সায্যিদ আল-বাতলিউসি এসে তা প্রমাণিত করে দেখাচ্ছেন الاقتضاب
 ১। في شرح أدب الكتاب

- * আযহারির মতো বিস্ময়কর ব্যক্তির ভুল ধরছেন ফিরোযাবাদি তার ‘আল কামুসে’। তার ভুল ধরার উপর আপত্তি করছেন যাবিদি তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে।
- * যাজ্জাজ রহ. সালাব রহ. কে একবার বললেন, আপনি প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য كتاب الفصحیح লিখেছেন। কিতাবটি হলো বিশ পৃষ্ঠার, কিন্তু ভুলই আছে তার দশ জায়গায়! পরবর্তীকালে পঞ্চম শতকে আসেন ভাষাবিদ আবু মানসুর জুয়ালিকি রহ.। তিনি যাজ্জাজ রহ. এর ভুল ধরার ব্যাপারে আপত্তি করে লিখেন একটি কিতাব। الرد على الزجاج في مسائل أخذها على ثعلب নামে যা প্রকাশিত।
- * কাসিম বিন আলি বিন মুহাম্মাদ আল হারিরি ذرة الغواص في أوهم নামে ভুল সংশোধনমূলক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি আলোচ্য গ্রন্থে এমন প্রচুর শব্দ ও শব্দের যবতকে ভুল বলেন, যা কোনোক্রমেই ভুল নয়। তাই আল্লামা শিহাবুদ্দিন খফাজি যখন এই কিতাবটির শরহ লিখলেন, হারিরি উপর জাগায় জাগায় আপত্তি করেছেন।

এর দ্বারা অনুমান করা যায়, ‘নফি’ কতো ঝুঁকিবহুল ও স্বলনযোগ্য স্থান! তাই আমরা কোনো শব্দ বা যবতের নফির ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ইহতিয়াত করার চেষ্টা করেছি। আরবিভাষার প্রামাণ্য ভাষা ও কাব্যগ্রন্থ এবং মৌলিক অভিধানগ্রন্থ সংগ্রহে চেষ্টায় ত্রুটি করিনি। লোগাতের ‘নাওয়াদের’ বিষয়ক গ্রন্থও সংগ্রহের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। ইমাম সাগানির ‘আশ-শাওয়ারিদ’, আবু যায়দ আল আনসারির ‘আন-নাওয়াদির’, আবু মিসহাল আল আ’রাবির ‘আন-নাওয়াদির’ ইবনুস সিক্কিত এর ‘আল হুরুফ আল্লাতি ইউতাকাল্লামু বিহা ফি গায়রি মাওযিয়িহা’ এবং ‘আল আশারাত ফিল

৯. দুররাতুল গওয়াস কিতাবের সবচেয়ে ভালো নোসখা সেটি, যা শিহাবুদ্দিন খফাজিসহ কয়েকজন বিখ্যাত ভাষাবিদদের শরহ, হাশিয়া ও ইসতিদরাকসহ ৯৬৮ পৃষ্ঠায়, ১৪১৭হিজরিতে দারুল জিল থেকে ছেপেছে।

লুগাহ' শায়-নাদের লফয ও যবতের এসব অভিধানগ্রন্থও আলহামদুল্লাহ আমাদের সামনে ছিলো।

আমরা কেবল ভাষাবিদদের সিদ্ধান্ত ও অভিমত আলিম ও তালিবে ইলমসমাজের সামনে তুলে ধরেছি। তারা এবিষয়ে ভেবে দেখতে পারেন। আমাদের ভুলগুলো জানালে শোকরগুয়ার হবো।

দোয়ার মোহতাজ
মুহাম্মাদ ইলিয়াস রিফাই

প্রচলিত ভুল যবত: কারণ ও প্রতিকার

ভুল যবত প্রচলনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ

প্রথমতঃ ইবতেদায়ী জামাআত ও প্রাথমিক শ্রেণিগুলোতে আরবি শেখানোর সেসব দরসি কিতাব, নাসেখ, অনুবাদক বা প্রকাশকরা যেসব কিতাবে শব্দের যবতের ব্যাপারে সতর্কতার পরিচয় দেয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা ছাফওয়াতুল মাছাদির, রাওজাতুল আদাব, নাফহাতুল আরাব ইত্যাদি কিতাব পড়েই আরবি শিখে। কিন্তু এসব কিতাবে নাসেখরা বা প্রকাশকরা শব্দের সঠিক যবতের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেননি। উদাহরণত ছাফওয়াতুল মাছাদির কিতাবটির নিম্নে সাত-আটটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, একই ভুল করে যাচ্ছে সব অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশক। আমাদের তাহকিক-তা'লিককৃত নোসখা আর আগের নোসখাগুলো মিলিয়ে দেখলে বিষয়টা একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা এসব বইয়ে ভুল যবত শিখে। পরবর্তীতে এই ভুলটাই তাদের মনে গেঁথে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত কিতাবসমূহের মধ্যে যবতের বিচারে 'আত-তরিকু ইলাল আরাবিয়্যাহ' কিতাবটি সবচে' নির্ভুল। তবে তাতেও কয়েকটা আপত্তিকর বিষয় চোখে পড়েছে।

- ❖ 'এসো আরবী শিখি' এর ৩ নং খন্ডে ৭৯ নং পৃষ্ঠায় টীকায় লেখা হয়েছে, عُبْد এর বহুবচন হলো عُبَاد । আসলে عُبَاد হলো عَابِد এর বহুবচন। عُبْد এর নয়। عُبْد এর বহুবচন হলো, عَبِيد، عُبْد، أَعْبُدُ، عُبْدَانُ، عِبْدَانُ
- ❖ উক্ত কিতাবের ৩৫ নং পৃষ্ঠায় টীকায় লেখা হয়েছে, عَاقِبَة শব্দের অর্থ হলো, সাজা, শাস্তি। এটা ঠিক নয়। عَاقِبَة শব্দটি কোনো কর্মের ফলস্বরূপ জাযার অর্থ তো দেয়, কিন্তু সাজার অর্থ দেয় না। আর উক্ত কিতাবের পরের পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আয়াতে عَاقِبَة শব্দের অর্থও কিন্তু সাজা বা শাস্তি নয়। বরং পরিণাম, পরিণতি।

- ❖ ১০৪ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে الطَّمْع শব্দটি বাবে ضرب يضرب এর মাসদার। এটা ঠিক নয়। الطَّمْع শব্দটি বাবে سمع يسمع এর মাসদার।

দ্বিতীয়তঃ ছোটো ছোটো সংক্ষিপ্ত শব্দকোষগুলোর কারণেও ভুল যবতের প্রচলন ঘটে। আমরা দশ বারোটি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ দেখেছি। সবকটিতেই শব্দের যবতের ব্যাপারে অবহেলার ছাপ প্রকট। ড. ফজলুর রহমান-আল্লাহ তাকে জাযা খায়র দান করুন-অভিধান-অঙ্গনে বেশ প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। তিনিও যখন দিশারী নামক সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ লিখলেন, তাতে অভিধানগুলোর মতো নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারেননি।

- ❖ কাঁধের আরবি তিনি অভিধানে লিখেছেন مَنَكِبٌ। কিন্তু দিশারীতে (পৃষ্ঠা ২৩) আর পকেট অভিধানে তা হয়ে গেলো مَنَكَبٌ! কেনো?
- ❖ অভিধানে লিখেছেন خَضِرَاوَات ر এর পর আলিফসহ। কিন্তু দিশারীতে (পৃষ্ঠা ৩৭) তা হয়ে গেলো خَضِرَوَات ر এর পর আলিফ ছাড়া।
- ❖ দিশারীর ৭৯ নং পৃষ্ঠায় আছে ক্রয়, খরিদ অর্থে شُرَاء; ش এ ফাতহা-যোগে। অথচ হবে شُرَاء; ش এ কাসরা।
- ❖ سَيْلَان লেখা হয়েছে ي-এ সাকিন দিয়ে (পৃষ্ঠা ৫১)। অথচ তিনি নিজেই আল মু'জামুল ওয়াফী আরবী-বাংলায় লিখেছেন سَيْلَان; ي-এ ফাতহা দিয়ে।
- ❖ নাশপাতি ফলের আরবি করেছেন كُمَّثْرَى; ث-এ ফাতহা দিয়ে। অথচ তিনি নিজেই উল্লিখিত অভিধানে লিখেছেন كُمَّثْرَى; ث-এ সাকিন দিয়ে। (পৃষ্ঠা ৩৪ এবং ১৭০)।
- ❖ বরইয়ের আরবি করেছেন بَرْفُوق; ب-এ ফাতহা দিয়ে। অথচ সঠিক শব্দ হলো بَرْفُوق; ب-এ যম্মা দিয়ে। (পৃষ্ঠা ১৬৯ এবং ১৭০)।
- ❖ বীজ-এর আরবি করেছেন بِذْر; ب-এ কাসরা দিয়ে। অথচ সঠিক হলো بِذْر; ب-এ ফাতহা দিয়ে। (পৃষ্ঠা ১৬৮)।

❖ ব্যাংক-এর আরবি করেছেন **مصرف** এ-ফাতহা দিয়েছেন, যা সঠিক নয়। সঠিক হলো **مصرف** এ কাসরা। ফাতহা নয়।^{১০}

১০. المصادر:

• المصباح المنير للفيومي: ص ৯৬১:

إذا كان الفعل الثلاثي على فعل يفعل وزان ضرب يضرب وهو سالم فالمفعول منه بالفتح مصدر للتخفيف، وبالكسر اسم زمان ومكان، نحو صرف مصرفاً بالفتح أي صرفاً وهذا مصرفه أي زمان صرفه ومكان صرفه.

• تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (১২০৫): ১২৬/৩৩:

والمعكم: المصرف وزناً ومعنى. (والمعكم: بكسر الكاف بلاخلاف)

📖 خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام: لابن بلي (১৯৯২): ص ৫৫.

منها قولهم: المصرف، بفتح الراء. والصواب: كسرهما، فإنه من باب ضرب.

ড. আহমাদ মুখতার উমর المعاصرة العربية اللغة العربية المعجم

এ-ফাতহা দেওয়া যাবে। **مصرف** শব্দটির অর্থ আলোচ্য (১২৯২:২)

প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন কুরআন মাজিদের নিম্নোক্ত আয়াত-

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

আয়াতটিতে **مَصْرِفًا** এর পরিবর্তে **مَصْرِفًا** পড়ারও একটি কেরাত রয়েছে। এথেকে তিনি ইসতেম্বাত করেছেন যে, আলোচ্য অর্থ শব্দটির **ر** এ ফাতহাও দেওয়া যাবে।

কিন্তু তার ধারণা সঠিক নয়। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো দেখলে আমরা সঠিক বিষয়টি জানতে পারবো।

• الدرالمصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي (১৩৫৬): ১০১-১০১:

{وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا}

قوله: (مَصْرِفًا): المَصْرِفُ: المَغْدِل.

يجوز أن يكون اسم مكان أو زمان. وقال أبو البقاء: ((مَصْرِفًا: أي انصرفاً، ويجوز أن يكون

مكاناً)). قلت: وهذا سهو فإنه جعل المفعول بكسر العين مصدرًا لما مضارع يفعل

بالكسر من الصحيح، وقد نصوا على أن اسم مصدر هذا النوع مفتوح العين، واسم

زمانه ومكانه مكسور نحو: المَضْرَب والمَضْرِب.

وقرأ زيد بن علي رضي الله عنه "مَصْرِفًا" بفتح الراء، جعله مصدرًا: لأنه مكسور العين

في المضارع فهو كالمَضْرَب بمعنى الضَرْب.

এধরনের বহু ভুল রয়েছে। এসব কম্পোজ বা মুদ্রণজনিত ভুল নয়। লেখক একটু সতর্ক হলে এধরনের ভুল কিতাবটির ২১ তম মুদ্রণে থাকতো না।

তৃতীয়তঃ আরবি যবত ভুল হওয়ার ক্ষেত্রে উর্দু ভাষার প্রভাব অনস্বীকার্য।
جریان-فیضان-طیران-سیلان-حیوان-জাতীয় শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে সাকিন দেওয়ার কারণ মনে হয় এটাই।

কোনো উর্দু শব্দ সামনে এলে আমরা যদি ভেবে দেখি, আরবিভাষায়ও শব্দটির যবত বা অর্থ উর্দুর মতোই কি না, তা হলে আমরা সঠিক বিষয়টি জানতে সক্ষম হবো। উদাহরণত رُفْعَة শব্দটির যবত আরবিভাষায়ও কি رُفْعَة, না আরবীতে এর যবত অন্য রকম-رُفْعَة مُنْتَمِم ? শব্দটিকে আরবিভাষায় 'মোহতামিম' বা ব্যবস্থাপক-পরিচালক অর্থে ব্যবহার করা কি ঠিক হবে, না আরবিভাষায় এর অর্থ অন্যকিছু? ইত্যাদি। এভাবে আরবি যে শব্দগুলো উর্দু হিসেবেও বেশ প্রচলিত, আরবিভাষায় সেগুলোর নিজস্ব কোনো যবত বা অর্থ আছে কি না, তা দেখে নিলে আমরা অনেক ভুল কাটিয়ে ওঠতে পারবো।

আমার এক সহকর্মী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে লিখতেন أجب عن الأسئلة الآتية مع ذكر الحوادث و المراجع। আমি তাকে বললাম, حوالة শব্দটি এর

• الباب في علوم الكتاب (تفسير ابن عادل)، عمر بن علي بن عادل الحنبلي (٨٨٠): ٥١٣/١٢:

وقرأ زيد بن علي " مَصْرُفًا " بفتح الراء، جعله مصدراً ؛ لأنه مكسور العين في المضارع ، فهو كالمضرب بمعنى الضرب.

• تفسير البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي (٧٤٥): ١٣١/٦:

وأجاز أبو معاذ { مَصْرُفًا } بفتح الراء، وهي قراءة زيد بن علي، جعله مصدراً، كالمضرب، لأن مضارعه يصرف على يفعل كيضرب.

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহে আমরা দেখলাম, —এ ফাতহা দেওয়ার কেরাত আছে ঠিক, কিন্তু শব্দটি সেসময় আর ইসমে যারফ বা ইসমে মাকান থাকে না। বরং মাসদার হিসেবে পরিগণিত হয়।

বহুবচন। আপনি হয়তো শব্দটিকে হাওলা-মাসদার অর্থে ব্যবহার করছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, حواله শব্দটি উর্দু-বাংলায় তো আলোচ্য অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু আরবিভাষায় নয়। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, হ্যাঁ, তবে المرجع এর সাথে মিলিয়ে বাক্যের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য এমনটা করি!

تقرير শব্দটি উর্দুভাষায় বয়ান-বক্তৃতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য অর্থে অনেকে শব্দটি আরবিভাষায় ব্যবহার করে থাকেন। এর উপর আপত্তি করা হয়ে থাকে, এঅর্থে শব্দটি উর্দু। আরবিভাষায় এর অর্থ সুসাব্যস্ত করণ, রিপোর্ট, প্রতিবেদন; বয়ান, বক্তৃতা নয়। আলমু'জামুল ওয়াসিত, আলমাওরিদ আরবি-ইংলিশ, আলমাওরিদ ইংলিশ-আরবি, আলকামুসুল আসরি, আলফারায়িদুদ দুররিয়া, অক্সফোর্ড ডিকশনারি ইংলিশ-আরবি, আর-রায়িদসহ প্রচলিত আধুনিক অভিধানগুলোতে تقرير শব্দটির অর্থ বয়ান-বক্তৃতা করা হয়নি। কোনো ঘটনার বিবরণ, প্রতিবেদন অর্থ করা হয়েছে। সুতরাং যে সকল কিতাবের শুরুতে تقرير শব্দটি যোগ করে আরবি নাম রাখা হয়, তাতে تقرير অর্থ বয়ান-বক্তৃতা উদ্দেশ্য নেওয়াটা মুশকিল। হ্যাঁ, توضيح বা تحقيق অর্থ নেওয়া হলে কোনো সমস্যা থাকে না।

অনিষ্ট অর্থে شرارة শব্দটি আরবি হিসেবে অনেকের মুখে ও কলমে চলে আসে বিনাবাধায়। অথচ এঅর্থে شرارة শব্দটি আরবি নয়, বরং উর্দু। এ অর্থে আরবি শব্দ হলো شرور। شرارة শব্দের আরবি অর্থ হলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

মুহাম্মাদ রাবে' হাসানি নাদাবি 'মুআল্লিমুল ইনশা'র তৃতীয় খণ্ডে এধরনের শব্দের একটি তালিকা উল্লেখ করেছেন। তবে আগেও বলেছি, এখানেও বলছি, তালিকাটিতে তিনি কিছু কিছু আরবি শব্দের এমন অর্থও নফি করছেন, যা প্রমাণিত ও অভিধানসমর্থিত। যেমন: তিনি লিখেছেন حافظه শব্দটি স্মৃতিশক্তি অর্থে আরবি নয়। বরং উর্দু। কিন্তু শব্দটি আরবিভাষায়ও স্মৃতিশক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এজন্য আলমুজামুল ওয়াসিত এবং আলআম্মিয়ুল ফাসিহ দেখা যেতে পারে। সুলতান যাওক নাদাবি যিদা

মাজদুহ্ এতালিকাটি উল্লেখ করেছেন ‘আত-তারিক ইলাল ইনশা’র দ্বিতীয় খণ্ডে ৬৯-৭১ পৃষ্ঠায়। তিনি রাবে’ হাসানির হুবহু অনুসরণ করেছেন। কেনো করলেন? আল্লাহ ভালো জানেন।

চতুর্থত: আরবি দরসি কিতাব পাঠদানের সময় শব্দের সঠিক যবতের প্রতি অবহেলা ও গুরুত্বহীনতা।

আমরা যারা আরবি কিতাবপত্র পড়াই, নতুন কোনো শব্দ এলে বা কোনো শব্দের ব্যাপারে সন্দেহ জাগলে, শুধু শোনা বা অনুমানের উপর নির্ভর না করে নির্ভরযোগ্য অভিধান দেখে নিলে শব্দের যবতের ক্ষেত্রে আমরা নির্ভুল হতে পারি।

হিদায়াতুন নাহব কিতাবে একটি উদাহরণ আছে- **أكل الكمثرى يحيى** অর্থাৎ, ইয়াহইয়া নাশপাতি খেলো। **كمثرى** বা নাশপাতি যেমন ইয়াহইয়াকে খেতে পারে না-এতে কোন সন্দেহ নেই, তেমনি শব্দটির **ث**-এ যে ফাতহা -এব্যাপারেও মনে হয় কারও সন্দেহ নেই।

যেসকল উস্তাদ আরবি ভালো পারেন, তারা আরবিভাষা ও সাহিত্যের কিতাবাদি পড়ালেও এক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক ফল দেখা যাবে। কিন্তু আফসোস, আমাদের মাদরাসাসমূহে এবিষয়টি ততটা গুরুত্বের চোখে দেখা হয় না। যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না অন্যান্য ফনের কিতাবাদিতে।

আমরা যদি আমাদের ছাত্রদের ছোট থেকেই আলমুজামুল ওয়াসিত বা আল মুনজিদ আরবি-আরবি অভিধান দেখার অভ্যাস করাই, তা হলে শব্দের সঠিক অর্থ, শব্দের সঠিক যবত ইত্যাদির ব্যাপারে ছাত্রদের সচেতনতা গড়ে উঠবে। এমন অনেক তালিবুল ইলম আছে, দাওরা পড়া শেষ, অথচ তারা জানে না আলমুজামুল ওয়াসিত থেকে শব্দ কীভাবে খোঁজে বের করতে হয়!

প্রচলিত কিছু অভিধান : কিছু পর্যালোচনা

শব্দের সঠিক উচ্চারণ, সঠিক অর্থ জানার জন্য অভিধান দেখার কোনো বিকল্প নেই। অভিধান না দেখে শুধু অনুমাননির্ভর করে শব্দের যবত বা অর্থ নির্ধারণ করা কোনো আলিম বা তালিবে ইলমের শান নয়। তবে কোন অভিধান, বা কেমন অভিধান দেখা উচিত, তা জানা খুবই প্রয়োজন। এমন অনেক অভিধান রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে, যা ভাষার রক্ষকের পরিবর্তে হয়ে ওঠে ভক্ষক।

অভিধান লেখার বর্তমান ধারাটা ভালোভাবে শুরু হয় পিতর আলবুসতানি (১৮১৯-১৮৮৩) এর সময় থেকে। তিনি ‘মুহিতুল মুহিত’ নামে একটি অভিধান লেখেন।

তারপর আসেন সায়েদ আস-সারতুনি (১৮৪৯-১৯১২)। তিনি লেখেন ‘আকুরাবুল মাওয়রিদ’ এবং তার ‘যায়ল’।

এরপর আসেন লুইস মালফ (১৮৬৭-১৯৪৬)। তিনি লেখেন ‘আলমুনজিদ’।

এরপর আসে ‘মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়া’ থেকে প্রকাশিত আলমু’জামুল ওয়াসিত।

এসবের মধ্যে প্রথমোক্ত অভিধানদুটির মাঝে মাঝে লেখা থাকে কোন যবতটা আজওয়াদ বা আফছাহ নয়। কিন্তু বাকি অভিধানগুলোতে এমনটি চোখে পড়ে না। অনেকে মনে করেন আলমু’জামুল ওয়াসিতে যে যবত উল্লেখ করা হয়েছে তা আজওয়াদ ও আফছাহ। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। অনেক শব্দের ক্ষেত্রে আলোচ্য অভিধানটিতে আশহার, আছাহ, আজওয়াদ ও আফছাহ যবত উল্লেখ না করে, উল্লেখ করা হয়েছে এর বিপরীত যবত। তাই এসব অভিধান দেখে শব্দের বিশুদ্ধতম গঠন ও উচ্চারণ জানা সম্ভব নয়। সুতরাং যারা অভিধান লিখতে বা শব্দের তাহকিক করতে শুধু এধরনের অভিধানকেই সামনে রাখে তারা কতই না মিসকিন!

আলমানার বাংলা-আরবি অভিধানের গ্রন্থপঞ্জির তালিকায় ‘মাহাদিরে আছলিয়া’র মধ্যে নাম আছে শুধু ‘লিসানুল আরব’ এর। লিসানুল আরব তো ‘মাহাদিরে আছলিয়া সানাবিয়া’র অন্তর্ভুক্ত। ‘মাহাদিরে আছলিয়া

আউয়ালিয়া'র কোনো কিতাব নেই কেনো? আর আলকামুসুল আযিয বাংলা-আরবি অভিধানে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে মেসবাহুল লোগাত আরবি-বাংলা অভিধানের নাম ! আর 'আলমুজামুল ওয়াফী'র গ্রন্থপঞ্জির তালিকায় 'মাছাদিরে আউয়ালিয়া'র কোনো অভিধানের নাম তো উল্লেখ করা হয়নি, 'মাছাদিরে সানাবিয়্য'রও কোনো অভিধানের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

আধুনিক সকল অভিধানের মধ্যে আলমুজামুল ওয়াসিতই সামগ্রিকভাবে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। প্রচলিত অন্য কোনো অভিধান আলমুজামুল ওয়াসিত এর মতো নির্ভরযোগ্য নয়। তাই যারা আরবি বুঝি, তারা আলমুজামুল ওয়াসিত ব্যবহার করার চেষ্টা করবো। বাংলা বা উর্দু অভিধান নয়। এতে ভাষার কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা একটাই, আলমুজামুল ওয়াসিত এর মতো নির্ভরযোগ্য অভিধান বাংলা বা উর্দুতে নেই। কেউ কেউ আছেন, যাদের কাছে আলমুজামুল ওয়াসিত বা আলমুনজিদ এর তুলনায় হ্যাঙ্গ, হাভা, এবং রুহির ইংলিশ অভিধান ভালো লাগে। অথচ, এসব অভিধান 'শব্দের আধুনিক ব্যবহার' এবং 'আধুনিক শব্দের ব্যবহার' জানার জন্য দেখা যেতে পারে, কিন্তু শব্দের যবত ও গঠনের জন্য নয়।

এখানে অভিধানের কিছু 'মাছাদিরে আছলিয়া' উল্লেখ করা হচ্ছে। শব্দের তাহকিক বা অভিধান সংকলনের সময়, যেসব অভিধান সামনে রাখা উচিত।

كتاب العين কিতাবুল আল আইন

খলিল বিন আহমাদ (১০০-১৭০ হি.)

আবু আব্দুর রহমান আলখলিল বিন আহমাদ বিন আমর বিন তামিম আলফারাহেদি আলআযদি। তিনি ছিলেন আরবিভাষা ও সাহিত্যের ইমাম। ইলমুল আরুয বা ছন্দশাস্ত্রের প্রবর্তক। সিবাওয়াইহয়ের উস্তাদ। নিঃস-দরিদ্র ছিলেন, তবে সবার ও ধৈর্য ধারণ করে জীবন কাটিয়েছেন। নযর বিন শুমায়ল বলেন, মানুষ খলিলের মতো কাউকে দেখেনি। খলিলও নিজের মতো দেখেনি কাউকে। 'মারাতিবুন নাহবিয়্যিন' কিতাবে আছে, খলিল এমন অনেক অভিনব কাজ করেছেন, যা তার আগে কেউ করেনি। তারমধ্যে তার রচিত গ্রন্থ 'আল আইন'। কারণ তিনিই একিতাবে সর্বপ্রথম

আরবিভাষাকে হরফভিত্তিক তারতিব ও বিন্যাস দান করেন। অভিধানটি দার ওয়া মাকতাবা আলহিলাল থেকে ৮ খণ্ডে প্রকাশিত। অভিধানটিকে আব্দুল হামিদের তাহকিকে দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া থেকে প্রচলিত ধারায় বিন্যস্ত করে ৪ খণ্ডে ছাপানো হয়েছে।

كتاب الجيم কিতাবুল জিম

শায়বানি (মৃত্যু ২১৩)

ইসহাক বিন মিরার আবু আমর আশ-শায়বানি। তার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কিতাব হলো ‘কিতাবুল জিম’। অভিধানটি চার খণ্ডে মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যার উদ্যোগে আল হায়আতুল আন্মা লি শুউনিল মাতাবিয়িল আমিরিয়্যা, কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

إصلاح المنطق ইসলাহুল মানতিক

ইবনুস সিক্কিত (১৮৬-২৪৪)

আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইসহাক। ইবনুস সিক্কিত নামে পরিচিত। সিক্কিত তার পিতার উপাধি। ইবনে খাল্লিকান বলেন, তিনি অধিক চুপ থাকতেন বিধায় লোকজন তাকে সিক্কিত বলে ডাকতো। তার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কিতাব হলো ‘ইসলাহুল মানতিক’। জীবনীকাররা তার এই অভিধানগ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিতাবটি আহমাদ শাকের এবং আব্দুস সালাম মুহাম্মাদ হারুনের তাহকিকে দারুল মাআরিফ, মিসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আবুল বাকা উকবুরি রহ. কিতাবটির তারতিব দিয়েছেন। তার কিতাবের নাম হলো ‘আল মশূফুল মু’লাম ফি তারতিবিল ইসলাহ আলা হুরূফিল মু’জাম’। কিতাবটি জামিয়াতু উম্মিল কুরা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

الفصحح আল ফাসিহ

সা’লাব (২০০-২৯১ হিজরি)

আবুল আব্বাস আহমাদ বিন ইয়াহইয়া বিন যায়দ বিন সাইয়ার আশ-শায়বানি। সা’লাব নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন আরবিভাষা ও ব্যাকরণে কুফিদের ইমাম। ছিকাহ ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। জীবনের শেষদিকে শ্রবণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ার দরুন চলতি পথে একটি ঘোড়ার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গর্তে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

তার কয়েকটি কিতাব হলো—

আল ফাসিহ। ক্বাওয়াইদুশ শি'র। মাআনিল কোরআন। মা তালহানু ফি
হিল আম্মাহ। শারহু দিওয়ানি যুহায়র।

جمهرة اللغة জামহারা তুল লুগাহ

ইবনে দুরায়দ (২২৩-৩২১)

মুহাম্মাদ বিন আলহাসান বিন দুরায়দ আলআযদি। তিনি ছিলেন আরবিভাষা
ও সাহিত্যের ইমাম। তার কয়েকটি কিতাব হলো—

জামহারা তুল লুগাহ। কিতাবুল মালাহিন। আল ইশতিকাক।

كتاب الأفعال কিতাবুল আফআল

ইবননুল কুতিয়া (মৃত্যু ৩৬৭)

আবু বকর মুহাম্মদ বিন উমর বিন আব্দুল আযিয বিন ইবরাহিম বিন ঈসা
বিন মুযাহিম। ইবনুল কুতিয়া নামে পরিচিত। তার যুগের অন্যতম
সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ ছিলেন। তার 'কিতাবুল আফআল' আরবিভাষার
অন্যতম সূত্র হিসেবে পরিগণিত। অভিধানটি মাকতাবাতুল খানিজি, কায়রো
থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

تهذيب اللغة তাহযিবুল লুগাহ

আল আযহারি (২৮২-৩৭০)

মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আলআযহারি আলহারাবি। তিনি ছিলেন
আরবিভাষা ও সাহিত্যের ইমাম। প্রথমদিকে তিনি ফিকহের প্রতি
মনোনিবেশ করেন এবং ফিকহ বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে
তিনি আরবিভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং আরবিভাষায়
সুগভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

তার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কিতাব হলো তাহযিবুল লুগাহ। অভিধানটি আব্দুস
সালাম হারুনসহ আরো কয়েকজনের তাহকিকে ১৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

المحيط في اللغة আল মুহিত ফিল লুগাহ

ছাহিব ইবনে আব্বাদ (৩২৬-৩৮৫)

আবুল কাসিম ইসমাইল বিন আব্বাদ বিন আলআব্বাস। শৈশব থেকেই
মুআইয়িদুদ দাওলাহ এর ছোহবত ও সাহচর্যে থাকার কারণে 'আছ ছাহিব'

বা সহচর উপাধি লাভ করেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। তবে আরবিভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তিনি বেশি মনোনিবেশ করেছিলেন। তার রচিত কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলো ‘আল মুহিত ফিল লুগাহ’। অভিধানটি মুহাম্মাদ হাসান আ-লু ইয়াসিন এর তাহকিকে আ-লামুল কুতুব থেকে ১১ খণ্ডে প্রকাশিত।

الصّحاح: تاج اللغة و صحاح العربية

আছ হিহাহ; তাজুল লুগাহ ওয়া সিহাহুল আরাবিয়্যাহ

আল জাওহারি (মৃত্যু ৩৯৩)

আবু নাছর ইসমাইল বিন হাম্মাদ আঅজাওহারি। তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি উড়ার চেষ্টা করেন এবং এজন্য মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ছিলেন আরবিভাষা ও সাহিত্যের ইমাম। তার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কিতাব হলো ‘আছ হিহাহ; তাজুল লুগাহ ওয়া সিহাহুল আরাবিয়্যাহ’। অভিধানটি আহমাদ আব্দুল গাফুর আত্তার-এর তাহকিকে ছয় খণ্ডে এক ভলিয়মে ‘দারুল ইলম লিল মালায়িন’ থেকে প্রকাশিত।

معجم مقاييس اللغة মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ

ইবনে ফারিস (মৃত্যু ৩৯৫)

আবুল হুসাইন আহমাদ বিন ফারিস বিন যাকারিয়্যা। আরবিভাষা ও সাহিত্যে তিনি সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অভিধান হলো ‘মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ’। অভিধানটি আব্দুস সালাম হারুনের তাহকিকে ৬ খণ্ডে দারুল ফিকর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

المخصّص আল মুখাসসাস

المحكم و المحيط الأعظم আল মুহকাম ওয়াল মুহিতুল আ'যাম

ইবনে সিদাহ (৩৯৮-৪৫৮)

আবুল হাসান আলি বিন ইসমাইল আননাহবি আললুগাবি আলআন্দালুসি। ইবনে সিদাহ নামে পরিচিত। তার প্রসিদ্ধ একটি কিতাব হলো ‘আল মুখাসসাস’। অভিধানটি দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকে সূচিপত্রসহ মোট ১৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তার অন্যতম আরেকটি অভিধানগ্রন্থ হলো

‘আল মুহকাম ওয়াল মুহিতুল আযাম’। অভিধানটি দারুল কুতুবিল ইলমিয়া থেকে ১১ খণ্ডে প্রকাশিত।

كتاب الأفعال কিতাবুল আফআল

ইবনুল কাত্তা (মৃ. ৫১৫)

আবুল কাসিম আলি বিন জাফর আস সা’দি আললুগাবি। ইবনুল কাত্তা নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন আরবিভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল। তার রচিত ‘কিতাবুল আফআল’ অভিধান-অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কিতাবটি সূচিসহ ‘দায়িরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়া’ থেকে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। অভিধানটির তাহযিব ও তাকমিলের কাজ করেছেন তার ছাত্র আবু উসমান আস-সারাকুস্তি। তার অভিধানের নামও ‘কিতাবুল আফআল’। অভিধানটি ৫ খণ্ডে আলহায়আতুল আম্মাহ লি শুউনিল মাতাবিইল আমিরিয়া থেকে প্রকাশিত।

العباب الزاخر و اللباب الفاخر আল উবাবুয যাখির ওয়াল লুবাবুল ফাখির সাগানি (৫৭৭-৬৫০)

রাযিয়ুদ্দিন আলহাসান বিন মুহাম্মাদ আসসাগানি আলহানাফি। তিনি ছিলেন আরবিভাষা ও সাহিত্যে যুগের সবচে’ বড় জ্ঞানী। ছিলেন মুহাদ্দিস এবং ফকিহ। হিন্দুস্তানে লাহোর শহরে তার জন্ম।

তার কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলো।

১. আলউবাবুয যাখির ওয়াল লুবাবুল ফাখির।

আবুল হাসান আলি নদবি রহ. এর লেখায় পেয়েছি কিতাবটি বিশ খণ্ডে লেখা। কিতাবটির কিছু অংশ ছেপে এসেছে।

২. আত তাকমিলাহ ওয়ায যায়ল ওয়াস সিলাহ।

এই অভিধানটি ইমাম জাওহারি রহ. এর আস সিহাহ-এর তাকমিলাহ। অভিধানটি ছয় খণ্ডে মাতবাআতু দারিল কুতুব, কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আল মু’জামুল কাবির-এর কোন এক খণ্ডের ভূমিকায় শাওকি যায়ফ বলেছেন, মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়া, কায়রোর উদ্যোগেই এই অভিধানটি তাহকিক করে ছাপানোর ব্যবস্থা করা হয়।

لسان العرب লিসানুল আরাব

ইবনে মানযুর (৬৩০-৭১১)

আবুল ফযল জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন মুকর্রাম বিন আলি। তিনি ছিলেন সর্বজনস্বীকৃত ভাষাতত্ত্ববিদ। লিসানুল আরব অভিধানগ্রন্থটি তাকে অমর করে রেখেছে। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বড়ো বড়ো কিতাবের মোখতাসার লিখেছেন।

القاموس المحيط আলকামুসুল মুহিত

ফিরোযাবাদি (৭২৯-৮১৭)

আবু তাহের মাজদুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম বিন উমর আশ শিরায়ি আল ফিরোযাবাদি। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম ছিলেন। এছাড়া তাফসির ও হাদিস শাস্ত্রেও তার দক্ষতা ছিলো।

تاج العروس من جواهر القاموس তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস
মুরতাযা যাবিদি (১১৪৫-১২০৫)

আবুল ফায়য মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রায়যাক আলহুসাইনি আযযাবিদি। হাদিস, রিজাল, আনসাব, লোগাতসহ অনেক বিষয়ে তিনি সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি এর ‘আলকামুসুল মুহিত’ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখেন। নাম تاج العروس من جواهر القاموس। অভিধানটি ‘আলমাজলিসুল ওয়াতনি লিহ ছাকাফাতি ওয়াল ফুনুন, কুয়েত থেকে ৪০ খণ্ডে প্রকাশিত।

প্রচলিত আরবি-আরবি, আরবি-বাংলা ও বাংলা-আরবি
অভিধানের কিছু ভুল ও সংশোধন

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান—এর আলমুজামুল ওয়াফী আরবি-বাংলা ও আলমুজামুল ওয়াফী বাংলা-আরবি

বাংলা-আরবি এবং আরবি-বাংলা অভিধান-অঙ্গনে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান যিদা মাজদুহ। তিনি আরবিভাষাশিক্ষার্থীদের জন্য অভিধান ব্যবহারের পথ সুগম করে দিয়েছেন অনেকটাই। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমরা তার আলমুজামুল ওয়াফী আরবি-বাংলা অভিধানটির কয়েকটি শব্দ নিয়ে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

অবিবাহিত অর্থে عَزَبَ এর দুটি বহুবচন উল্লেখ করা হয়েছে। একটি عَزَابٌ। দ্বিতীয়টি عَزَابٌ। দ্বিতীয়টিতে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হলো প্রথমটায়-عَزَابٌ শব্দটিকে عَزَبَ এর বহুবচন বলা হয়েছে, যা সঠিক নয়। কারণ একদল ভাষাবিদ আছেন, যারা عَزَابٌ ছাড়া عَزَبَ এর কোনো বহুবচন মানতে নারাজ। কিন্তু আরেকদল ভাষাবিদ عَزَابٌ ছাড়াও কয়েকটি বহুবচনের কথা বলেছেন। আর তা হলো عَزَابٌ এর ওয়নে عَزَابٌ—এ তাশদিদ। তাখফিফ নয়। ফায়্যুমি রহ. বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন এবং আকরাবুল মাওয়ারিদ—এর লেখক শারতুনি তা হুবহু সমর্থন করেছেন। তদুপরি আলমুনজিদ—এর লেখক লুয়িস মা'লুফও তাদের অনুসরণ করেছেন।

نَعَى শব্দটি বেশ প্রচলিত। মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করা, তিরস্কার করা ইত্যাদি অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। শব্দটি যে অর্থেই ব্যবহার হোক, বাবে 'ফাতাহা' থেকে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আলোচ্য অভিধানের লেখক কাঁদা, বিলাপ করা, তিরস্কার করা অর্থে শব্দটিকে বাবে 'যারাবা' থেকে ব্যবহার করেছেন। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করে এর কোনো সূত্র খুঁজে পাইনি।

জামালুদ্দীন ইবনে মালেক لامية الأفعال গ্রন্থে লিখেছেন, সুলাসি মুজাররাদের ফি'লে প্রথম অক্ষর ছাড়া কোথাও হরফে হালকি হলে এবং ফা কালিমা যাম্মা বা কাসরার সাথে মাশহুর না-হলে তা 'ফাতাহা' থেকে ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থটির ব্যাখ্যাকার হাম্দ বিন মুহাম্মাদ রায়েকি فتح المتعال

এহুে দ্বিতীয় অক্ষর কাসরার সাথে মাশহুর হওয়ার একটি উদাহরণ খুঁজে পেয়েছেন— نعى ফি'লটি। টীকাকার তার ভুল ধরে দিয়ে বলেছেন, অভিধানপ্রণেতারা এর বিপরীতটি লিখেছেন। তার বক্তব্যটি টীকায় তুলে দিচ্ছি।” কিন্তু লেখকের ছেলে যখন ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখলেন, তখন এখানে কী চমৎকার সব উদাহরণ উল্লেখ করলেন! বিশিষ্ট সাহিত্যিক আব্দুর রহমান রাফাত বাশা যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তার মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করে সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. পত্রিকায় একটি লেখা দেন। পত্রিকাটি আলি তানতাবির কাছে পৌঁছলে তিনি দেখতে পান, ফি'লটি বাবে 'যারাবা' থেকে ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে 'যিকরাইয়াত' এ বিষয়টি আলোচনার সময় তিনি বলেন, ফি'লটি 'যারাবা' থেকে নয়, বরং 'ফাতাহা' থেকে।

আমি আমার এক সাথিকে লেখকের সাথে কথা বলতে বলি। তাকে বলতে বলি, স্যার, আপনার আলমুজামুল ওয়াফী আরবি-বাংলা অভিধানে ব্যভিচার করা অর্থে بغى ফি'লের মাসদার শুধু بغى উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা কমপক্ষে এগার বারটি আরবি-অভিধান দেখেছি। সবকটি অভিধানেই ব্যভিচার করা অর্থে ফি'লের প্রধান মাসদাররূপে উল্লেখ করা হয়েছে بغاء। এব্যাপারে আমরা স্যারের রায় জানতে চাই। তিনি বললেন, ভাই, আমাদের অনেক পাঠকই বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেন। আমরা আপনার বিষয়টি ভেবে দেখবো। তিনি ভেবে দেখেছেন। ১৩শ

أورد المصنف هَذَا الْفِعْلَ عَلَى أَنَّهُ مِمَّا اشْتَهَرَ بِكَسْرِ عَيْنِ مُضَارِعِهِ، وَالْمُعْجَمِيُّونَ يَخَالِفُونَ ذَلِكَ فَقَدْ أوردوه عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ سَعَى قَالَ فِي الْمُحْكَمِ: ١٨٤/٢ "النَّعْيُ الدُّعَاءُ بِمَوْتِ الْمَيِّتِ وَالْإِشْعَارُ بِهِ نَعَاهُ يَنْعَاهُ نَعِيًّا وَنُعْيَانًا"، وَقَالَ فِي تَاجِ الْعُرُوسِ: ٢٥٤/٢٠ "نَعَاهُ لَهُ نَعِيًّا وَنَعِيًّا عَلَى فَعِيلٍ وَنُعْيَانًا بِالضَّمِّ ظَاهِرٌ هَذَا السِّيَاقُ كَمَا لِلْجَوْهَرِيِّ أَنَّهُ مِنْ حَدِّ نَصَرَ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ اضْطِلَاحُهُ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الْمُضَارِعِ، وَالصُّوَابُ أَنَّهُ مِنْ حَدِّ سَعَى فَفِي الْمُحْكَمِ نَعَاهُ يَنْعَاهُ نَعِيًّا وَنُعْيَانًا أَخْبَرَهُ بِمَوْتِهِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْفِعْلَ اللَّبْلِيَّ فِي بَغِيَةِ الْأَمَالِ، وَأورد ابنُ الْقَطَاعِ وَالسَّرْقَسْطِيُّ الْمَاضِي مِنْهُ دُونَ الْمُضَارِعِ، وَمِنْ الشَّوَاهِدِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ سَعَى قَوْلُ جَرِيرٍ: يَنْعَى النُّعَاةُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَنَا ... يَا خَيْرَ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ وَاعْتَمَرَ

সংস্করণে ব্যভিচার করা অর্থে ফি'লের মাসদাররূপে উল্লেখ করা হয়েছে
إِبْغَاء

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, আলমানার আরবি-বাংলা অভিধানে ব্যভিচার করা
অর্থে إِبْغَاء এর সাথে بُغَاء কেও মাসদার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অথচ
যিনা, ব্যভিচার অর্থে إِبْغَاء এর ب-এ শুধু কাসরা, যাম্মা নয়। যাম্মা দিলে
অর্থ পাণ্টে যাবে। কাসরা দেওয়ার বিষয়টি লুগাতের ইমামগণ স্পষ্ট
করেছেন।^{১২}

লেখক সব অভিধানেই سَمِع ফি'লের মাসদার লিখেছেন। অথচ
মাসদার سَمِع নয় বরং سَمِعَ। এ-কাসরা নয়, ফাতহা।

১২. مصادر: الصحاح: للجوهري (٣٩٣): ٢٢٨٢/٦: بغى ضالته، وكذلك كل طليبة إِبْغَاء
بالضم والمد، وإِغْيَاة أيضا. وبغت المرأة إِبْغَاء بالكسر والمد، أي زنت، فهي بغى، والجمع
بِغَايَا. وقوله تعالى: (وما كانت أمك بغيا). العُباب الزاخر و اللباب الفاخر للصغاني
(٦٥٠): بَغَى إِبْغَاء، أي: فَجَّر، القاموس المحيط للفيروزآبادي (٨١٧): ١٢٣٦: وَبَغَتْ
الْأُمَةُ تَبْغِي بَغْيًا وَبَاغَتْ مُبَاغَةً وَإِبْغَاءٌ فِيهِ بَغْيٌ وَبَغْوٌ: عَهَرَتْ. المحيط في اللغة لابن
عبد (٣٨٥): أَمْرًا بَغِيٌّ، تَبْغِي إِبْغَاءً: أي فَجَّرَتْ. وهي الْأُمَةُ أيضًا، والجمع
الْبَغَايَا. المصباح المنير للفيومي: ٢٣: وَبَغَتْ الْمَرْأَةُ تَبْغِي إِبْغَاءً بالكسر والمد فجرت
فهي (بَغِيٌّ) والجمع بَغَايَا. المغرب في ترتيب المعرب لابي الفتح المطرزي (٦١٠): ٨١/١-
٨٢: بَغَيْتُهُ طَلَبَتْهُ إِبْغَاءً بِالضَّمِّ وَهَذِهِ بَغْيِيَّتِي أَيْ مَطْلُوبِي وَتَقُولُ مِنْهُ: بَغَتْ إِبْغَاءً أَيْ زَنْتَ
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: { وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْإِبْغَاءِ } تهذيب اللغة للأزهري
(٣٧٠): وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: بَغَتْ الْمَرْأَةُ وَهِيَ تَبْغِي إِبْغَاءً: إِذَا فَجَرَتْ. وقال الله عز وجل: (وَلَا
تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْإِبْغَاءِ) وَالْإِبْغَاءُ: الْفُجُورُ. وقال الله: (وَمَا كَانَتْ أُمُكُ بَغِيًّا) أي ما
كانت فاجرة، وامرأة بغِيٌّ، وبَاغَتْ الْمَرْأَةُ تُبَاغِي إِبْغَاءً: إِذَا زَنْتَ، وهذا كله من كلام
العرب. جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ لابن دريد (٣٢١): ٣٧٠-٣٧١: وَبَغَتْ الْمَرْأَةُ تَبْغِي إِبْغَاءً فِيهِ بَغْيٌ، إِذَا
فَجَّرَتْ، وَبَغَى الرَّجُلُ حَاجَتَهُ إِبْغَاءً: إِذَا طَلَبَهَا. معجم مقاييس اللغة (٣٩٥)
: ٢٧٢/١: فَالْبَغْيُ الْفَاجِرَةُ، تَقُولُ بَغَتْ تَبْغِي إِبْغَاءً، وَهِيَ بَغِيٌّ. المعجم الكبير (مجمع
اللغة العربية، القاهرة): ٤٤٥-٤٤٦: بَغَتْ الْمَرْأَةُ بَغْيًا، وَإِبْغَاءً: عَهَرَتْ وَفَجَرَتْ، فِيهِ
بَغْيٌ. بَغَى فَلَانُ الشَّيْءَ إِبْغَاءً، وَبَغِيٌّ، بَغِيَّةٌ، وَبُغْيَاةٌ: طَلَبَهُ وَسَعَى لَهُ.

বরই অর্থে نَبَق শব্দের তিনটি যবত উল্লেখ করেছেন। তারমধ্যে একটি যবত হলো نَبَق। মূলত نَبَق শব্দের চার ধরনের যবত রয়েছে।

نَبَق، نَبَق، نَبَق، نَبَق

কিছু নির্ভরযোগ্য কোনো ভাষাবিদই ب ও ن-এ ফাতহার সাথে نَبَق এর কথা বলে যাননি।^{১০}

১০-المصادر: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (১২০৫): ২৬/৪১১:

১. النَبَق : الكِتَابَةُ مِثْلُ النَّمَقِ .

وَالنَّبَق : حَفْلُ السِّدْرِ

২. كَالنَّبَقِ بِالْكَسْرِ .

৩. وَالنَّبَقُ كَكْتِفٍ، الْأَوَّلَى مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْأَخِيرَةِ وَفِي الْحَدِيثِ : فَإِذَا نَبَقَهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ .

৪. وَفِيهِ لُغَةٌ رَابِعَةٌ . وَهِيَ النَّبَقُ كَعَنْبٍ ذَكَرَهَا صَاحِبُ اللِّسَانِ وَاجِدْتُهُ بِهَاءٍ فِي الْجَمِيعِ .

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْوَاحِدَةُ نَبَقَةٌ وَنَبَقٌ وَنَبَقَاتٌ مِثَالُ كَلِمَةٍ وَكَلِمَاتٍ

শব্দটির যবত নিয়ে অন্য কোনো অভিধান আছে এর চেয়ে বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়নি। আমরা দেখতে পেলাম, النَبَق শব্দটির চার ধরনের যবত রয়েছে। এর মধ্যে ب ও ن-এ ফাতহার সাথে নَبَق যবত-এর কোন অস্তিত্ব নেই।

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়। লিসানুল আরাবএ এই শব্দটির চারটি যবত উল্লেখ করা হয়েছে। লিসানুল আরাব এর লেখক বিশেষভাবে কোনটি উল্লেখ করেছেন। তা আমরা জানতে পারি আল্লাম যাবিদি রহ. এর ব্যাখ্যা দ্বারা। তিনি বলেছেন, ছাহিবুল লিসান ইনাব—এর ওজনে নিবাক একটি লোগাত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আফসোস, লিসানুল আরব এর কিছু কিছু নোসখায় نَبَق (নাবাক) লেখা হয়েছে।

দ্বিতীয় যবত হলো, নিবক। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবো “بِالْكَسْرِ” মানে بَكْسَرِ النُّون নয়। বরং بَكْسَرِ الْبَاء

প্রথম যবতটি হলো, নাবক। অন্য কিছু হওয়ার বিন্দুবিসর্গ সম্ভাবনা নেই।

الصَّحَاحُ: تَاجُ اللُّغَةِ وَصَحَاحُ الْعَرَبِيَّةِ: لِلْجَوْهَرِيِّ (৩৯২): وَالنَّبَقُ: تَخْفِيفُ النَّبَقِ بِكَسْرِ الْبَاءِ، هُوَ حَفْلُ السِّدْرِ، الْوَاحِدَةُ نَبَقَةٌ وَنَبَقَاتٌ مَخْتَارُ الصَّحَاحِ: لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ (৬৬০): ص ২৬৮: النَّبَقُ: تَخْفِيفُ النَّبَقِ بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَهُوَ حَمْلُ السِّدْرِ. مَجْمَعُ

** লেখক বেলকনি, বারান্দা অর্থে الشَّرَافَة শব্দটি উল্লেখ করেছেন। অথচ বারান্দা অর্থে আরবিতে الشَّرَافَة নয়, বরং الشَّرَفَة শব্দটি ব্যবহৃত।^{১৪}

** তিনি ফি'লকে বাবে فتح يفتح এর ফি'ল হিসেবে গণ্য করেছেন। অথচ নির্ভরযোগ্য অভিধান এবং ভাষাবিষয়ক গ্রন্থসমূহে বাবে فتح يفتح এর কথা নেই।^{১৫}

البحرين: لفخر الدين الطريحي (١٠٨٥): ٢٣٧/٥: النبق - بفتح النون وكسر الباء وقد تسكن :- ثمرة السدر، واحدها نبقة بكسر الباء أيضا. القاموس المحيط (٨١٧): ٩٢٥. النُّبُقُ: حَفْلُ السِّدْرِ، كَالنَّبَقِ بالكسر و كَتِفٍ واحده: بهاء

আল্লামা ফিরোযাবাদী তিনটি যবত উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে نُبُق নেই। ইবনে হিশাম লাখমি রহ. এর المدخل إلى تقويم اللسان ২৭৯ নং পৃষ্ঠায় النُّبُق যবতটাকে ভুল বলেছেন।

উল্লিখিত তথ্য-উপাত্তের আলোকে আমরা জানতে পারলাম যে, نُبُق যবতের কোনো অস্তিত্ব নেই। এটা নির্ঘাত ভুল। এধরনের ভুল থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

আমরা আরো জানতে পারলাম যে, শব্দটির একটি সহিহ যবত হলো, النُّبُقُ। কিন্তু সিকিঙ্কি রহ. (মৃ. ৫০১) তদ্বীয় গ্রন্থ الجَنَان و تلفيح اللسان এর ৯৮ নং পৃষ্ঠায় এযবতটিকে ভুল বলেছেন, যা তার জন্য ঠিক হয়নি।

১৪. আমরা যে সব অভিধানগ্রন্থ, কাব্যগ্রন্থ এবং ভাষা ও সাহিত্যগ্রন্থ দেখেছি তাতে শব্দটি আলোচ্য অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখিনি। হ্যাঁ, যারা লুগাবি বা আদিব ঠিক, কিন্তু লোগাতে 'হুজ্জত' নয়, তাদের কাউকে ব্যবহার করতে দেখেছি। তাই ইবনে হিশাম লাখমির কথাটি সঠিক মনে হচ্ছে। ইবনে হিশাম আল লাখমি (মৃত্যু ৫৭৭ হিজরি) اللسان إلى تقويم اللسان ২৭০ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

و يقولون: شُرَافَة، وفي الجمع: شُرَافَات، و الصواب: شُرَافَة، والجمع: شُرَافَات. লেখক এখানে হ্যাস-এর অনুসরণ করে ভুলের শিকার হয়েছেন। তিনি কেনো যে হ্যান্সের অভিধানকে এতো বেশি অনুসরণ করেন!

১৫. যা আছে তা হলো, ফি'লটি বাবে نصر এবং ضرب থেকে ব্যবহৃত। এর মধ্যে কোনোটিতে আছে শুধু نصر এর কথা। কোনোটিতে আছে শুধু باب نصر এর কথা। আবার কোনো কোনোটিতে আছে উভয় বাবেরই কথা, যেমন সাগানির আলউবাবুয যাখির।

المصادر: الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية: للجوهري (٣٩٣): وَكُنُسْتُ البيتَ أَكُنُسُهُ بالضم كُنُسًا. المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠): كُنُسْتُ البيتَ كُنُسًا من باب قتل

قفل এর অর্থ করেছেন বন্ধ করা, তালা দেওয়া। অথচ قفل ছোলাছি থেকে, যে বাব থেকে যে মাসদারেই ব্যবহৃত হোক, বন্ধ করা, তালা দেওয়া অর্থ প্রদান করে না।^{১৬}

শব্দটির ফি'লটি লায়েম। استحكم ফাতহা দেওয়া হয়েছে। استحكم শব্দটির এ-এ ফাতহা দেওয়া হয়েছে। তাই استحكم কাসরার সাথে استحكم হবে। এ-এ ফাতহার সাথে استحكم নয়। তিনি এক্ষেত্রে হ্যান্সের অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়।^{১৭}

বক্তৃতা করা, ভাষণ দেওয়া অর্থে خَطَبَ ফি'লটি باب نصر থেকে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু خطابة মাসদারের এ-এ কাসরা দিয়েছেন। خطابة মাসদারের এ-এ কাসরা দেওয়া ঠিক নয়। خطابة মাসদারের যবত একটাই। আর তা হলো এ-এ ফাতহা।^{১৮}

المُغْرِب في ترتيب المُعْرَب: لابي الفتح ناصر الدين المطرزي (٦١٠): كُنَّسَ الْبَيْتَ: كَسَحَهُ بِالْمَكْنَسَةِ كُنْسًا مِنْ بَابٍ ضَرْبٍ. لسان العرب لابن منظور (٧١١): كُنَّسَ الْمَوْضِعَ يَكْنُسُهُ بِالضَّمِّ كُنْسًا: كَسَحَ الْقُمَامَةَ عَنْهُ. مختار الصحاح: وكُنَّسَ الْبَيْتَ مِنْ بَابِ نَصَرَ

১৬. এ অর্থ কেবল ছোলাছি মাযিদ ফিহ থেকেই প্রমাণিত এবং ব্যবহৃত। আমার মনে হয়, লেখক এক্ষেত্রে হ্যান্সের অনুসরণ করেছেন। তিনি জুবরান মাসউদ, রুহি, ইলয়াস, হাভা প্রমুখের অনুসরণ করতে পারতেন।

১৭. لمصادر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرَب لابي الفتح ناصر الدين المطرزي (٦١٠): ٢١٨/١: وَأُخْكِمَ الشَّيْءَ فَاسْتَحْكَمَ وَهُوَ مُسْتَحْكَمٌ بِالْكَسْرِ لَا غَيْرَ. ومنه: ((النوم في الركوع لَا يَسْتَحْكِمُ)). خير الكلام في التفصي عن أغلاط العوام, لابن بالي القسطنطيني (٩٩٢هـ): ص ٥٥. ومن أغلاطهم: المستحكم بفتح الكاف, بمعنى المحكم, والصواب: كسرهما, لأنه لازم, يقال: أحكمه فاستحكم, أي صار محكما.

১৮. المصادر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (٨١٧): ص ٨١: خَطَبَ الْخَاطِبُ عَلَى الْمُنْبَرِ خَطَابَةً بِالْفَتْحِ. تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (١٢٠٥): ٣٧٢/٢: خَطَبَ الْخَاطِبُ عَلَى الْمُنْبَرِ يَخْطُبُ خَطَابَةً بِالْفَتْحِ وَخُطْبَةً بِالضَّمِّ.... المعجم الوسيط: ص ٢٤٢. المعجم الكبير: ٤٨٧/٦:

** নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ইত্যাদি অর্থে زعامة শব্দের জ-এ ফাতহার সাথে সাথে কাসরাও দেওয়া হয়েছে। জ-কাসরা দেওয়া ঠিক নয়।^{১৯}

জামার আস্তিন অর্থে العِب শব্দের এ-এ যাম্মার সাথে সাথে কাসরাও দেওয়া হয়েছে। অথচ আলোচ্য অর্থে العَب শব্দটির এ-এ শুধু যাম্মা হবে, অন্য হরকত নয়।^{২০}

বাঁশি অর্থে الزَّمَارَةُ শব্দের জ-এ ফাতহার সাথে সাথে যাম্মাও দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য অর্থে الزَّمَارَةُ শব্দটির জ-এ শুধু ফাতহা হবে।^{২১}

১৯. زعامة শব্দটি যখন মাসদার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন জ-এ শুধু ফাতহা-এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। প্রাচীন অভিধানগুলোতে তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইস্মের যবত হরকতের মাধ্যমে বা মেছালের মাধ্যমে স্পষ্ট করতে দেখিনি। তাই আমরা মুতাআখখিরিন লুগাবিদের অভিধানগ্রন্থের উদ্ধৃতি উল্লেখ করলাম। তারা শুধু ফাতহার যবত উল্লেখ করেছেন-কাসরা নয়। ইবনে বালি কুসতানতিনি কাসরা দেওয়াকে ভুল বলেছেন।

المصادر: المعجم الوسيط: ص ৩৯৬. المنجد في اللغة: للويس معلوف: (১৯৬৬): ص ২৯৯. أقرب

الموارد للشرتوني (১৯১২): ص ৬৫. محيط المحيط للبستاني (১৮৮৩): ص ৩৭২. الرائد:

لجبران مسعود: ص ৬১. المورد: لروحي البعلبكي: ص ৬০. القاموس العصري (عربي-

إنكليزي): إلياس أنطون إلياس (১৯০২) و أدوار إلياس إلياس: ص ২৭৬. الفوائد الدرية في

اللغتين العربية والإنكليزية: لأحد الأباء اليسوعيين: ص ২৮১. خير الكلام في التقصي عن

أغلاط العوام: لابن باني: ص ৩৬.

২০. المصادر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (৮১৭): ص ১১১: العَبُّ : بالضم : الرُّدُنُ. تاج

العروس من جواهر القاموس للزبيدي (১২০৫): العَبُّ بالضَّمِّ : الرُّدُنُ . قال شَيْخُنَا :

هِيَ لُغَةٌ عَامِيَّةٌ

لَا تَعْرِفُهَا الْعَرَبُ . قُلْتُ : كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَقَدْ نَقَلَهُ الصَّاعِقَانِي.

২১. المصادر: العامي الفصيح, الصادر من مجمع اللغة العربية بالقاهرة: زَمَرَ: زَمَرًا وَزَمِيرًا:

صَوَّتَ بِالْمَزْمَارِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ وَكَذَلِكَ الزَّمَارَةُ, والعامية يضمون الزاي والفصيح

فتحها. القاموس المحيط للفيروزآبادي (৮১৭): الزَّمَارَةُ كَجَبَّانَةٍ : مَا يُزْمَرُ بِهِ. تاج العروس

من جواهر القاموس للزبيدي (১২০৫): والزَّمَارَةُ كَجَبَّانَةٍ : مَا يُزْمَرُ بِهِ وَهِيَ الْقَصَبَةُ كَمَا

يُقَالُ لِلأَرْضِ الَّتِي يُزْرَعُ فِيهَا زَّرَاعَةٌ كَالْمَزْمَارِ بِالْكَسْرِ. لسان العرب لابن منظور

(৭১১): يقال للقصبة الَّتِي يُزْمَرُ بِهَا زَمَارَةٌ كَمَا يُقَالُ لِلأَرْضِ الَّتِي يُزْرَعُ فِيهَا زَّرَاعَةٌ. تهذيب

খোসপাঁচড়া অর্থে الْحَكَّةُ শব্দের ح-এ প্রথমে ফাতহা দেওয়া হয়েছে। পরে দেওয়া হয়েছে কাসরা। অথচ শব্দটির ح-এ শুধু কাসরা হবে, ফাতহা নয়। লেখক এক্ষেত্রে বোধহয়, আলমাওরিদ আরবি-ইংলিশ অভিধানের অনুসরণ করেছেন।^{২২}

এর বহুবচন উল্লেখ করা হয়েছে بدائل। অথচ بدائل হলো بديلة এর বহুবচন, بديل এর নয়।

ফিলের মাসদার উল্লেখ করা হয়েছে وَلُوع। অর্থাৎ এ-যাম্মা দেওয়া হয়েছে। অথচ وَلُوع ফিলের মাসদার وَلِع। অর্থাৎ এ-ফাতহা, যাম্মা নয়।^{২৩}

ফিলের অর্থ করা হয়েছে সন্ধটে পড়া। এটা تَحْرَج ফিলের ভুল অর্থ।^{২৪}

اللغة للأزهري (٣٧٠): يقال للقصة التي يُزمر بها: زَمارة، كما يقال للأرض التي يُزرع فيها زُراعة

২২-المصادر: القاموس المحيط: للفيروزآبادي (٨١٧): الْحَكُّ : إمرارُ جِزْمٍ على جِزْمٍ صَكًّا وبالكسر: الشُّكُّ . واخْتَكَّ رَأْسِي وَحَكَّنِي وَأَحَكَّنِي وَاسْتَحَكَّنِي : دَعَانِي إِلَى حَكِّهِ وَالْأَسْمُ : الْجِكَّةُ بالكسر. المصباح المنير للفيومي: حَكَّكْتُ الشَّيْءَ حَكًّا مِنْ بَابِ قَتْلٍ: قَشَرْتَهُ وَ الْجِكَّةُ بالكسر: دَاءٌ يَكُونُ بِالْجَسَدِ. الْمُغْرَبُ فِي تَرْتِيبِ الْمُعْرَبِ لِأَبِي الْفَتْحِ نَاصِرِ الدِّينِ الْمُطْرِزِيِّ (٦١٠): الْحَكُّ الْقَشْرُ ، وَمِنْهُ الْجِكَّةُ : بِالْكَسْرِ وَهِيَ كُلُّ مَا تَحْكُهُ كَالْجَرَبِ وَنَحْوِهِ . تَاجُ الْعُرُوسِ مِنْ جَوَاهِرِ الْقَامُوسِ لِلزُّبَيْدِيِّ (١٢٠٥): وَالْأَسْمُ الْجِكَّةُ بِالْكَسْرِ . لِسَانُ الْعَرَبِ لِأَبْنِ مَنْظُورٍ (٧١١): الْجِكَّةُ بِالْكَسْرِ: الْجَرَبُ . مَخْتَارُ الصَّحَاحِ: الْجِكَّةُ بِالْكَسْرِ: الْجَرَبُ. نَجْعَةُ الرَّائِدِ وَ شَرْعَةُ الْوَارِدِ: تَقُولُ : إِخْتَكَّ رَأْسِي وَغَيْرُهُ ، وَأَحَكَّنِي ، وَاسْتَحَكَّنِي ، إِذَا دَعَاكَ إِلَى حَكِّهِ ، وَهِيَ الْجِكَّةُ بِالْكَسْرِ.

১২৩-المصادر: الصحاح: للجوهري (٣٩٣): ١٣٠٤/٣: الْوُلُوعُ: الْأَسْمُ مِنْ وَلَعْتُ بِهِ أَوْلَعْتُ وَلَعًا وَوُلُوعًا، الْمَصْدَرُ وَالْأَسْمُ جَمِيعًا بِالْفَتْحِ. مَخْتَارُ الصَّحَاحِ: لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ (٦٦٠): ٣٠٦: الْوُلُوعُ بِالْفَتْحِ الْأَسْمُ مِنْ وَلَعَ بِهِ بِالْكَسْرِ يَوُلَعُ وَلَعًا بِفَتْحِ اللَّامِ وَوُلُوعًا أَيْضًا بِالْفَتْحِ فَالْمَصْدَرُ وَالْأَسْمُ جَمِيعًا مَفْتُوحَانِ. لِسَانُ الْعَرَبِ لِأَبْنِ مَنْظُورٍ (٧١١): ٤١٠/٨: وَلَعَ بِهِ وَلَعًا وَوُلُوعًا الْأَسْمُ وَالْمَصْدَرُ جَمِيعًا بِالْفَتْحِ وَلَعَ بِهِ وَلَعًا وَوُلُوعًا

এরকম আরো কিছু উদাহরণ আছে। আমরা শুধু প্রসিদ্ধ শব্দের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ করেছি।

লেখক মহোদয় ভূমিকায় লিখেছেন, তিনি অভিধান বিষয়ে পিএইচ,ডি করেছেন এবং প্রাচীন আরবি অভিধানসমূহ অধ্যয়ন করেছেন। পড়ে আমরা খুব আপ্ত হয়েছি এবং আল্লাহর কাছে তাঁর মঙ্গল কামনা করেছি। তবে খারাপ লেগেছে, যখন দেখলাম, তাঁর সহায়কগ্রন্থের তালিকায় প্রাচীন কোনো অভিধানের নামের উল্লেখ তো নেইই, আধুনিক কালের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অভিধান আলমুজামুল ওয়াসিতের নামটির পর্যন্ত উল্লেখ নেই। আছে শুধু আলমুনজিদ আর আর-রায়েদের নাম! আসতাগফিরুল্লাহ! অথচ এসব অভিধান ‘শাওয়াহেদ’রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে; ‘আসল’ হিসেবে নয়।

-
২৪. خَرَجَ ফি'লের অর্থ সমস্যা/সংকটে পড়া। কিন্তু نَجَرَ ফি'লের অর্থ পাপ, সংকট বা সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা। যেমন أُنِمَ অর্থ পাপ করা। কিন্তু تَنَمَّ ফি'লের অর্থ পাপমুক্ত থাকা। প্রাচীন অভিধানসমূহে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক অভিধানগুলোতেও একই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। মুহীতুল মুহীত, আকরাবুল মাওয়ারিদ, আলমুনজিদ, আলমুজামুল ওয়াসিত, আলমুজামুল কাবির, মুজামুল লুগাতিল আরাবিয়া আলমুআসিরা, আলফারাইদুদ-দুররিয়া ইত্যাদি অভিধানে কেবল আলোচ্য অর্থটিই গ্রহণ করা হয়েছে। সমস্যা বা সংকটে পড়া—এমন অর্থ কোনো অভিধানে উল্লেখ করা হয়নি। লেখক এক্ষেত্রে হুবহু আলমাওরিদ আরবি-ইংলিশ অভিধানের অনুসরণ করেছেন, যা তার জন্য উচিত হয়নি।

আল মুজামুল ওয়াফী বাংলা-আরবি অভিধান

বাংলা-আরবি একাধিক অভিধান রয়েছে। এর মধ্যে আলমুজামুল ওয়াফী বাংলা-ইংরেজি-আরবি অভিধানটি একটি। যবতের বিচারে সামগ্রিকভাবে অন্যান্য অভিধানের তুলনায় এই অভিধানটি বেশি নির্ভরযোগ্য। কারণ এতে যবতের ক্ষেত্রে মুদ্রণপ্রমাদ নেই বললেই চলে। যেসব ভুল আছে তা সাধারণত লেখকেরই। আর লেখকের ভুল বেশি নয়। তারপরও এর সব শব্দের যবতের উপর নির্ভর করা যাবে না। যবতের জন্য নির্ভরযোগ্য অভিধান দেখে নিতে হবে। এই অভিধানে ফিলের বাব উল্লেখ করা হয়নি, যা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত দরকারি ছিলো। বলা চলে এটা এই অভিধানের মস্ত বড়ো অপূর্ণতা। আর দুয়েকটি ফিলের সিলাহ ছাড়া কোনো ফিলেরই সিলাহ উল্লেখ করা হয়নি। এটাও অনেক বড়ো অপূর্ণতা। এই দুটি দিক দিয়ে আলমানার, আলকামুসুল আযিয ভালো করেছে।

** অভিধানটিতে كَمْثَرَى লেখা হয়েছে; এ-ফাতহা দেওয়া হয়েছে, যা সঠিক নয়।^{২৫}

** অভিধানটিতে বরই অর্থে بِرْفُوق শব্দের এ-ফাতহা দেওয়া হয়েছে, যা ঠিক নয়।^{২৬}

** قُبُول (গ্রহণ, বরণ) শব্দের যবত লিখেছেন قُبُول; এ-যম্মা দিয়ে। এ-ফাতহা দেওয়া হলো না কেনো, অথচ ফাতহা দেওয়াটাই হচ্ছে আসাহ ও আজওয়াদ যবত!^{২৭}

বীজ অর্থে লেখক কখনো الْبِزْر লেখেন। কখনো الْبِزْر।^{২৮} আসলে সঠিক হলো, الْبِزْر; এ-ফাতহা।^{২৯}

২৫. আল মুজামুল ওয়াফি, পৃষ্ঠা-৫৫৬। চতুর্থ মুদ্রণ।

২৬. আল মুজামুল ওয়াফি, পৃষ্ঠা-২৬৩।

২৭. আল মুজামুল ওয়াফি, পৃষ্ঠা-২২৪, ৩১৩, ৩৪১, ৬৯৮, ৩৪০, ১০৯৯।

শব্দটির ز-এ কখনো কখনো ফাতহা দিয়ে থাকেন।^{৩০} এটা ঠিক নয়। সঠিক হলো, زَفَاف, নয়।^{৩১}

প্রমেহ অর্থে سِيلَان শব্দের ي-এ সাকিন দিয়েছেন। অথচ তিনি নিজেই আরবিটাতে ي-এ ফাতহা দিয়েছেন। তা হলে বাংলাতে সাকিন হয়ে গেলো কেন?

স্মৃতি-এর আরবি করা হয়েছে تَذَكَّر (তিয়কার)। স্মরণিকা-এর আরবি করা হয়েছে تَذَكَّر (তিয়কার) এবং স্মারক-এর আরবি করা হয়েছে تَذَكَّر (তিয়কার)।^{৩২} এটা ভুল যবত। ت-এ কাসরা দেওয়া ঠিক নয়। ت-এ ফাতহা।^{৩৩}

২৮. আল মু'জামুল ওয়াফি, পৃষ্ঠা-৫৩৩, ৭৫৭।

২৯. المصادر: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (১২০৫): البذر: بفتح فسكون: ما عزل للزراعة والزرع من الحبوب. ج بذور، بالضم، وبذر، بالكسر. مجمع البحرين: لفخر الدين الطريحي (১০৮৫): البذر: بالفتح فالسكون: ما يبذرويزرع من الحبوب

উল্লিখিত অভিধানদুটিতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, البذر শব্দটির এ-এ ফাতহা। এ ছাড়া প্রাচীন এবং আধুনিক নির্ভরযোগ্য অভিধানসমূহে এ-এ কাসরা দিয়ে কোনো যবত উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি তিনি তার সহায়কত্বের তালিকায় যেসব আরবি-আরবি, আরবি-ইংলিশ বা ইংলিশ-আরবি অভিধানের নাম উল্লেখ করেছেন সেসব অভিধানেও এ-এ কাসরা দিয়ে কোনো যবত উল্লেখ করা হয়নি। জুবরান মাসউদ, ইলয়াস, hava, hans, ruhi প্রমুখ সবাই প্রাচীন অভিধানের অনুসরণ করেছেন।

৩০. আল মু'জামুল ওয়াফি, পৃষ্ঠা-৭৪১।

৩১. المصادر: المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (৭৭০): زَفَّتِ النساء العروس إلى زوجها (زَفًّا) من باب قتل والاسم (الزَّفَافُ) مثل كتاب وهو إهداؤها إليه. مجمع البحرين لفخر الدين الطريحي: ৬৭/৫-৬৮: وزففت العروس إلى زوجها من باب قتل أرف بالضم زفا وزفافا: إذا أهديتها والاسم الزفاف ككتاب. مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي (৬৬০): زَفَّ العروس إلى زوجها من باب رد وزَفَافاً أيضاً بالكسر.

৩২. আল মু'জামুল ওয়াফি, পৃষ্ঠা-১১০১, ১১০০।

৩৪। চল শব্দের আরবি جَدَا—এর د—এ সাকিন দিয়েছেন, যা সঠিক নয়।

১৩৩। المصادر: جامع الدروس العربية: مصطفى الغلاييني وجاء مصدره أيضاً على (تفعّل)، بفتح التاء، نحو "رَدَدَ تَرْدَاداً، وَكَرَّرَ تَكَرَّراً وَذَكَرَ تَذَكَّراً، وَخَلَقَ تَخْلَاقاً وَجَوَّالَ تَجَوَّالاً، وَطَوَّفَ تَطَوَّافاً، وَمَنَ (التَّلْعَابَ)، مصدرُ فعلٍ قد أُمِيتَ في الاستعمال، وهو لَعَبَ. لسان العرب لابن منظور (٧١١): لأن المصادر إنما تجيء على التفعّل، بفتح التاء، مثال التذكّار والتكرار والتوكّاف، ولم يجيء بالكسر إلا حرفان وهما التبيان والتلقاء تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: لناظر الجيش (٧٧٨)، وتمثيله (أي: لتفعّل) بتعداء، ومثله: ترماء، وأن نظير ذلك من الصحيح تذكّار، ومثله تطواف،

১৩৪। المصادر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (٨١٧): ٣٧٧. الجَدَاةُ كَعِنَبَةٍ: طَائِرٌ م ج: جَدَاً وَجَدَاءً وَجَدَانٌ بِالْكَسْرِ وَسَالِفَةُ عُنُقِ الْفَرَسِ. وَبِالتَّخْرِيكِ: الْفَأْسُ ذَاتُ الرَّأْسَيْنِ أَوْ رَأْسُ الْفَأْسِ وَنَصْلُ السَّهْمِ، ج: حَدَاً وَجَدَاءً. المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده (٤٥٨): ٤٠٦/٣. الجَدَاةُ: الطائر. والجمع جَدَاً وَجَدَاءً، الأخيرة نادرة، قال كثير عزة: لَكَ الْوَيْلُ مِنْ عَيْنِي خُبَيْبٍ وَثَابِتٍ # وَحَمْرَةَ أَشْبَاهِ الْجَدَاءِ التَّوَائِمِ. وَجَدَانٌ أَيْضاً. وَالْجَدَاةُ: الْفَأْسُ ذَاتُ الرَّأْسَيْنِ، وَالْجَمْعُ حَدَاً. والكسر لغة. المحيط في اللغة لابن عباد (٣٨٥): ١٧٩/٣. الجَدَاةُ: طَائِرٌ يَصِيدُ الْجُرْذَانَ، يُمَدُّ أَلْفُهَا، وَقَدْ يُفْتَحُ حَاوُهَا فِي لُغَةٍ. وَالْحَدَا: شِبْهُ فَاسٍ تُنْقَرُّ بِهِ الْجِجَارَةُ، وَقَدْ يُكْسَرُ الْحَاءُ. المخصص في اللغة، لابن سيده (٤٥٨): ٢٤/١١. والمحفوظ عن أبي عبيدة الجَدَاةُ بالفتح - الْفَأْسُ ذَاتُ الرَّأْسَيْنِ وَالْحَدَاةُ بِالْكَسْرِ - الطائر. قال أبو يوسف: وتقول: هي الحداة، والجمع جَدَاً مَكْسُورَ الْأَوَّلِ مَهْمُوزٌ، وَلَا تَقُلْ حَدَاةً. المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠): ١٧٣. وَ (الْجَدَاةُ) مَهْمُوزٌ عِنَبَةٌ طَائِرٌ خَبِيثٌ وَالْجَمْعُ بِحَذَفِ الْهَاءِ، وَحَدَانٌ أَيْضاً مِثْلُ غَزَلَانٍ. تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (١٢٠٥): الْجَدَاةُ كَعِنَبَةٍ: قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَالصَّاعِقَانِي: وَلَا تَقُلْ الْحَدَاةَ بِالْفَتْحِ طَائِرٌ مَعْرُوفٌ. وَنَقَلَ أَبُو حَيَّانٍ فِيهِ الْفَتْحُ عَنِ الْعَرَبِ، وَنَقَلَ شُرَّاحُ الْقَصِيحِ عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ أَنَّهُ يَقَالُ حَدَاةً وَحَدَاً بِالْفَتْحِ فَهِيَ لِلْفَأْسِ وَلِلطَّائِرِ جَمِيعاً. وَحَكَاهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ أَيْضاً وَقَالَ: الْكُسْرُ فِي الطَّائِرِ أَحْوَدٌ. تصحيح "التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي" (وهو بهامش "التنبيه في الفقه" للشيرازي): للنووي (٦٧٦): ٦١. الْجَدَاةُ: بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ عَلَى وَزْنِ عِنَبَةٍ وَالْجَمَاعَةُ حَدَاً كَعِنَبٍ. تهذيب اللغة للأزهري (٣٧٠): ١٨٧/٥. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَنْبَارِيِّ: الْجَدَاُ جَمْعُ الْجَدَاةِ، وَهُوَ طَائِرٌ، وَرَبِمَا فَتَحُوا الْحَاءَ فَقَالُوا حَدَاةً، وَحَدَاً، وَالْكَسْرُ أَحْوَدٌ. وَقَالَ: الْحَدَاُ الْقُؤُوسُ، بَفَتْحِ الْحَاءِ. جَمَهْرَةُ اللُّغَةِ لِابْنِ دُرَيْدٍ (٣٢١): وَالْحَدَاُ: جَمْعُ الْحَدَاةِ، وَهِيَ الْفَأْسُ. وَالْجَدَاةُ

বন্ধ করা এর সর্বোত্তম শব্দ হচ্ছে غَلَّقَ এবং أَغْلَقَ। এবং غلق মাদ্দা থেকে বন্ধ হওয়ার একমাত্র শব্দ হচ্ছে انغلق। বন্ধ করা অর্থে বাবে ضرب يضرب থেকে ব্যবহৃত হয়। তবে কয়েকজন ভাষাবিদ অনুত্তম, পরিত্যক্ত, স্বল্প ব্যবহৃত বলে এর সমালোচনা করেছেন। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, শব্দটি সুলাসি মুজাররাদ থেকে ‘বন্ধ করা’র অর্থে ব্যবহৃত হলেও ‘বন্ধ হওয়া’র অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বাবে سمع يسمع থেকে ‘খোলা দুরুহ হওয়া’ ‘খোলা কঠিন হওয়া’—এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু লেখক বাবে سمع يسمع থেকে ‘বন্ধ হওয়া’র অর্থ নিয়েছেন (পৃষ্ঠা ৬৯৫), যা ঠিক নয়। দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া আর বন্ধ দরজা খুলতে কষ্ট হওয়া; দুটো দুই বিষয়। দুটোর মাঝে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না।^{৩৫}

جمعها جَدًا، وهو هذا الطائر المعروف. أَدَبَ الكاتب، لابن قتيبة: باب ما جاء مكسوراً والعامّة تفتح... الجَدَاة للطائر - مكسورة الحاء مهموزة... أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد للشرتوني: الجَدَاة: بالكسر على الأفصح. التنبيه على أغلاط الرواة، لعلي بن حمزة البصري: روى أصحاب الأصمعي عن الأصمعي: الجَدَاة الفأس لها رأسان والجمع جَدَا بالفتح. وهكذا قال غيره من الرواة عن أبي عبيد: الجَدَاة - بالفتح - الفأس ذات الرأسين، والجَدَاة - بالكسر - الطائر.

আমরা লক্ষ্য করলাম, এ-এ সাকিনের যবত কেউ উল্লেখ করেননি। আমার জানা মতে কোনো ভাষাবিদই এ-এ সাকিন দেওয়া যেতে পারে এমন কথা বলে যাননি। Hans, hava প্রমুখের ভুলের অনুসরণ করার কোনো অর্থ হয় না। তিনি অক্সফোর্ড ইংলিশ-আরবি, আলকামুসুল আসরি, আররায়েদ, আলমাওরিদ প্রভৃতি অভিধানের অনুসরণ করতে পারতেন।

৩৫. المصادر: الصحاح: للجوهري (٣٩٣): ١٥٣٨/٤: ويقال: هذا من غَلَقْتُ البابَ غَلَقًا، وهي لغة رديئة متروكة. قال أبو الأسود الدؤلي: ولا أقولُ لِقْدَرِ القومِ قد غَلَيْتُ ... ولا أقولُ لِبَابِ الدارِ مَغْلُوقٌ. المحكم والمحيط الأعظم: ٣٨٥/٥: غَلَقَ البابَ، وأغلقه، وغَلَقَه، الأولى عن ابن دُرَيْد، عزاهَا إلى أبي زيد، وهي نادرة، وفي التنزيل: (و غَلَقْتُ الأبوابَ). لسان العرب لابن منظور (٧١١): غَلَقَ البابَ وأغلقه وغَلَقَه الأولى عن ابن دُرَيْد عزاهَا إلى أبي زيد وهي نادرة. نجعة الرائد و شرعة الوارد: وَاسْتَلَحَجَ البابَ وَالْقُفْلَ إِذَا لَمْ يَنْفَتَحْ ، وَقَدْ غَلِقَ البابُ بِالكسْرِ، إِذَا عَسَرَ فَتَحَهُ. المعجم الوسيط: ٦٥٩: غَلِقَ البابُ يَغْلِقُ (س) غَلَقًا: عَسَرَ فَتَحَهُ.

আল মানার বাংলা-আরবি অভিধান

আলমানার অভিধানে কাতিবের ভুল বেশি এবং অনেক বেশি। লেখকের পক্ষ থেকে যদি ভুল হয়ে থাকে একটা, কাতিবের পক্ষ থেকে ভুল হয়েছে দশটা।

কয়েকদিন আগে অভিধানটির কম্পোজকৃত কপি চোখে পড়ে। মনে করেছিলাম এতে পূর্বের সমস্যা কিছুটা হলেও কমবে। পরে দেখলাম এতে ভুল কমেনি বরং বেড়েছে কয়েকগুণ। সবচেয়ে আপত্তিকর যে কাজটা প্রকাশক করেছে, তা হলো অভিধানটির শেষের শুদ্ধিপত্রটি একদম গায়েব করে দিয়েছে। মনে করেছিলাম, হয়তোবা শুদ্ধিপত্রটিতে যেসব ভুল সংশোধন করা হয়েছে, তা মূল কিতাবে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তা করা হয়নি। নিচে আমরা অভিধানটির কয়েকটা অসঙ্গতি তুলে ধরছি।

জোর করা, বাধ্য করা—এর আরবি করা হয়েছে ...أَصْرَهُ عَلَى, যা ঠিক নয়। أَصْرَهُ عَلَى জোর করার অর্থ প্রদান করে না। জোর করা, বাধ্য করা—এর সঠিক আরবি হলো ...صَرَّاهُ عَلَى। বাবে ইফআল থেকে নয়, বাবে মুফাআলাহ থেকে।

তাড়া, দ্রুততা—এর আরবি عَجَلَة শব্দ এর যবৃত করেছেন عَجَلَة ; ج—এ সাকিন এবং ع—এ যাম্মা দেওয়া হয়েছে। এটা নাসেখের ভুল বলে মনে হয় না। কারণ, পুরাতন নোসখার ৬৮৫ পৃষ্ঠায় ৩ বার, ৭০০ পৃষ্ঠায় ৫ বার এবং ৭১২ পৃষ্ঠায় ১ বার, মোট ৯ বার শব্দটি এসেছে। প্রতিবারই যবৃত করা হয়েছে উজ্জলাহ। অথচ দ্রুততা—এর অর্থে শব্দটির যবৃত عَجَلَة (উজ্জলাহ) নয়।

চিল—এর আরবি حَدَا শব্দ এর যবৃত করেছেন حَدَا। ح—এ ফাতহা দিয়েছেন। তিনি এক্ষেত্রে হুবহু আলমুনজিদ আরবি-আরবির অনুসরণ করেছেন। কিন্তু حَدَا শব্দটির সর্বোত্তম যবৃত হচ্ছে حَدَا। ح—এ কাসরা। د—এ ফাতহা। অধিকাংশ ভাষাবিদেদের সিদ্ধান্ত এটাই। এবং অধিকাংশ অভিধানপ্রণেতা এই যবৃতটিই গ্রহণ করেছেন। তাই একটি শব্দের বিশুদ্ধ ও

সর্বোত্তম যবত বাদ দিয়ে চলতে পারে এমন যবত গ্রহণ করার কোনো মানে হয় না। লেখক শব্দটির যবতের জন্য আলমুজামুল ওয়াসীত—এর যবত গ্রহণ করতে পারতেন। আলমুজামুল ওয়াসীত বাদ রেখে আলমুনজিদ—এর যবত গ্রহণ করার কী অর্থ হতে পারে! অথচ মিসবাহুল লুগাতের সংকলক আলমুনজিদকে সামনে রেখে কাজ করলেও তিনি এখানে আলমুনজিদ—এর অনুসরণ করেননি।

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান তার অভিধানগুলোতে ح—এ কাসরা দিয়ে আজওয়াদ ও সর্বোত্তম যবতটিই গ্রহণ করে ভালো কাজ করেছেন। তবে তিনি د—এ ফাতহা দিয়ে একটি যবত উল্লেখ করেছেন। আবার د—এ সাকিন দিয়ে আরেকটি যবত উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় যবতটা খুবই আপত্তিকর। আমার জানা মতে কোনো ভাষাবিদই د—এ সাকিন দেওয়া যেতে পারে এমন কথা বলে যাননি।

উৎসবের আরবি শব্দ مهرجان এর যবত উল্লেখ করেছেন م—এ কাসরা। ه—এ কাসরা। ر—এ সাকিন। অথচ শব্দটির সঠিক যবত হলো مهرجان م—এ কাসরা। ه—এ সাকিন। ر—এ ফাতহা।

ক্ষুধা লাগা—এর মাসদার উল্লেখ করা হয়েছে الجوع। অথচ মাসদার হলো الجوع। এটা বোধহয় নাসেখের ভুল।

টেলিগ্রাফ—এর আরবি করেছেন التلغراف (তিল্গিরাফ)। এবং যতোবার যবত করা হয়েছে, এভাবেই করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক অন্যান্য অভিধান যেমন আলমুনজিদ, আলমাওরিদ, আলকামুসুল আসার, অক্সফোর্ড, ডিকশনারি অফ মডার্ন রিটন অ্যারাবিক, মু'জামুদ দাখিল ফিল লুগাতিল আরাবিয়া ইত্যাদি অভিধানে ج—এ কাসরা এবং غ—এ সাকিন দেওয়া হয়েছে। তাই লেখকের উচিত ছিলো তাদের মতো যবত উল্লেখ করা।

বেজী—এর সঠিক আরবি শব্দ হলো نفس। শেষের অক্ষর س। কিন্তু আলমানারে আছে نمش। শেষের অক্ষর ش।

আকাশচুম্বী—এর আরবি করা হয়েছে يمس عنان السماء... অথচ সঠিক হলো عنان السماء ع—এ ফাতহা। ع—এ কাসরা নয়। কাসরা দিলে অর্থ পাল্টে যাবে।

জনগণ, জনতা—এর আরবি শব্দ **جمهور**। এর যবত করা হয়েছে **جُمْهُور**।
 ج—এ ফাতহা দেওয়া হয়েছে, যা সর্বসম্মত যবত নয়। সর্বসম্মত যবত
 হলো **جُمْهُور**। ج—এ যাম্মা। এটা বোধহয় নাসেখের ভুল।

নেসাব বা পাঠ্যক্রম—এর একটি আরবি উল্লেখ করা হয়েছে **نصاب**। অথচ
 যাকাতের নেসাব অর্থে **نصاب** শব্দটি ব্যবহৃত হলেও নেসাব বা পাঠ্যক্রম
 অর্থে **نصاب** শব্দটি আরবিভাষায় ব্যবহৃত হয় না। হয় উর্দুভাষায়। বলা যায়
 লেখক এক্ষেত্রে উর্দু দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

প্রভাবিত করা, প্রভাব ফেলা—এর আরবি **أثر** ফি'লের সিলাহ ব্যবহার
 করেছেন **على**। অথচ আলোচ্য অর্থে **أثر** ফি'লটির সিলাহ **في** নয়।

আলমানার অভিধানটিতে যবতের বিচারে মুদ্রণপ্রমাদ এতো বেশি, যা
 অকল্পনীয়। এমন খুব কম পৃষ্ঠাই আছে, যাতে মুদ্রণপ্রমাদ নেই। কোনো
 কোনো পৃষ্ঠায় সাত আটটারও বেশি মুদ্রণবিভ্রাট চোখে পড়েছে, যা প্রাথমিক
 শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। কোনো অভিধানের সব ভুল উল্লেখ করার
 নিয়তে আমরা গ্রন্থটি লিখছি না। বরং কিছু কিছু ভুল উল্লেখ করে তালাবায়ে
 ইলমকে অবহিত ও সতর্ক করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। অন্যথায় আলোচ্য
 অভিধানটির ভুলগুলো উল্লেখ করলে কয়েক পৃষ্ঠা নয় কয়েকশত পৃষ্ঠার
 দরকার।

মিসবাহুল লোগাত

** ফুলকপির আরবি শব্দের যবত করা হয়েছে قُنْبِيط (কুনাবীত) এবং قَرْنَبِيط (কারানবীত)। অথচ সঠিক যবত হলো قُنْبِيط এবং قَرْنَبِيط। এটা কাতেবের ভুল হয়ে থাকবে।

** কচ্ছপ-এর আরবি শব্দের পাঁচটি লোগাত উল্লেখ করা হয়েছে—

১. السِّلْخَفَاة

২. السِّلْخَفَاة

৩. السُّلْحَفَاء

৪. السُّلْخَفَى

৫. السُّلْخَفِيَّة

মিসবাহুল লুগাতের লেখক এখানে আলমুনজিদ-এর অনুসরণ করেছেন। দ্বিতীয় লুগাতের ক্ষেত্রে উভয় কিতাবের লেখকই ভুল করেছেন। পঞ্চম লুগাতের ক্ষেত্রে আলমুনজিদের লেখক ভুল করেছেন। তিনি ইয়াতে তাশদিদ দিয়েছেন। অথচ ইয়ায় তাশদিদ নয়, তাখফিফ। কিন্তু মিসবাহুল লুগাতের লেখক তার অনুসরণ করেননি।^{৩৬}

৩৬. المصادر:

শব্দটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন সাগানি তার আলউবাবুয যাখির গ্রন্থে।

* العُباب الزاخر و اللباب الفاخر للصغاني (৬৫০):

السِّلْخَفَاة: واحدة السِّلْخَفِ، وفيها ستُّ لغات:

১. السِّلْخَفَاة - بفتح اللام -

২. والسُّلْخَفَى

৩. السُّلْخَفَاء - بالقصر والمد، وهاتان عن ابن دريد -
৪. السُّلْخَفَاءُ: بسكون اللام وفتح الحاء -
৫. السِّلْخَفَاءُ - بكسر السين وفتح اللام، وهاتان عن الفراء وحكى الأخيرة عن تيم الرباب -
৬. السُّلْخَفِيَّةُ - مثال بُلْهَنِيَّةٍ، وهذه عن الرؤاسي -

উল্লিখিত ইবারতে আমরা দেখতে পেলাম যে, স—কাসরা আছে শুধু এক লোগাতে। বাকি সবগুলোতে স—এ যম্মা।

১. السُّلْخَفَاءُ
২. السُّلْخَفَى
৩. السُّلْخَفَاء -এ দু'টি ইবনে দুরাইদ থেকে বর্ণিত
৪. السُّلْخَفَاء - 'লাম' এ ফাতহা। 'হা' এ সাকিন।
৫. السِّلْخَفَاء - 'সীন' এ কাসরা, 'লাম' এ ফাতহা। এ দু'টা ফাররা থেকে বর্ণিত
৬. السُّلْخَفِيَّةُ বুলাহনিয়াহ এর ওয়নে। এটা রুআসি থেকে বর্ণিত

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, স—এ যখন কাসরা হবে। سِلْخَفَاءُ অর্থাৎ হবে সাকিন। এ—এ তখন ফাতহা হবে এবং ح—এ হবে সাকিন। অর্থাৎ سِلْخَفَاءُ নয়।

তদুপরি শেষোক্ত লুগাতটি হলো বুলাহনিয়াহর ওয়নে সুলাহফিয়াহ। তাই আলমুনজিদে যে ইয়াতে তাশদিদসহ সুলাহফিইয়াহ আছে। তা ঠিক নয়।

المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠): ٣٨٧-٣٨٦:

و (السُّلْخَفَاءُ) من حيوان الماء معروف وفيها لغات:

১. إثبات الهاء فتفتح اللام و تسكن الحاء
২. والثانية بالعكس إسكان اللام وفتح الحاء
৩. والثالثة:

৪. والرابعة: حذف الهاء مع فتح اللام وسكون الحاء وتمد و تقصر.

এখানে চারটি লোগাত উল্লেখ করা হয়েছে

১. السُّلْخَفَاءُ
২. السُّلْخَفَاءُ
৩. السُّلْخَفَاء
৪. السُّلْخَفَى

শুক্রত্বহ—এর আরবি শব্দ الزهرة এর যবত করা হয়েছে হ—এ সাকিন দিয়ে الزهرة। অথচ সঠিক হলো الزهرة।

প্রাচীন আরবি অভিধানগুলোতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে الزهرة এর হ—এ ফাতহা। সাকিন নয়।^{৩৭}

ইবনে সিদা এবং সাগানি থেকে আমরা জানতে পারি, ঃ বাদ দিয়ে পড়ার দুটি সুরত রয়েছে। السُّلْخَفَاء এবং السُّلْخَفَى। তবে এই দু' সুরতে ج—এ সাকিন হবে না ফাতহা হবে, তা আমরা জানতে পারি আলমিসবাহুল মুনির—এর লেখক ফায়্যুমির কাছ থেকে। তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, এই দু' সুরতে ج—এ ফাতহা এবং ح—এ সাকিন হবে। তাই আমরা বলতে পারি, আকরাবুল মাওয়ারিদের লেখক কর্তৃক السُّلْخَفَى এর ج—এ সাকিন দেওয়াটা ভুল হয়েছে। তবে তিনি আলমুনজিদ—এর লেখকের মতো সুলাহফিয়াহ না লিখে সুলাহফিয়া লিখে চমৎকার করেছেন। মিসবাহুল লুগাতের লেখকও এই শব্দটির যবতের ক্ষেত্রে আলমুনজিদ—এর অনুসরণ করেননি।

المخصص لابن سيده: ٢٢/١٠:

١. أبو عبيد: السلخفاة بحركة اللام وجزم الحاء

٢. ابن دريد هي تمد (سُلْخَفَاء)

٣. وتقصّر (سُلْخَفَى)

٤. أبو عبيد: سلخفية مثل بلهنية ابن دريد: سلخفاء وسلخفى،

٥. وسلخفاة بسكون اللام وفتح الحاء

অনেকে سُلْخَفَاء যবতটি ভুল বলে থাকেন। আমরা দেখলাম, এযবতটি সঠিক ও প্রমাণিত। তাই যারা এই যবতটিকে ভুল বলছে তাদের কথা ঠিক নয়।

٣٩-القاموس المحيط للفيروزابادي (٨١٧): ... الزهرة... بالفتح... نجم. أدب الكاتب، لابن

قتيبة:

باب ماجاء محركا والعامّة تسكنه: (وهي اللَّقْطَةُ) لما يُلْتَقِطُ (وطلّعتِ الزُّهُرَةُ) النجم. مختار

الصباح: لمحمد بن أبي بكر الرازي (٦٦٠): والزُّهُرَةُ بفتح الهاء: نجم. الصباح: تاج اللغة

وصباح العربية: (٣٩٣):

পতিতাবৃত্তি বা ব্যভিচার করা অর্থে بَغَى ফি'লের প্রধান মাসদার হলো بِغَاءُ। এ অর্থে আরেকটি মাসদার আছে بَغْيٌ। এর অনেক মাসদার আছে। মাসদারভেদে অর্থের ভিন্নতা এই ফি'লের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আলমুনজিদের লেখক খুবই আপত্তিকর একটা কাজ করেছেন। সব মাসদারকে একসাথে উল্লেখ করে দিয়েছেন। এরপর ফি'লের বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করেছেন। আর মিসবাহুল লুগাত—এর লেখক চোখ বুজে আলমুনজিদ—এর অনুসরণ করেছেন। তাদের এই কাজ দ্বারা বুঝা যায়, সবকটি মাসদারই বুঝি সবকটি অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অথচ এই ধারণা ঠিক নয়।

النَّبَق শব্দের ب—এ ফাতহা দেওয়া হয়েছে। লেখক এক্ষেত্রে হুবহু আলমুনজিদ—এর অনুসরণ করেছেন। তার মতো আরো অনেকেই তার অনুসরণ করেছে। কিন্তু তা সঠিক নয়। ن এবং ب—এ একসাথে ফাতহা হবে না। অর্থাৎ নাবাক বলা যাবে না।

صَبَّأ ফি'লের মাসদার صَبَا এর আইন কালিমায় তথা ء—এ সাকিন দেওয়া হয়েছে। এটা ঠিক নয়। ء—এ ফাতহা হবে।

صَبَّاحা ফি'লের মাসদার উল্লেখ করা হয়েছে صباحا। অথচ সকালে আসা, সকালে আক্রমণ করা, ইত্যাদি অর্থে আলোচ্য ফি'লটির মাসদার صَبَّاحা নয়।^{৩৮}

والزُّهْرَةُ بفتح الهاء: نَجْمٌ. تصحيح التصحيف و تحرير التحريف: الصفدي (٦٩٦-٧٦٤): ويقولون للنجم: الزُّهْرَةُ. والصواب: الزُّهْرَةُ.

আধুনিক আরবি-আরবি অভিধানগুলোতেও ه এ ফাতহা দেওয়া হয়েছে। সাকিন নয়।

৩৮. المصادر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده (٤٥٨): ١٦٩/٣: صَبَّحَ القَوْمَ شَرًّا يَصْبَحُهُمْ صَبْحًا: جاءهم به صَبَّاحًا. المخصص في اللغة، لابن سيده (٤٥٨): ٤٨/٩: صَبَّحْتُهُمْ أَصْبَحْتُهُمْ صَبْحًا، وَصَبَّحْتُهُمُ الْخَيْلَ: أَتَتْهُمْ صَبَّاحًا. وَصَبَّحْتُ الْإِبِلَ أَصْبَحْتُهَا صَبْحًا: سَقَيْتُهَا صَبَّاحًا. كتاب الأفعال: لابن القطّاع (٥١٥): ٢٣٦/٢: صَبَّحْتُ القَوْمَ صَبْحًا: أَغْرَتْ عَلَيْهِمْ صَبَّاحًا. لسان العرب لابن منظور (٧١١): صَبَّحَ القَوْمَ شَرًّا يَصْبَحُهُمْ صَبْحًا: جاءهم به صَبَّاحًا.

الرِّدْعَل - অর্থ ছোটো ছোটো বাচ্চা। শব্দের যবৃত উল্লেখ করা হয়েছে-
الرِّدْعَل। এ-এ কাসরা দেওয়া হয়েছে। অথচ, সঠিক যবৃত হলো الرِّدْعَل।
এ-এ সাকিন। ৩৯

বিশেষ ধরনের পাখির অর্থে الخَطَّاف শব্দের এ-এ ফাতহা দেওয়া হয়েছে,
যা ঠিক নয়। এ-এ ফাতহা নয়। বরং যাম্মা হবে।

মিহি আটা, ময়দা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত শব্দ الحَوَّارী এর এ-এ কাসরা
দেওয়া হয়েছে, যা ঠিক নয়। এ-এ শুধু ফাতহা, কাসরা বা যাম্মা নয়।^{৪০}

ফিলের মাসদার حيران এর এ-এ সাকিন দেওয়া হয়েছে। এটা
ঠিক নয়। حيران এর এ-এ ফাতহা। সাকিন নয়। সাকিন দিলে শব্দটি আর
মাসদার থাকবে না। বরং ইস্ম হয়ে যাবে।

অভিধানটির মাঝে মাঝে নাসিখের ভুল ও অসতর্কতা চোখে পড়ে। যেমন

➤ حيوانات এর এ-এ ফাতহা দিয়ে লেখা হয়েছে, কিন্তু বহুবচন حيوانات
এর এ-এ সাকিন দেওয়া হয়েছে। আবার ২৬৭নং পৃষ্ঠায় স্বয়ং حيوان
শব্দটিরই এ-এ সাকিন দেওয়া হয়েছে।

➤ أَدَب এর মাসদার أَدَب এর এ-এ সাকিন দেওয়া হয়েছে। অথচ
মাসদার হলো أَدَب। এ-এ ফাতহা।

৩৯. المصادر: القاموس المحيط للفيروزابادي (৮১৭): الرِّدْعَلُ بِمُهْمَلَتَيْنِ كَرِيخْلٍ: صِغَارُ الْأَوْلَادِ.
تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (১২০৫): الرِّدْعَلُ بِمُهْمَلَتَيْنِ كَرِيخْلٍ أَهْمَلَهُ
الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: صِغَارُ الْأَوْلَادِ الْقَامُوسُ الْمَحِيطُ لِلْفَيْرُزَابَادِيِّ (৮১৭): الرِّخْلُ
كَقَمَطَرٍ. لِسَانُ الْعَرَبِ لِابْنِ مَنْظُورٍ (৭১১): الرِّخْلُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْكَثِيرِ الْعِطَاءُ
80. المصادر: الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية: للجوهري (৩৯৩): الحَوَّارِي: بِالضَّمِّ
وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَالرَّاءِ مَفْتُوحَةً: مَا حَوَّرَ مِنَ الطَّعَامِ، أَيْ بَيَّضَ. وَهَذَا دَقِيقُ حَوَّارِي.
الْقَامُوسُ الْمَحِيطُ لِلْفَيْرُزَابَادِيِّ (৮১৭): الْحَوَّارِيُّ: النَّاصِرُ أَوْ نَاصِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْقَصَّارُ
وَالْحَمِيمُ. وَبِضْمِ الْحَاءِ وَشَدِّ الْوَاوِ وَفَتْحِ الرَّاءِ: الدَّقِيقُ الْأَبْيَضُ وَهُوَ لُبَابُ الدَّقِيقِ وَكُلُّ
مَا حَوَّرَ أَيْ: بَيَّضَ مِنْ طَعَامٍ

➤ شَغِبَ ফিলের সিফাতের সিগাহ এর ব-এ তাশদিদ দেওয়া হয়েছে। অথচ ব-এ তাশদিদ দেওয়া হবে না। আলমুনজিদ অভিধানে সঠিক যবতটিই আছে।

➤ ضِفْدَعُ এর মুআন্নাস ضِفْدَعَةٌ এর দ-এ ফাতহা দেওয়া হয়েছে। অথচ এখানে দ-এ ফাতহা নয়, হবে কাসরা।

আল মুনজিদ ফিল লুগাহ

আলমুনজিদ ব্যাপকভাবে গৃহীত, সুপ্রসিদ্ধ একটি আরবি অভিধান। অভিধানটি প্রকাশের পর থেকে অদ্যাবধি আরবিভাষা শিক্ষার্থী ও অভিধানপ্রণেতাদের উপর এর বিস্ময়কর প্রভাব লক্ষণীয়। সমগ্র ভারত উপমহাদেশে একসময় যে অভিধানটি একচ্ছত্র স্থান দখল করে রেখেছিলো সেই মিসবাহুল লুগাতও মূলত এই আলমুনজিদকে সামনে রেখে তৈরি করা। এর উর্দু অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তা সরাসরি আলমুনজিদের অনুবাদ নয়। বরং মিসবাহুল লুগাতের যেসব স্থান থেকে আলমুনজিদের যেসব শব্দ ছুটে গেছে তা পুনঃস্থাপন করে আলমুনজিদ আরবি-উর্দু নামে ছেপে দেওয়া হয়েছে। তাই মিসবাহুল লুগাতে যেসব ভুল দৃষ্টিগোচর হয়, তা আলমুনজিদ আরবি-উর্দুতেও দেখা যায়।

আলমুনজিদের কিছু ভুল ও অসঙ্গতি মিসবাহুল লুগাত—এর আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আরো কয়েকটা উল্লেখ করা হচ্ছে।

এ—را الهرب ফিলের কয়েকটি মাসদার রয়েছে। একটি মাসদার হলো هرب ফাতহা। এ—ساكين নয়। কিন্তু আলমুনজিদের লেখক এ—ساكين দিয়েছেন, যা ঠিক নয়। মিসবাহুল লুগাতের লেখক আলমুনজিদের অনুসরণ করেননি। চমৎকার করেছেন।^{৪১}

তরবারি আন্দোলিত হওয়া অর্থে هرب ফিলের একটি মাসদার উল্লেখ করা হয়েছে هُوباً। এটা ঠিক নয়। আলোচ্য অর্থে ফিলের মাসদার হলো هُأً এবং هُةً।

৪১. المصادر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (৮১৭): هَرَبٌ هَرَبًا بِالتَّحْرِيكِ وَمَهْرَبًا وَمَهْرَبَانًا: فَرَّ لِسَانُ الْعَرَبِ لَا بِنَ مَنْظُور (৭১১): هَرَبٌ يَهْرَبُ هَرَبًا بِالتَّحْرِيكِ مِنْ بَابٍ: نَصَرَ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ قَاعِدَةُ إِطْلَاقِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَاعْتَرَّ بَعْضُ بِالْمَصْدَرِ الْمُحَرَّكَ فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ بَابِ فَرَحٍ وَآخَرُونَ أَنَّهُ مِنْ بَابِ فَتَحَ لَوْجُودِ حَرْفِ الْخَلْقِ وَجَهْلَ أَنَّ حَرْفَ الْخَلْقِ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ: وَآخَرُونَ أَنَّهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ. مختار الصحاح: هَرَبٌ يَهْرَبُ هَرَبًا مِثْلَ طَلَبٍ يَطْلُبُ طَلِبًا

فیلটিকে অন্যান্য বাবের সাথে সাথে বাবে সামিয়া থেকেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ফিলটি বাবে সামিয়া থেকে নয়, বরং নাছারা, যারাবা এবং ফাতাহা থেকে ব্যবহৃত।^{৪২}

بلغ ফিলটিকে শুধু বাবে ফাতাহা থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ আসাহ এবং আজওয়াদ যবত হলো بلغ। বাবে সামিয়া থেকে। তো আসাহ ও আজওয়াদ যবত বাদ দিয়ে চলতে পারে এমন যবত উল্লেখ করার কোনো মানে হয় না। মিসবাল্ল লুগাতের মুসান্নিফ হুবহু আলমুনজিদের অনুসরণ করেছেন।^{৪৩}

৪২. ফিলটি যারাবা এবং নাসারা থেকে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টি মুসান্নাম। কিন্তু হাসান বসরি রহ. কুরআন মাজিদের جِبَالُ يُؤْتَا ح-এ ফাতহা আয়াতে দিতেন। তাই ভাষাবিদরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, فিল ফিলের মুযারের সিগায় ح-এ ফাতহা দেওয়া যাবে। আমরা জানি, সামিয়া এবং ফাতাহা উভয় ফিলেরই মুযারের আইন কালিমায় ফাতহা হয়ে থাকে। এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, আলোচ্য ফিলটি কোন্ বাব থেকে; সামিয়া থেকে, না ফাতাহা থেকে। ইবনু জিন্নি, ফাইয়ুমি এবং লাবলি রহ. এর কথা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি, ফিলটি বাবে ফাতাহা থেকে। আর আলকামুসুল মুহীত-এর লেখকের وَيُغْلَمُ উদাহরণ দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। কারণ, এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই বুঝানো যে, ফিলটির মুযারের সিগায় আইন কালিমায় ফাতহাও দেওয়া যায়। আল্লামা যাবিদির ব্যাখ্যা দ্বারাও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

المصادر: المصباح المنير للفيومي: نَحَتَ بَيْنَا فِي الْجَبَلِ (نَحْنَا) مِنْ بَابِ ضَرْبٍ وَمِنْ بَابِ نَفْعٍ لُغَةٍ وَبِهَا قَرَأَ الْحَسَنُ. تَاجُ الْعُرُوسِ مِنْ جَوَاهِرِ الْقَامُوسِ لِلزَّيْدِيِّ (١٢٠٥) : " نَحَتُهُ يَنْحَتُهُ كَيَضْرِبُهُ وَيَنْصُرُهُ وَيَغْلَمُهُ " يَعْنِي مُثَلَّثٌ آتِيٌّ وَقَاصِرٌ فِي الْفَصِيحِ عَلَى كَسْرِ الْآتِيِّ وَتَبِعَهُ الْجَوْهَرِيُّ : لِأَنَّهُ الْوَارِدُ فِي الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَهُوَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ كَيَزْجَعُ وَنَحْوِهِ وَالضَّمُّ حَكَاهُ صَاحِبُ الْوَاعِي وَابْنُ مَالِكٍ فِي الْمُثَلَّثَاتِ وَهُوَ أَوْفَعُهَا وَالْفَتْحُ قَرَأَ بِهِ الْحَسَنُ فِي الْآيَاتِ وَقَالَ ابْنُ جَنِّي فِي الْمُخْتَسَبِ : وَالْفَتْحُ أَجْوَدُ اللَّفْظَيْنِ : لِأَجْلِ حَرْفِ الْخَلْقِ الَّذِي فِيهِ كَسَخَرَ يَسْخَرُ نَقْلَهُ شَيْخُنَا وَنَارَعَهُ. تَحْفَةُ الْمَجْدِ الصَّرِيحِ فِي شَرْحِ الْفَصِيحِ : ٩٩/١ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَا أَذْكَرُ الْآنَ فِي الْمَاضِي سِوَى الْفَتْحِ. وَيُقَالُ فِي مُسْتَقْبَلِهِ : يَنْجِتُ بِالكسْرِ. وَيَنْحَتُ بِالْفَتْحِ. وَبِالْفَتْحِ قَرَأَ الْحَسَنُ (مَا تَنْحَتُونَ)

৪৩. المصادر: الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهري (٣٩٣) : يَلْفُ الشَّيْءُ بِالكسْرِ. الْقَامُوسُ الْمَحِيطُ لِلْفِيْرُوْزَابَادِيِّ (٨١٧) : يَلْفُهُ كَسْمِعُهُ تَاجُ الْعُرُوسِ مِنْ جَوَاهِرِ الْقَامُوسِ

আল মু'জামুল ওয়াসিত

প্রকাশনায়ঃ মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়া, কায়রো, মিসর

মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়া, কায়রো ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এবং ১৯৩৪ খ্রি. থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন এর প্রধান।

১. মুহাম্মাদ তাওফিক রিফআ'ত, ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত।

২. আহমাদ লুতফি আস-সাইয়িদ, ১৯৪৫ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত।

৩. ড. তহা হুসাইন, ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত।

৪. ড. ইবরাহিম মাদকুর, ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত।

৫. ড. শাওকি যায়ফ, ১৯৯৬ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত

৬. মাহমুদ হাফিয়, ২০০৫ থেকে অদ্যাবধি

১৯৩২ সালে মাজমার প্রতিষ্ঠার সময় বাদশা ফুয়াদ নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, মাজমার বিশজন সদস্য থাকবে, যাদের প্রত্যেকেই আরবিভাষায় ব্যুৎপত্তির অধিকারী হবে। এ বিশজনের অর্ধেক হবে মিসরি। আর বাকি অর্ধেক হবে অন্যান্য আরবদেশের লোক এবং প্রাচ্যবিদ।

মোট পাঁচটি লক্ষ্য সামনে রেখে মাজমাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো অভিধানপ্রণয়ন।

এপর্যন্ত মাজমা থেকে চারটি অভিধান প্রকাশিত হয়।

للزبيدي (١٢٠٥): يَلْعَهُ كَسْمِعُهُ بَلْعًا. مختار الصحاح: بَلَعَ الشيء من باب فهم تحفة

المجد الصريح في شرح الفصيح: ١/١٤٢-١٤٣:

قال ابن درستويه: وإنما ذكر ثعلب يَلْعَت: لأن العامة تفتح ماضيه، وهو خطأ،

إنما ماضيه بالكسر لا غير، قال أبو جعفر (أي: مصنف الكتاب): الفتح في بلغت

ليس بخطأ كما قاله ابن درستويه، و حكى صاحب الموعب عن الفراء أنه قال:

بلغت الشيء و بلغته لغتان، و الكسر أجود، قال: و يبلغ بالفتح باللغتين، قال أبو

جعفر و حكى الفتح أيضا في بلغت يعقوب في كتابه فعلت و افعلت

معجم ألفاظ القرآن الكريم. ১.

المعجم الكبير. ২. এ পর্যন্ত আট খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

المعجم الوسيط. ৩.

المعجم الوجيز. ৪.

নিম্নে আল-মুজামুল ওয়াসিত এর কিছু অসঙ্গতি উল্লেখ করা হচ্ছে-
কাটা, কর্তন করা অর্থে حَذَقَ ফিলের মাসদার ح-এ কাসরা দেওয়া হয়েছে। অথচ, আলোচ্য অর্থে حَذَقَ এর ح-এ কাসরা নয়। বরং ফাতহা। মাজমা থেকে প্রকাশিত المعجم الكبير (৫/১৭৪) এ সঠিকটি লেখ হয়েছে।^{৪৪}

ظلم ফিলের মূল মাসদার হলো, ظَلَمَ ; ظ এ ফাতহা। আর ظ এ যম্মাবিশিষ্ট ظَلَمَ শব্দটি মূলত ইসম, কিন্তু মাসদারের স্থলাভিষিক্তও হতে পারে। তাই অভিধানপ্রণেতাদের উচিত ছিলো, প্রথমে ظَلَمَ ফিলের মূল মাসদারটি উল্লেখ করা। তারপর মাসদারের অর্থ প্রদানকারী ইসমটি। কিন্তু তারা ظَلَمَ ফিলটির মূল মাসদার একদম গায়েব করে দিয়েছেন। আর যেটা মূলত মাসদার নয়, কিন্তু মাসদারের অর্থ প্রদান করে, সেই ইসমটি উল্লেখ করে দিয়েছেন।^{৪৫}

المصادر: ১৪৪

تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي (১২০৫): ১৪৫/২৫:
حَذَقَ الشَّيْءُ يَحْذِقُهُ بالكسر حَذَاقَةً وَحَذَقًا بفتحهما (أي بفتح كلا الحائنين) : إذا قطعه أو مَدَّهُ لِيَقْطَعَهُ بِمَنْجَلٍ ونحوه حتى لا يبقى منه شيء فهو حاذِقٌ : قاطعٌ.

تهذيب اللغة: للأزهري (৩৭০): ৩৫/৪:

وقد حذقت الحبل أحذقه حذقا إذا قطعته، بالفتح (يعني بفتح حاء المصدر) لا غير.

وأقره ابن منظور (৯১১) في لسان العرب: ৪১/১০:

الأزهري: حذقت الحبل أخذقه حذقا إذا قطعته بالفتح

المصادر: ১৪৫

القاموس المحيط للفيروزآبادي (৮১৭):

ফি'লটি সেসব ফি'লের অন্তর্ভুক্ত, যেসব ফি'লের মাসদার ফায়িল হিসেবে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কিন্তু আলমুজামুল ওয়াসিতে আলোচ্য ফি'লটির ক্ষেত্রে এবিষয়টির প্রতি কোনো লক্ষ্য রাখা হয়নি।^{৪৬}

الظُّلْمُ بالضم : وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَالْمَصْدَرُ الْحَقِيقِيُّ : الظُّلْمُ بِالْفَتْحِ، ظَلَمَ يَظْلِمُ ظُلْمًا بِالْفَتْحِ فَهُوَ ظَالِمٌ وَظُلُومٌ وَظَلَمَهُ حَقُّهُ

المصباح المنير للفيومي:

الظُّلْمُ: اسم من ظَلَمَهُ ظُلْمًا من باب ضرب، و مَظْلَمَةٌ بفتح الميم و كسر اللام: الظُّلْمُ

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (১২০৫):

والمصدر الحقيقي: الظلم بالفتح، وبالضم: الاسم، يقوم مقام المصدر وأنشد ثعلب * ظلمت وفي ظلي له عامدا أجر * قال الأزهرى هكذا سمعت العرب تنشده بفتح الظاء.

تهذيب اللغة للأزهري (৩৭০):

يقال: ظلمه يظلمه ظُلْمًا وَظُلْمًا، فالظُّلْمُ مصدر حقيقي، والظُّلْمُ الاسم يقوم مقام المصدر

لسان العرب لابن منظور (৭১১):

يقال ظَلَمَهُ يَظْلِمُهُ ظُلْمًا وَظُلْمًا وَمَظْلَمَةً فَالظُّلْمُ مَصْدَرٌ حَقِيقِيٌّ وَالظُّلْمُ الْاسْمُ يَقُومُ مَقَامَ الْمَصْدَرِ.

৪৬--المصادر:

المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده (৪০৮): ১০.৮-১০.৭/৪:

المحيط في اللغة لابن عباد (৩৮০): ৩/৩: ৩২৬:

المصباح المنير للفيومي: ص. ৮৭.

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (১২০৫): ১২.০/৪: ৩৭০-৩৭১:

تهذيب اللغة للأزهري (৩৭০): ৩৭৭/৫:

كتاب الأفعال لابن القوطية (৩৬৭): ص. ১৮২:

جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ لابن دريد (৩২১): ১/৭৬:

لسان العرب لابن منظور (৭১১): ১/৭৭৭-৭৭৮:

আলমুজামুল ওয়াসীতে মাঝেমধ্যে আসাহ ও আজওয়াদ যবৃত্ত বাদ দিয়ে মারদুদ, নাদের এবং আগরাব যবৃত্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণত—

ضفدع শব্দটির ফসিহ যবৃত্ত হচ্ছে দুটো। এক. দিফদি'; দুই. দাফদা'। কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে দিফদা', যার ব্যাপারে কোনো কোনো ভাষাবিদ মারদুদ

كتاب المقاييس في اللغة، لابن فارس (٣٩٥): ٥-٤/٦

উল্লিখিত অভিধানসমূহে বর্ণিত তথ্যের আলোকে আমরা যা জানতে পারি তা হলো,

هَبَّ ফি'লটি ফায়িলভেদে বিভিন্ন অর্থ প্রদান করে থাকে এবং অর্থভেদে ফি'লটির মাসদার বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যা নিম্নরূপ—

• هَبَّ الرِّيحُ: হুবো, وهَبَّيا, و هبا

• هَبَّ مِنَ النُّومِ: হবা, و هُبُوًا, وهَبَّيا

• هَبَّ النَّاظَةُ وَ السَّائِرُ: হবা, وهَبَّابًا, و هُبُوًا

• هَبَّ السِّيفُ بِمَعْنَى اهْتَزَّ: هُبَّا, وهَبَّةً

• هَبَّ السِّيفُ بِمَعْنَى قَطَعَ: هبا, وهَبَّةً, وهَبَّةً

• هَبَّ الْفَحْلُ أَوْ التَّيْسُ: هَبَّيا, هَبَّابًا, هبة, هبا

আমরা দেখতে পেলাম যে, সবকটি ফায়িলের জন্য একই মাসদার ব্যবহৃত হয়নি।

বরং ফায়িলভেদে মাসদারের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ:

- ❖ هَبَّ الرِّيحُ এর মাসদারসমূহের মধ্যে هَبَّيا মাসদারটি নেই।
- ❖ هَبَّ مِنَ النُّومِ এর মাসদারসমূহের মধ্যে هُبُوًا মাসদারটি নেই।
তাই আমরা নিঃসঙ্কেচে বলতে পারি, আল মু'জামুল ওয়াসীতের লেখকরা এখানে সূক্ষ্মতা, সতর্কতার পরিচয় দিতে পারেননি। সবকটি ফায়িলের জন্য একাধারে هَبَّيا এই তিনটি মাসদার উল্লেখ করেছেন, যা সঠিক নয়।
- ❖ هَبَّ السِّيفُ بِمَعْنَى اهْتَزَّ এর মাসদারসমূহের মধ্যে هَبَّيا মাসদারটি নেই। আছে هُبَّا এবং هَبَّةً। কিন্তু আকরাবুল মাওয়ারিদ, আলমুনজিদ, মিসবাহুল লুগাত, আর-রায়েদ ইত্যাদি অভিধানে هَبَّةً এর পরিবর্তে লেখা হয়েছে هُبُوًا, যা সঠিক বলে মনে হয় না।

আমরা আরও জানতে পারলাম, هَبَّ السِّيفُ بِمَعْنَى اهْتَزَّ এর মাসদারসমূহের মধ্যে هَبَّيا মাসদারটি নেই। আছে هُبَّا এবং هَبَّةً। কিন্তু আকরাবুল মাওয়ারিদ, আলমুনজিদ, মিসবাহুল লুগাত, আর-রায়েদ ইত্যাদি অভিধানে هَبَّةً এর পরিবর্তে লেখা হয়েছে هُبُوًا, যা সঠিক বলে মনে হয় না।

শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন। আরেকটি যবৃত উল্লেখ করা হয়েছে দুফদা', যার ব্যাপারে অনেক ভাষাবিদ বলেছেন এই যবৃতটা নাদের। আরেকটি যবৃত উল্লেখ করা হয়েছে দুফদু', যা শুধু ছয় শতকের ইবনে দিহয়া কালবি থেকে বর্ণিত আছে। প্রশ্ন হলো, ওয়াসীত এবং ওয়াজিয় উভয় অভিধানেই কেন প্রসিদ্ধ এবং ফসিহ যবৃত দুটোকে অগ্রাহ্য করা হলো। নাদের ও মারদুদ যবৃত উল্লেখ করা যদি তাদের এতই শখ হয়, তা হলে পিতর আলবুসতানির মতো একসাথে পাঁচটি যবৃতই উল্লেখ করতে পারতো।^{৪৭}

১৪৭ المصادر:

- 📖 الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهري (৩৭৩):
الضِفْدَعُ مثال الخنصر: واحد الضفادع، والأنثى ضفدعة. وناس يقولون ضِفْدَعٌ بفتح الدال.
- 📖 القاموس المحيط للفيروزآبادي (৪১৭): ৭৪২.
الضِفْدَعُ كزنج وجعفر وجندب ودرهم وهذا أقل، أو مردود.
- 📖 تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (১২০৫): ৪১৬-৪১৫/২১:
الضِفْدَعُ، كزنج وجعفر، لغتان فصيحتان، وجندب، أي: بضم الأول وفتح الثالث ودرهم وهذا أقل.
- 📖 جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ لابن دريد (৩২১):
ما جاء على فِعْلٌ وهو قليل
درهم: معرب وقد تكلمت به العرب قديماً إذ لم يعرفوا غيره. وضمفدع، وقالوا ضِفْدَعُ
- 📖 لسان العرب: لابن منظور (৭১১): ২২৫/৮:
الضِفْدَعُ: مثال الخنصر، والضِفْدَعُ: معروف، لغتان فصيحتان، والأنثى ضِفْدَعَةٌ وضِفْدَعَةٌ.
قال الجوهري: وناس يقولون ضِفْدَعٌ، قال الخليل ليس في الكلام فِعْلٌ إلا أربعة أحرف
درهم وهجرٌ وهبلعٌ وقْلَعٌ وهو اسم.
- 📖 مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي (৬৬০):
الضِفْدَعُ: بوزن الخنصر، واحد الضفادع، والأنثى ضِفْدَعَةٌ. وناس يقولون بفتح الدال وأنكره
الخليل.
- 📖 المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (৭৭০):
الضِفْدَعُ: بكسرتين الذكرو (الضِفْدَعَةُ) الأنثى ومنهم من يفتح الدال وأنكره الخليل وجماعة
وقالوا: الكلام فيها كسر الدال والجمع (الضِفَادِعُ)

ভেজা, আর্দ্র হওয়া অর্থে نَدِي ফিলের ইসমে ফায়িল হলো। এর আসল রূপ نَدِي এর ওয়ানে نَدِي; অর্থ আর্দ্র, সিক্ত। শব্দটি نَدِي নয়। অর্থাৎ نَدِي-এ তাশদিদ নয়। نَدِي-এ তাশদিদ দিলে অর্থ হবে সভা, মজলিস ইত্যাদি। অভিধানপ্রণেতা ও ভাষাবিদরা এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে লেখে গেছেন। কিন্তু

📖 أدب الكاتب، لابن قتيبة الدينوري (٢٧٦):

باب ما جاء مكسوراً والعامّة تفتحّه: وهو (الضَفْدَعُ) بكسر الدال.

📖 الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: لابن السيد البطليوسي (٤٤٤-٥٢١): ٢/٣٠٣:

باب ما جاء مكسوراً والعامّة تفتحّه

قال في هذا الباب: "وهو الضَفْدَعُ".

قال المفسر: حكى أبو حاتم في ضفدع: أن فتح الدال، لغة. وقد حكى ضَفْدَعُ، بضم الضاد،

وفتح الدال، وهو نادر، ذكره المطرّز.

📖 تصحيح "التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي" (وهو في هامش "التنبيه في

الفقه" للشيرازي): للنووي (٦٧٦):

الضفدع بكسر الدال وفتحها والكسر أشهر عند أهل اللغة وأنكر جماعة منهم الفتح.

📖 تصحيح التصحيف و تحرير التحريف: الصفدي (٦٩٦-٧٦٤):

ويقولون: ضَفْدَعُ بفتح الدال. والصواب: ضَفْدَعُ على مثال فَعْلِل، وفِعْلَل بالفتح قليل في

كلامهم.

📖 عمدة القاري: لبدر الدين العيني (٨٥٥): ١٧/٢٦٦:

والضفادع جمع ضفدع

١. بكسر الضاد وسكون الفاء وفتح الدال،

٢. وكسرها،

٣. وحكى بضم الضاد وفتح الدال، وفي (المحكم) الضفدع والضفدع لغتان فصيحتان

والأثنى ضفدعة

٤. وقال الجوهري وناس يقولون ضفدع بفتح الدال وقد زعم الخليل أنه ليس في الكلام

فعلل إلا أربعة أحرف درهم وهجرع وهبلع وقلعم الهجرع الطويل والهبلع الأكل

والقلعم الجبل وزاد غيره الضفدع وجزم صاحب ديوان الأدب بكسر الضاد والدال

وحكى ابن سيده (كذا قال!) في الاقتضاب بضم الضاد وفتح الدال وهو نادر.

٥. وحكى ابن دحية ضمهما.

المعجم الوسيط এর একটি অর্থ করা হয়েছে, ভেজা, আর্দ্র, যা আমাদের অনুসন্ধানমতে সঠিক নয়।^{৪৮}

৪৮. আলমুজামুল ওয়াসীতের আগে রচিত প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ মুহীতুল মুহীত, আকরাবুল মাওয়ারিদ ও আলমুনজিদ ইত্যাদি অভিধানে نَدِيّ এর অর্থ ভেজা, আর্দ্র করা হয়নি। কিন্তু ওয়াসীতের প্রণেতারা এমনটা করেছেন।

ইমাম সালাব الفصحیح এ—এ তাশদিদ দিতে নিষেধ করেন। الفصحیح এর ব্যাখ্যাতারা তার এই মত সমর্থন করেন এবং ع—এ তাশদিদ দিতে মানা করেন

المصادر:

أساس البلاغة: جار الله الزمخشري (٥٣٨): ٢/٢٦٠:

نَدِيّ المكان وتندى، ومكان ندى، وأرض نَدِيَّة.

الصحاح: للجوهري (٣٩٣): ٦/٢٥٠٧:

نَدِيّ الشيء، إذا ابتلّ، فهو ندى مثال: نَعَبَ فهو نَعِبٌ.

المختار من صحاح اللغة: محمد محيي الدين عبد الحميد: ص ٥١٨:

ندى الأرض: نداوتها وبللها. وأرض نَدِيَّة على فعلة، ولا تقل: نَدِيَّة.

المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠): ص ٨٢٢:

نديت الأرض ندى من باب تعب فهي ندية مثل تعب

المشوف المَعْلَم في ترتيب الإصحاح (إصلاح المنطق) على حروف المعجم: لأبي البقاء

العكبري (٦١٦): ٢/٧٥٩:

مكان ندى، وأرض نَدِيَّة، مخفف.

القاموس المحيط للفيروزآبادي (٨١٧): ص ١٣٣٨:

ونَدِيّ كرضي، فهو نَدِيّ: ابتل.

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (١٢٠٥): ٤٠/٦:

وندى (الشئ) كرضى فهو ندى (ابتل وانديته ونديته) انداء وتندية بللته ومنه نديت

ليلتنا فى ندية كفرحة ولا يقال ندية وكذلك الارض

أقرب الموارد للشرطوني (١٩١٢): ص ١٢٨٧.

محيط المحيط للبستاني (١٨٨٣): ص ٨٨٦. الفصحیح

📖 المنجد في اللغة: للويس معلوف: (١٩٤٦): ص ٧٩٩.

📖 كتاب الفصيح: لثعلب (٢٠٠-٢٩١): ص ٣٠٥.

📖 لباب تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح: لأحمد بن يوسف الفهري اللبلي (٦١٣-٦٩١): ص ٣٧٤.

📖 كتاب إسفار الفصيح: للهروي النحوي (٣٧٢-٤٣٣): ص ٧٦٢.

📖 التلويح في شرح الفصيح: للهروي النحوي (٣٧٢-٤٣٣): ص ٧١.

📖 تصحيح الفصيح: لابن درستويه (٣٤٧): ص ٣٩٤.

📖 شرح الفصيح في اللغة: لابن الجبان (بعد ٤١٦): ص ٢٦٢.

📖 شرح الفصيح: لابن هشام اللخمي (٥٧٧): ص ١٨٩.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন বইপুস্তকে ও ছাত্রমুখে
প্রচলিত কিছু ভুল ও এর সংশোধন

السمع : শোনা, শ্রবণ করা

السمع শব্দটির س-এ অনেকে কাসরা দিয়ে থাকে। অনেক বই পুস্তকেও س-এ কাসরা দিয়ে লেখা হয়ে থাকে। প্রচলিত একটি আরবি-বাংলা অভিধানে س-এ কাসরা দিয়ে লেখা হয়েছে। এটা ভুল। সঠিক হলো س^{৪৯}।
السمع -এ ফাতহা। কাসরা নয়।^{৪৯}

الذهب : যাওয়া

الذهب শব্দটির ذ-এ কাসরা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো الذهب। ذ-এ ফাতহা। ذ-এ কাসরা নয়। ذ-এ কাসরা দিলে অর্থ পাল্টে যাবে। কারণ ذ-এ এ কাসরা দিলে الذهب শব্দটি হয়ে যাবে الذهب এবং الذهب এর বহুবচন। الذهب এর অর্থ ডিমের কুসুম। আর الذهب এর অর্থ সামান্য বৃষ্টি।^{৫০}

خيال : ধারণা

خيال শব্দটির خ-এ কাসরা দেওয়া ভুল।

৪৯ প্রমাণঃ

- মুখতারুছ ছিহাহ: পৃষ্ঠা-১৭৯
- তাজুল আরুস: ১১/২২২
- লিসানুল আরব: ৬/৩৬৩
- আল কামুসুল মুহীত: ৩/৫৩
- আছ ছিহাহ: ২/৭৫৪

৫০ প্রমাণঃ

- আছ ছিহাহ ফিল লুগাহ: ১/২৩১
- আল কামুসুল মুহীত: ১/১১১
- লিসানুল আরব: ১/৩৯৩

সঠিক হলো خَيْال | এ ফাতহা | এ-কাসরা নয়।^{৫১}

ضمان : জামানত

ضمان শব্দটির এ-কাসরা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো ضَمَان | এ ফাতহা | এ-কাসরা নয়।

ضباع : হারানো, নষ্ট হওয়া

ضباع শব্দটির এ-কাসরা দেওয়া ভালো নয়।

সঠিক হলো ضَبَاع | এ ফাতহা | এ-কাসরা নয়।^{৫২}

৫১ মصادر:

المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (٩٩٥): ١/٥٩٥:

الخَيْال: كل شيء تراه كالظل، و خَيْالُ الإنسان في الماء و المرأة: صورة تمثاله، وربما مر بك الشيء يشبه الظل فهو خَيْالٌ، وكله بالفتح.

৫২ المصادر:

الصباح: للجوهري (٣٩٣): ٣/١٢٥٢:

ضاع الشيء يضيع ضيعة، وضياعاً بالفتح.

المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠): ٢/٥٠٠:

ضاع الشيء يضيع ضيعة وضياعاً بالفتح.

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (١٢٠٥): ٢١/٤٣٢:

ضَاعَ الشيءُ ضَبْعَةً وضياعاً: صارَ مُهْمَلًا ومنه ضَاعَتِ الإبلُ وضاعَ العيالُ إذا خَلَوْا من الرِّعَايَةِ والتَّعَهُدِ وأُهْمِلُوا. والضياعُ أيضاً أي بالفتح: العيالُ نفسه ومنه الحديث: "فَمَنْ تَرَكَ ضِيعاً فَلَيْ" أي عيالاً قاله النَّضْرُ وحكاه الهَرَوِيُّ في الغَرِيبِينَ وقال ابنُ الأَثِيرِ: وأصلُه مَصْدَرُ ضَاعَ فَسُيَّ بِالمَصْدَرِ كما تقولُ: من ماتَ وتركَ فَقراً أي فَقْراً أو المُرَادُ منه ضُيْعُهُمْ أي العِيَالُ الضُّيْعُ أي المَهْمَلُونَ من الرِّعَايَةِ والتَّقْصِدِ.

المغرب في ترتيب المعرب: لابي الفتح المطرزي (٦١٠):

ضَاعَ الشيءُ ضَبْعَةً وضياعاً بالفتح..

لسان العرب لابن منظور (٧١١):

زَفَف : কনেকে বরের কাছে পাঠানো

زَفَف শব্দটির এ-ফাতহা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো زَفَفَ । এ-ফাতহা নয়।^{৫৩}

الْبِقْظَةُ : সতর্কতা

الْبِقْظَةُ শব্দটির এ-সাকিন দেওয়া উচিত নয়।

সঠিক হলো الْبِقْظَةُ । এ-ফাতহা । এ-সাকিন নয়।^{৫৪}

ضَاعَ الشَّيْءُ ضَيْعَةً وَضَيَّاعاً بِالْفَتْحِ: هَلَكَ.

প্রায় প্রচলিত সব অভিধানেই ض এ ফাতহা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তবে أَخَذَ الصَّحَاحُ—এ আছে, ض—এ কাসরাও দেওয়া যাবে। এর দ্বারা

প্রতীয়মান হয় যে, ض—এ কাসরা দেওয়ারও লোগাত আছে। তবে আমরা

ফাতহাই দেবো। কাসরা নয়।

৫৩.

المصادر:

القاموس المحيط للفيروزآبادي (৮১৭):

زَفَّ الْعُرُوسُ إِلَى زَوْجِهَا زَفًّا وَزَفَافًا كَكِتَابٍ : هَذَا هَا

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (১২০৫):

زَفَّ الْعُرُوسُ إِلَى زَوْجِهَا يَزِفُّ بِالضَّمِّ زَفًّا بِالْفَتْحِ وَزَفَافًا كَكِتَابٍ وَهُوَ الْوَجْهُ : هَذَا هَا إِلَيْهِ.

مختار الصحاح:

زَفَّ الْعُرُوسُ إِلَى زَوْجِهَا مِنْ بَابِ رَدِّ وَزَفَافًا أَيْضًا بِالْكَسْرِ

আল মু'জামুল ওয়াসীতসহ আধুনিক আরবি-আরবি অভিধানসমূহে زَفَف শব্দটির

এ-কাসরা দিয়ে লেখা হয়েছে।

৫৪. প্রমাণঃ

প্রাচীন আরবী অভিধানগুলোতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে الْبِقْظَةُ এর এ-ফাতহা।

সাকিন নয়।

- তাজুল আরুসে আছে 'আল ইয়াকাযাহ; মুহাররকাহ'
- আল কামুসুল মুহীতে আছে 'ইয়াকাযাহ; মুহাররকাহ'

প্রচলিত আরবি ভুল শব্দ-৬

الزهرة : শুক্রগ্রহ

উল্লিখিত অর্থে الزهرة শব্দটির এ-সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো الزُّهْرَة । এ-ফাতহা । এ-সাকিন নয়।^{৫৫}

- আল মিছবাহুল মুনীরে আছে ‘ইয়াকাযাহ; বিফাতহিল ক্বাফ
- মুখতারুছ ছিহাহতে আছে ‘আল ইয়াকাযাহ; বি ফাতহাতাইন’
- আছ ছিহাহতে আছে ‘আল ইয়াকাযাহ’

আধুনিক আরবি-আরবি অভিধানগুলোতেও ق-এ ফাতহা দেওয়া হয়েছে। সাকিন নয়।

- আল মু'জামুল ওয়াসিতে আছে ‘ইয়াকাযাহ’
- আল মুনজিদ আরবী-আরবীতে আছে ‘ইয়াকাযাহ’
- আল মু'জামুল ওয়াজীযে আছে ‘ইয়াকাযাহ’
- আল মাওরীদে আছে ‘ইয়াকাযাহ’
- আর রায়েদে আছে ‘ইয়াকাযাহ’
- মু'জামুল মুতারাদিফাতিল আসগারে আছে ‘ইয়াকাযাহ’

প্রাচীন ও আধুনিক আরবী অভিধানসমূহে الیقظة এর ق-এ ফাতহা দেওয়ার কথা বলা হলেও বর্তমানের দু' একটি প্রচলিত অভিধানে الیقظة এর ق-এ সাকিন দিয়ে লেখা হয়েছে। যা উচিত হয়নি। তেমন কিছু অভিধান হলো:

মাওলানা শামসুল হক কর্তৃক সংকলিত আল মুরাদিফ আরবি সমার্থ শব্দকোষ, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান কর্তৃক সংকলিত আলমুজামুল ওয়াফী ও আল মুসুল ওয়াজীয, আলাউদ্দীন আযহারী কর্তৃক সংকলিত বাংলা একাডেমী আরবি-বাংলা অভিধান, আলমুনজিদ আরবি-উর্দু। আশ্চর্য, আলমুনজিদ আরবি-আরবিতে আছে ق-এ ফাতহা দিয়ে। কিন্তু আলমুনজিদ আরবি-উর্দুতে ফাতহার পরিবর্তে হয়ে গেলো সাকিন!

المصادر:

القاموس المحيط للفيروزابادي (১১৭):

الزهرة... وبالفتح... نجم ...

أدب الكاتب: لابن قتيبة الدينوري (২৭৬): ص ২৭১:

باب ماجاء محرکا والعامه تسكنه

وطلعت الزُّهْرَة : النجم

اللغة : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু

আযহারী র. এর ভাষ্যমতে শব্দটির $ق-এ$ সাকিন না দেওয়াটাই হলো আরবী ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদদের মত। লায়ছসহ দুয়েকজন বলছেন সাকিন দেওয়ার কথা। সুতরাং আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ্বানের মত অনুসরণ করে $ق-এ$ ফাতহা দিবো। যদিও সাকিন দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়াহ কায়রো থেকে প্রকাশিত, সর্বজনসমাদৃত অভিধান আল মুজামুল ওয়াসীতে জুমহুরের মত গ্রহণ করা হয়েছে।^{৫৬}

📖 مختار الصحاح:

و الزُّهْرَةُ بفتح الهاء نجم

📖 الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهري (٣٩٣):

والزُّهْرَةُ بفتح الهاء: نَجْمٌ.

📖 تصحيح التصحيف و تحرير التحريف: الصفدي (٦٩٦-٧٦٤):

ويقولون للنجم: الزُّهْرَةُ. والصواب: الزُّهْرَةُ.

আধুনিক আরবী আরবী অভিধানগুলোতেও $ق-এ$ ফাতহা দেওয়া হয়েছে। সাকিন নয়।

المصادر:

📖 المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠): ص ٧٦٤-٧٦٥:

قال الأزهرى: اللَّقْطَةُ: بفتح القاف اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه

قال: وهذا قول جميع أهل اللغة و حذاق النحويين. وقال الليث: هي بالسكون. (قال الأزهرى) و لم أسمع له غيره.

واقتصر ابن فارس و الفارابي و جماعة على الفتح، ومنهم من يعدّ السكون من لحن العوام، ووجه ذلك: أن الأصل لُقْطَةٌ فنقلت عليهم؛ لكثرة ما يلتقطون في النهب و الغارات و غير ذلك فتلعبت بها ألسنتهم اهتماماً بالتخفيف فحذفوا الهاء مرة و قالوا: لُقْطٌ و الألف أخرى و قالوا: لُقْطَةٌ فلو أسكن اجتمع على الكلمة إعلان وهو مفقود في فصيح الكلام.

📖 لسان العرب لابن منظور (٧١١): ٣٩٢/٧:

الصدقة : সদকা

উল্লিখিত অর্থে الصدقة শব্দটির এ-সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো الصدقة এ-ফাতহা। এ-সাকিন নয়।^{৫৭}

الطبقة : স্তর, শ্রেণি, জামায়াত

উল্লিখিত অর্থে الطبقة শব্দটির এ-সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো الطبقة এ-ফাতহা। এ-সাকিন নয়।

قال الليث: واللُّقْطَةُ بتسكين القاف اسم الشيء الذي تجده مُلقًى فتأخذه وكذلك المنبوذ من الصبيان لُقْطَةً وَأَمَّا اللُّقْطَةُ بفتح القاف فهو الرجل اللَّقَاطُ يتبع اللُّقْطَاتِ يَلْتَقِطُهَا قال ابن بري: وهذا هو الصواب.

قال الأزهري: وكلام العرب الفصحاء غير ما قال الليث في اللقطة واللقطة وروى أبو عبيد عن الأصمعي والأحمر، قالا: هي اللقطة والقصعة والنقعة مثقلات كلها قال: وهذا قول خذاق النحويين لم أسمع لقطة لغير الليث

📖 أدب الكاتب: لابن قتيبة الدينوري (٢٧٦): ص ٢٩١:

باب ماجاء محركا والعامه تسكنه

وهي اللقطة: لما يُلْتَقَطُ

٥٩ - المصادر:

পবিত্র কোরআনে আছে—

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

এর এ-সাকিন দিলে অর্থ পাল্টে যাবে। ইবনে আব্বাদ কর্তৃক সংকলিত আল মুহিত ফিল লুগাহয় আছে—

الصِدْقُ: خِلَافُ الْكَذِبِ، صَدَقْتُ الْقَوْمَ: قُلْتُ لَهُمْ صِدْقًا. وكذلك من الوعيد. وَرَجُلٌ صِدْقٌ - مُضَافٌ - وَامْرَأَةٌ صِدْقِي. فَإِذَا جَعَلْتَهُ نَعْنًا قُلْتُ: رَجُلٌ صِدْقٌ، وَهِيَ صَدَقَةٌ، وَقَوْمٌ صَدَقُونَ.

তাহলে দেখা গেলো এ-সাকিন দিলে الصدقة শব্দটি গুণবাচক শব্দে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

العظمة : মর্যাদা

উল্লিখিত অর্থে العظمة শব্দটির এ-সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো العَظْمَة । এ-ফাতহা । এ-সাকিন নয়।^{৫৮}

الشبكة : জাল

الشبكة শব্দটির এ-সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো الشَّبَكَة । এ-ফাতহা । এ-সাকিন নয়।^{৫৯}

الحبشة : আবিসিনিয়া (দেশ)

الحبشة শব্দটির এ-সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো الحَبَشَة । এ-ফাতহা । এ-সাকিন নয়।^{৬০}

৫৮. مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي (٦٦٠): ٤٦٧/١:

العَظْمَةُ بفتح العين: الكبرياء والعَظْمُ واحد العِظام

المصادر:

القاموس المحيط للفيروزآبادي (٨١٧):

والشَّبَكَةُ مُحَرَّكَةٌ: شَرَكَةُ الصَّيَّادِ ج: شَبَكٌ وشِبَاكٌ

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (١٢٠٥):

والشَّبَكَةُ مُحَرَّكَةٌ: شَرَكَةُ الصَّيَّادِ التي يَصِيدُ بها

المنجد في اللغة: للويس معلوف: (١٩٤٦): ص ٣٥٧.

المعجم الوسيط: ص ٤٧١.

المصادر:

مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي (٦٦٠).

الحَبَشُ والحَبَشَةُ بفتح الحاء فيهما جنس من السودان والجمع حُبَشَانٌ

تهذيب اللغة: للأزهري (٣٩٥):

الحبشة على بناء سَفَرَةٍ.

المصادر:

البركة

البركة শব্দটির এ-সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো البركة এ-ফাতহা। এ-সাকিন নয়।

الحركة

الحركة শব্দটির এ-সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো الحركة এ-ফাতহা। এ-সাকিন নয়।

الحقبة : দীর্ঘ কাল

الحقبة শব্দটির এ-যম্মা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো الحقبة এ-কাসরা। এ-যম্মা নয়।^{৬২}

درة : বেত, লাঠি

উল্লিখিত অর্থে درة শব্দটির এ-যম্মা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো درة এ-কাসরা। এ-যম্মা নয়।^{৬৩}

৬২. المصادر:

📖 مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي (٦٦٠): ص ٦١.

الحُقْبُ بالضم وسكون القاف ثمانون سنة وقيل أكثر من ذلك وجمعه حِقَابٌ مثل قُف

وقفاف

والحِقْبَةُ بالكسر وسكون القاف واحدة الحِقْب وهي السنون والحُقْبُ بضمّتين الدهر وجمعه أخقَابٌ.

📖 المحكم والمحيط الأعظم: ٢١/٣:

والحِقْبَةُ: السنة، والجمع حِقْبٌ وحُقُوبٌ كحلبة وحلى.

📖 تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (١٢٠٥): ٣٠١/٢:

والحقبة، بالكسر، من الدهر: مدة لا وقت لها، والسنة، ج حقب كعنب. والحقبة بالضم:

سكون الريح، يمانية، يقال: أصابتنا حقبة في يومنا.

📖 في المعجم الوسيط:

الدُّرَّة: اللؤلؤة العظيمة الكبيرة (ج) دُرَر

رفعة

رفعة শব্দটির র-এ ফাতহা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো رَفْعَة। র-এ কাসরা। র-এ ফাতহা নয়।

دجلة: দজলা নদী

শব্দটিকে আরবিভাষায় দাজলাহ বলবো না দিজলাহ বলবো; এক্ষেত্রে লিসানুল আরাবের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষণীয়-

حكى اللحياني في دجلة دجلة بالفتح، غيره دجلة.

তা হলে দেখা গেলো, কেবল লিহইয়ানি রহ. বলছেন দ-এ ফাতহা দেওয়ারও লুগাত আছে। তিনি ছাড়া বাকি সবাই দ-এ কাসরা দেওয়ার কথা বলছেন। তাই আমরা কাসরা দিবো।

ইবনে হিশাম আল লাখমি দ-এ ফাতহা দেওয়াকে ভুল বলেছেন।

خيمة : খিমা

خيمة শব্দটির খ-এ কাসরা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো خَيْمَة। খ-এ ফতহা। খ-এ কসরা নয়।

قلعة : কিল্লা

قلعة শব্দটির ق-এ কাসরা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো قَلْعَة। ق-এ ফাতহা। ق-এ কাসরা নয়।

حيوان : প্রাণী

حيوان শব্দটির হি-এ সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো حَيَوَان। হি-এ ফাতহা। হি-এ সাকিন নয়।

فيضان : প্রবাহিত হওয়া, প্রবাহ

শব্দটির যি-এ সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো فَيْضَان যি-এ ফাতহা। যি-এ সাকিন নয়^{৬৪}।

طيران : ওড়া

শব্দটির যি-এ সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো طَيْرَان যি-এ ফাতহা। যি-এ সাকিন নয়^{৬৫}।

سيلان : প্রবাহিত হওয়া, প্রবাহ

শব্দটির যি-এ সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো سَيْلَان যি-এ ফাতহা। যি-এ সাকিন নয়^{৬৬}।

جريان : প্রবাহিত হওয়া, প্রবাহ

শব্দটির র-এ সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো — جَرَيَان র-এ ফাতহা। র-এ সাকিন নয়।

دوران : ঘুরা

শব্দটির ও-এ সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো دَوْرَان ও-এ ফাতহা। ও-এ সাকিন নয়।

৬৪. তাজুল আরকস:

فَاضَ الْمَاءُ وَالْدَّمْعُ وَغَيْرُهُمَا يَفِيضُ فَيْضًا وَفُيُوضُ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ وَفُيُوضُ وَفَيْضُوضَةً
وَفَيْضَانًا بِالتَّخْرِكِ أَي كَثُرَ حَتَّى سَالَ كَالْوَادِي

📖 আল মু'জামুল ওয়াসীত-৭০৮

📖 আল মুনজিদ-৬০২

৬৫. প্রমাণ—

* আল মিছবাহুর মুনীর-২২৮

* আল মু'জামুল ওয়াসীত-৫৭৩

* ৬৬ আল মু'জামুল ওয়াসীত-৪৬৮

* মখতারুহু ছিহাহ-১৮৫

سرطان : ক্যান্সার

سرطان শব্দটির এ-সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো سَرَطَان এ-ফাতহা। এ-সাকিন নয়।^{৬৭}

نظر : দৃষ্টি

نظر শব্দের সঠিক যবৃত হলো نَظَرَ এ-ফাতহা। এ-সাকিন নয়। তবে শব্দটি যখন ইসম নয়, বরং মাসদার হিসেবে ব্যবহৃত হবে তখন এ-সাকিন দেওয়ার গুঞ্জায়েশ আছে।^{৬৮}

فرح : খুশি, আনন্দ

فرح শব্দটির এ-সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো فَرَح এ-ফাতহা। এ-সাকিন নয়।

৬৭ المصادر: المُنْزَهْر فِي عِلْمِ اللُّغَةِ وَأَنْوَاعِهَا: لِلْسَيُوطِيِّ: وَقَالَ (ابْنُ مَالِكٍ) أَيْضاً: الَّذِي جَاءَ عَلَى فَعْلَانٍ بَفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَانِيهِ وَلَيْسَ بِمَصْدَرٍ أَلْفَاظٌ مَحْصُورَةٌ ثُمَّ نَظَّمَهَا فَقَالَ: ... رَمَضَانَ سَرَطَانَ ...

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (١٢٠٥): سَرَطَانٌ مُخَرَّجَةٌ الْمَعْجَمُ الْوَسِيطُ: ص ٤٢٧. ٦٨ المصادر:

مختار الصحاح:

النَّظَرُ وَ النُّظْرَانُ بَفَتْحَتَيْنِ تَأْمَلُ الشَّيْءَ بِالْعَيْنِ

القاموس المحيط للفيروزآبادي (٧٩٩):

وَالنَّظَرُ مَحْرُكَةٌ: الْفِكْرُ فِي الشَّيْءِ تُقَدِّرُهُ وَتَقْيِسُهُ

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (١٢٠٥):

وَفِي الْمَحْكَمِ: نَظَرَهُ يَنْظُرُهُ نَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرًا مَحْرُكَةً

قال الليث: وَيَجُوزُ تَخْفِيفُ الْمَصْدَرِ تَحْمِلُهُ عَلَى لَفْظِ الْعَامَّةِ مِنَ الْمَصَادِرِ وَمَنْظَرًا كَمَقْعَدٍ وَمَنْظَرَانًا بِالتَّحْرِيكِ وَمَنْظَرَةً بِفَتْحِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَتَنْظَرًا بِالْفَتْحِ.

ব্যথা : وجع

শব্দটির জ-এ সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো وَجَعَ। জ-এ সাকিন নয়, ফাতহা।

তৃষ্ণা : عطش

শব্দটির ط-এ সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো عَطَشَ। ط-এ সাকিন নয়, ফাতহা।

ফোঁড়া : ورم

শব্দটির র-এ সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো وَرَمَ। র-এ সাকিন নয়, ফাতহা।

ঝোঁক, আসক্তি : ولع

শব্দটির ল-এ সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো وَلَعَ। ল-এ সাকিন নয়, ফাতহা।

শপথ : قسم

শব্দটির স-এ সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো قَسَمَ। স-এ সাকিন নয়, ফাতহা।

আভিজাত : شرف

শব্দটির র-এ সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো شَرَفَ। র-এ সাকিন নয়, ফাতহা।

খবর, সংবাদ : خبر

শব্দটির ব-এ সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো خَبَرَ। ব-এ সাকিন নয়, ফাতহা।

পরিবর্তে : بدلا عن...

শব্দটির بدل এ-সাকিন দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো بدل। এ-সাকিন নয়, ফাতহা।

লক্ষ্য, উদ্দেশ্য : غرض

শব্দটির غرض এ-সাকিন দেওয়া ভুল। সঠিক হলো غرض। এ-সাকিন নয়, ফাতহা। সাকিন দিলে অর্থ আমূল পাণ্টে যাবে।^{৬৯}

ইচ্ছাকৃতভাবে : عمدًا

শব্দটির عمدًا এ-সাকিন দেওয়াই ভালো। অধিকাংশ ভাষাবিদ এ-সাকিন দিয়েছেন। আল মুজামুল ওয়াসিতসহ আধুনিক নির্ভরযোগ্য অভিধানসমূহে শুধু সাকিন গ্রহণ করা হয়েছে। তাই আমরা ফাতহা না দিয়ে সাকিন দিবো। যদিও মুরতাযা যাবিদি রহ. বলেছেন, ফাতহা দেওয়ার অবকাশ আছে।^{৭০}

খেজুর : تمر

শব্দটির تمر এ-ফাতহা দেওয়া ভুল

সঠিক হলো تمر। এ-ফাতহা নয়, সাকিন।^{৭১}

৬৯. المصادر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (১১৭): الغرضُ مُحَرَّكَةٌ: هَدَفَ يُرْمَى فِيهِ ج: أغراضٌ. تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (১২০৫): الغرضُ مُحَرَّكَةٌ: هَدَفَ يُرْمَى فِيهِ

৭০. تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (১২০৫): عَمَدٌ لِلشَّيْءِ وَعَمَدٌ إِلَيْهِ وَعَمَدُهُ مِنْ حَدِّ ضَرْبٍ... عَمَدًا بِالْفَتْحِ (يعني: بفتح العين) وَعَمَدًا مُحَرَّكَةً.

৭১. প্রমাণ—

• মুখতারুছ ছিহাহ- ৫৫

تمرّة : খেজুর

تمرّة শব্দটির ম-এ ফাতহা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো تَمْرَة। ম-এ সাকিন। ম-এ ফাতহা নয়। কিন্তু বহুবচনের ক্ষেত্রে ফাতহা দিতে হবে।^{৭২}

رمل : ধুলা

رمل শব্দটির ম-এ ফাতহা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো رَمْل। ম-এ সাকিন। ম-এ ফাতহা নয়।

ظرف

ظرف শব্দটির র-এ ফাতহা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো ظَرْف। র-এ সাকিন। র-এ ফাতহা নয়।

طباعة : ছাপানো, প্রকাশ করা

طباعة শব্দটির ط-এ ফাতহা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো طِبَاعَة। ط-এ কাসরা। ط-এ ফাতহা নয়।

وراء : মিরান্ন লাভ করা

وراء শব্দটির ও-এ ফাতহা দেওয়া ভুল।

-
- লিসানুল আরব, ২/৫০
 - আল মুজামুল ওয়াসীত-৮৮
 - আল মুনজিদ-৬৪

৭২. প্রমাণ—

- মুখতারু'ছ হিহাহ- ৫৫
- লিসানুল আরব, ২/৫০
- আল মুজামুল ওয়াসীত-৮৮
- আল মুনজিদ-৬৪

সঠিক হলো وَرَائَهُ | এ কাসরা | এ ফাতহা নয়।

শিল্পকর্ম : صِنَاعَة

শব্দটির এ ফাতহা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো صِنَاعَة | এ কাসরা | এ ফাতহা নয়।

পাগড়ি : عِمَامَة

শব্দটির এ ফাতহা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো عِمَامَة | এ কাসরা | এ ফাতহা নয়।^{৭৩}

সাংবাদিকতা : صَحَافَة

শব্দটির এ ফাতহা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো صَحَافَة | এ কাসরা | এ ফাতহা নয়।^{৭৪}

খাযানা : خَزَانَة

শব্দটির এ ফাতহা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো خَزَانَة | এ কাসরা | এ ফাতহা নয়।^{৭৫}

৭৩. আল কামুসুল মুহিত-এ আছে-

الْعِمَامَةُ بالكسر : الْمِغْفَرُ وَالْبَيْضَةُ وَمَا يُلْفُ عَلَى الرَّأْسِ ج : عِمَائِمٌ وَعِمَامٌ

৭৪. আল মু'জামুল ওয়াসিতে আছে-

الصَّحَافَةُ: مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة. و النسبة إليها صحافي.

الصُّحُفِيُّ: من يزاول حرفة الصحافة

৭৫ আল মিহবালুল মুনির-এ আছে- خَزَانَةُ بالكسر مثل المخزن والجمع الخَزَائِنُ

তাছহিহত তাছহিফ ওয়া তাহরিরকৃত তাহরিফে আছে-

ويقولون: الخزانة فيفتحون. والصواب: الخزانة، وهو المكان الذي يخزن فيه المتاع.

والخزانة أيضاً: عمل الخازن، كالولاية والإمارة.

معركة : রণাঙ্গন

معركة শব্দটির এ-কাসরা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো مَعْرَكَة । এ ফাতহা । এ-কাসরা নয়।^{৭৬}

مظنة : ধারণাস্থল

مظنة শব্দটি বেশ প্রচলিত। কিন্তু যবতের বিচারে অবহেলিত।

অনেক লেখক ও অভিধানপ্রণেতাকে ظ-এ ফাতহা দিতে দেখা যায়। যা ভুল না হলেও উত্তম নয়। প্রাচীন ও আধুনিক অভিধানসমূহে ظ-এ কাসরার যবত গ্রহণ করা হয়েছে। তাই আমরা ظ-এ কাসরা দেবো।^{৭৭}

منكب : কাঁধ

منكب শব্দটির এ-ফাতহা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো مَنَكِب । এ কাসরা । এ ফতহা নয়।^{৭৮}

৭৬. আল মু'জামুল ওয়াসীত-৫৯৭। আর-রায়েদ-৯১৪

৭৭. লিসানুল আরবে আছে- مَظْنَةُ الشَّيْءِ

- তাজুল আরুসে আছে- مَظْنَةُ الشَّيْءِ: بكسر الظاء
- আল ক্বামূসুল মুহীতে আছে- مَظْنَةُ الشَّيْءِ: بكسر الظاء
- আল মিছবাহুল মুনীরে আছে- مَظْنَةُ الشَّيْءِ: بكسر الظاء
- আছ ছিহাহতে আছে- مَظْنَةُ
- আল মুনজিদ আরব-আরবিতে আছে- مَظْنَةُ
- আল মুজামুল ওয়াসীতে আছে- مَظْنَةُ

আমরা দেখলাম যে, প্রাচীন এবং আধুনিক অভিধানসমূহে مَظْنَةُ-এ কাসরা দিয়ে লেখা হয়েছে। সুতরাং আমরা ظ-এ কাসরা দিয়ে مَظْنَةُ বলবো। শরহে আকিল এর মুসান্নিফ কায়দার আশ্রয় নিয়ে مَظْنَةُ-এ ফাতহা দিয়েছেন। কিন্তু ভাষার স্বীকৃত রূপের সামনে কিয়াস চলে না-একটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।

টিকা : مرجع

مرجع শব্দটির এ-ফাতহা দেওয়া ঠিক নয়।

সঠিক হলো مَرْجِع | এ-কাসরা | এ-ফতহা নয়।

মুযারের আইন কালিমায় কাসরা হলে ইসম যারফের আইন কালিমায়ও কাসরা হয়। তাই নিয়মমত এখানেও কাসরা হবে। শব্দটির আইন কালিমায় ফাতহা দেওয়ার লোগাত আছে বলে আমাদের জানা নেই।^{৯৬}

রাখার স্থান : موضع

موضع শব্দটির এ-কসরা দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ এটাই সর্বজনস্বীকৃত যবত এবং সর্বাধিক প্রচলিত ও ব্যবহৃত যবত। আধুনিক নির্ভরযোগ্য অভিধানসমূহে এযবতই গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও ফাতহা দেওয়ার গুঞ্জায়েশ আছে।^{৯৭}

পতনস্থল : موقع

موقع শব্দটির এ-কাসরা দেওয়া অবশ্যই সঠিক ও নির্ভুল। ফাতহার কোন লোগাত আছে কি না বলা যাচ্ছে না।^{৯৮}

৯৬ المصادر: تصحيح التصحيف و تحرير التحريف: الصفدي (٦٩٦-٧٦٤): ويقولون: مَنَكِبُ الإنسان وغيره. والصواب: مَنَكِبٌ بالكسر. المختار من صحاح اللغة: ص ٦٨٨. المَنَكِبُ كالمَجْلِس.

৯৭ المصادر: المنجد في اللغة: للويس معلوف: (١٩٤٦): ٢٥٠. المعجم الوسيط: ص ٣٣١.

৯৮ المصادر: الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية: للجوهري (٣٩٣): ٢/٢٨٣: المَوْضِعُ: بفتح الضاد، لغة في المَوْضِعِ. المختار من صحاح اللغة: ص ٧٥٧: المَوْضِعُ: بفتح الضاد لغة في المَوْضِعِ

৯৯ المصادر: أقرب الموارد للشرتوني (١٩١٢): ص ١٤٧٧. المنجد في اللغة: للويس

معلوف: (١٩٤٦): ص ٩١٤. المعجم الوسيط: ١٠٥٠.

উদ্দিষ্ট স্থান : مقصد

শব্দটির مقصد শব্দটির এ-কাসরা দিলে শব্দটি নির্ভুল হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ থাকে না। তদুপরী قصد يقصد যেহেতু বাবে ضرب থেকে ব্যবহৃত, সেহেতু مقصد এর এ-কাসরা হওয়ারই কথা।

ইবনে বালি আল কুসতানতিনি এ-ফাতহা দেওয়াকে ভুল বলেছেন।^{৮২}

ডক্টর (পদবি) : الدكتور

শব্দটির الدكتور এ-ফাতহা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো دكتور এ-যম্মা। এ-ফাতহা নয়।

সংবিধান : الدستور

শব্দটির الدستور এ-ফাতহা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো دستور এ-যম্মা। এ-ফাতহা নয়।^{৮৩}

السمحاء

السمحاء শব্দে একটি সুপরিচিত ইবারত। অনেকেই السمحاء শব্দে ح-এর পর আলিফ এবং হামযা বাড়িয়ে থাকেন। এটা ঠিক নয়।

المصادر: ৮২

أقرب الموارد للشرطوني (১৯১২): ১০০.৩.

المنجد في اللغة: للويس معلوف: (১৯৬৬): ৬৩২.

المعجم الوسيط: ৭৩৮.

وفي خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام: ৫৬.

((و المقصد: بفتح الصاد، والصواب: كسرهما، فإنه من باب ضرب.))

৮৩- تصحيح التصحيف و تحرير التحريف: الصفدي (৬৯৬-৭৬৪):

ويقولون: دستور بفتح الدال. وقياس كلام العرب أن تضم، كما يقال: يهلل وغلزون

وخزطوم وجُمهور، لأنه ما جاء في كلامهم خارجاً عن هذا إلا صَغْفوق اسم قبيلة

باليمن.

এই রূপে আরবিভাষায় কোনো শব্দ নেই। সঠিক শব্দ হচ্ছে السمحاء-এর মোয়ান্নাস। ফিকহ আহলিল ইরাকি ওয়া হাদিসুহ্ম কিতাবে শায়খ কাউছারি র. الحنيفية السمحاء ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু মাকতাবাতু শায়খিল ইসলাম ঢাকা থেকে প্রকাশিত নোসখায় টীকাকার শব্দটি টীকায় লিখতে গিয়ে লিখলেন الحنيفية السمحاء। কেনো এমনটা হলো?^{৮৪}

শাক-সবাজি : خضروات

শাক-সবাজি অর্থে ‘খাদরাওয়াত’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দটির প্রচলিত রূপ হচ্ছে- خضروات। এটা ভুল। এ ভুলটা অনেক অভিধানপ্রণেতাও করেছেন। সঠিক শব্দ হচ্ছে خضراوات-এর পর الف রয়েছে।^{৮৫}

নাজ্জাশী (বাদশা) : النجاشي

আরবিভাষায় শব্দটি নাজ্জাশী নয়। তথা ج-এ তাশদিদ নয়। সঠিক হলো নাজাশী। ج-এ শুধু ফাতহা। ج-এ তাশদিদ নেই।^{৮৬}

^{৮৪}لعن القول: عبد العزيز على الحربي (من المعاصرين): ص ১২৫-১২৬

^{৮৫}المصادر:

المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (৭৭০):

وقولهم: ليس في الخَضْرَواتِ صدقة، هي جمع خضراء مثل حمراء وصفراء وقياسها أن يقال: (الخَضْرُ) كما يقال الحمر والصفراء، لكنه غلب فيها جانب الاسم فجمعت جمع الاسم نحو صحراء وصحراوات وحلكاء وحلكاوات.

^{৮৬}المُعَرَّب في ترتيب المُعَرَّب: لابي الفتح المطرزي (৬১০): ২/২৯০:

النَجَاشِي: ملك الحبشة بتخفيف الياء سماعاً من الثقات وهو اختيار الفارابي وعن صاحب النكلمة بالتشديد وعن الغوري كلتا اللغتين وأما تشديد الجيم فخطأ.

عُكْرَمَة : ইকরামা

عُكْرَمَة শব্দটির এ-ফাতহা দেওয়া ঠিক নয়।

সঠিক হলো عَكْرَمَة এ-কাসরা। এ-ফাতহা নয়।^{৮৭}

بُخْت : বোখতে নাসর

بُخْت শব্দটির উচ্চারণ (বোখতে নহর) করা হয়ে থাকে, যা সঠিক নয়। সঠিক হলো—نَصْرٌ। বুখতু নাস্‌সারা।^{৮৮}

الأسود العنسي : আসওয়াদ আনাসি

العنسي শব্দটির এ-ফাতহা দেওয়া ঠিক নয়।

৮৭ تصحيح التصحيف و تحرير التحريف: الصفدي (৬৭৬):

ويقولون: عِكْرَمَة. والصواب عِكْرَمَة. قلت: الصواب بكسر العين والراء.

المصادر:

القاموس المحيط للفيروزآبادي (৮১৭):

وَبُخْتُ نَصْرٌ بِالتَّشْدِيدِ: أَصْلُهُ بُوْخْتُ وَمَعْنَاهُ: ابْنٌ وَنَصْرٌ كَبَقْمٌ: صَنَمٌ وَكَانَ وَجَدَ عِنْدَ الصُّنَمِ وَلَمْ يُعْرِفْ لَهُ أَبٌ فَتَنَسَّبَ إِلَيْهِ.

যাবিদি রহ. আল কামুসুল মুহিত এর ব্যাখ্যায্যহু তাজুল আরুস ১৪/২২৬ এ ফিরোযাবাদি রহ. এর বক্তব্য সমর্থন করেছেন।

خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام:

ويقولون للشخص الذي خرب بيت المقدس: بخت النصر. وفي القاموس: بخت نصر. أصله بخت ومعناه ابن، ونَصْرٌ كَبَقْمٌ: صنم، وكان وجد عند الصنم ولم يعرف له أب.

أدب الكاتب، لابن قتيبة الدينوري (২৭৬): ص ২৭৭:

(هو بُخْتُ نَصْرٍ) هكذا سمعت قُرة بن خالد يقول وغيره من المسان

আবু মুহাম্মাদ বাতলিয়ুসি (মৃত্যু ৫২১) الكُتَابُ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْكُتَّابِ গ্রন্থে এব্যাপারে ইবনে কুতায়বার উপর কোন কালাম করেননি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তার কাছে ইবনে কুতায়বার কথাটি গ্রহণযোগ্য।

সঠিক হলো ^{৯৯}عَنْسِي | سَاكِين | ن | عَاتِهَا নয়।

البحري : (কবি) বোহতারি

البحري শব্দটির ^{১০০}عَاتِهَا দেওয়া ঠিক নয়।

সঠিক হলো ^{১০০}عَاتِهَا | عَاتِهَا | عَاتِهَا নয়।

غَطْفَان : গাতফান

غَطْفَان শব্দটির ^{১০১}عَاتِهَا দেওয়া ভালো নয়।

সঠিক হলো ^{১০১}عَاتِهَا | عَاتِهَا | عَاتِهَا নয়।

حَاتِم طَي : হাতেম তাই

হাতেম তাই শব্দটির আরবি ^{১০২}حَاتِم طَي নয়। বরং ^{১০২}حَاتِم طَي | عَاتِهَا নয়।

সাকিনযুক্ত ^{১০২}حَاتِم طَي | عَاتِهَا নয়।

৯৯ تصحيح التصحيح و تحرير التحريف: الصفدي (٦٩٦-٧٦٤):

ويقولون: الأسود العنسي. والصواب سكون النون.

٩٠ المصادر:

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، للصبي (٥٠١): ١٠٦.

خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام: لابن بالي القسطنطيني (٩٩٢): ص ٢٣.

(٩٩٢) تصحيح التصحيح و تحرير التحريف: الصفدي (٦٩٦-٧٦٤):

ويقولون: غطفان بسكون الطاء. والصواب تحريكها بالفتح

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطي (٨٤٩-٩١١):

وقال أيضاً: الذي جاء على فعلان بفتح أوله وثانيه وليس بمصدر ألفاظ محصورة ثم نظمها

فقال: ماسوى المصدر مما فعلان سَرَطَان سَرَعَان سَقَوَان شَهَان صَرَفَان

صَقَوَان عَجَان عَنَاب غَطْفَان كَرَوَان نَفْيَان وَرَشَان يَرْقَان.

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (١٢٠٥):

وَعَطْفَان: مُحَرَّكَةٌ

(٩٢) المصادر:

المدخل إلى تقويم اللسان، لابن هشام اللخمي، (٥٩٩): ص ٢٥٨:

مسيلمة الكذاب

مسيلمة শব্দটির এ-ফাতহা দেওয়া ঠিক নয়।

সঠিক হলো مسيلمة এ-কাসরা। এ-ফাতহা নয়।^{৯০}

ذو الفقار : যুলফিকার

ذو الفقار শব্দটির এ-ফাতহা দেওয়াই উত্তম। এ-কাসরা দেওয়াটাকে অনেকে ভুল বলেছেন।^{৯৪}

نمرود : নমরুদ (বাদশা)

নমরুদ শব্দটির এ-ফাতহা দেওয়া ঠিক নয়।

সঠিক হলো نمرود এ-যম্মা। এ-ফাতহা নয়।^{৯৫}

📖 تصحيح التصحيف و تحرير التحريف: الصفدي (٦٨٥-٩٦٨):

ويقولون: حاتم طي. والصواب: حاتم طي بهمزة بعد ياء مشددة.

المصادر: ٩٥

📖 خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام: لابن بابي (٩٩٢):

مسيلمة، بفتح اللام. والصواب كسرهما.

📖 المدخل إلى تقويم اللسان، لابن هشام اللخمي، (٥٧٧):

ويقولون: هو أكذب من (مسيلمة)، بفتح اللام، والصواب: مسيلمة، بكسرهما

📖 تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، للصَّقْلِي (٥٠١): ١٠٧.

ويقولون: هو أكذب من مسيلمة، بفتح اللام، والصواب: مسيلمة، بفتح اللام.

المصادر: ٩٤

📖 تصحيح التصحيف و تحرير التحريف: الصفدي (٦٩٦-٧٦٤):

ويقولون لسيف النبي صلى الله عليه وسلم: ذو الفقار. والصواب الفقار.

قلت: يريد أنهم يكسرون الفاء، والصواب فتحها.

📖 المدخل إلى تقويم اللسان، لابن هشام اللخمي، (٥٧٧): ٢٨٩:

ويقولون لسيف النبي صلى الله عليه وسلم: (ذو الفقار)، والصواب: ذو الفقار، بفتح الفاء

📖 تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، للصَّقْلِي (٥٠١): ١٠٠:

ويقولون لسيف النبي صلى الله عليه وسلم: ذو الفقار، والصواب: ذو الفقار.

দানিয়াল : দানিয়াল (নবী)

শব্দটির এ-সকিন দেওয়া ঠিক নয়।

সঠিক হলো دَانِيَالُ এ-কাসরা । এ-সকিন নয়।^{৯৬}

الْمَنِي وَالْمَذِي وَالْوَدِي

শব্দ তিনটিকে যথাক্রমে الْمَنِي وَالْمَذِي وَالْوَدِي (মনি, মযি, ওয়াদি) পড়ার প্রচলন রয়েছে। আসলে الْمَنِي এর সঠিক যবত হচ্ছে الْمَنِي এ-তাশদীদ। যদিও الْمَنِي তাখফিফের সুযোগ রয়েছে।

আর الْمَذِي শব্দের সঠিক যবত হলো الْمَذِي এ-সকিন। ظَنِّي এর ওয়নে। এটাই শব্দটির সঠিকতম যবত। তাই আমরা এভাবেই পড়বো। যদিও مَنِي-এর ওয়নে مَذِي পড়ার অবকাশ আছে।

তদ্রূপ الْوَدِي শব্দটির যবত الْمَذِي এর মতই। অর্থাৎ الْوَدِي এ-সকিন। ظَنِّي এর ওয়নে। এটাই শব্দটির সঠিকতম যবত। তাই আমরা এভাবেই পড়বো। যদিও مَذِي এর ওয়নে وَدِي পড়ার অবকাশ আছে।^{৯৭}

৯৬ المصادر:

القاموس المحيط للفيروزآبادي (٨١٧): ص ٣٢٣. مُرُورِد: بالضم، من الجبابة.

وأقره الزبيدي في شرحه تاج العروس (١٢٠٥): ٩/٢٤٠.

৯৭ المصادر:

المُعَرَّب في ترتيب المُعَرَّب لِأبي الفتح ناصر الدين المطرزي (٦٥٥):

((دَانِيَالُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بِكَسْرِ النُّونِ.))

৯৮ المصادر: تصحيح التصحيف و تحرير التحريف: الصفدي (٦٩٦-٧٦٤):

ويقولون: الْمَنِي وَالْوَدِي. والصواب مَنِي، بالتحديد على وزن صَبِي، وَمَذِي بِإِسْكَانِ الذَّالِ، عَلَى وَزْنِ ظَنِّي، وَقَدْ يُقَالُ مَذِي عَلَى وَزْنِ مَنِي.

الصَّحاح: تاج اللغة و صحاح العربية: للجوهري (٣٩٣):

وَالْمَنِي: مَاءُ الرَّجْلِ، وَهُوَ مُشَدَّدٌ. وَالْمَذِي وَالْوَدِي مُخَفَّفَانِ.

المُزْهَر في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطي:

العارية

العارية শব্দটির ই-এর মধ্যে তাখফিফ করা ভালো নয়।

সঠিক হলো العارية। তাশদিদ ই-এ তাখফিফ নয়। তবে তাখফীফেরও সুযোগ রয়েছে।^{৯৮}

وقال أبو عبيد في الغرب المصنّف : قال الأموي : المنيّ والمذّي والوديّ: مشدّادات الياء. والصواب عندنا، قول غيره: أن المنيّ وحده بالتشديد والآخران مخففان .

📖 المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠):

قال الأزهرى قال الأموي الودّيّ و المذّيّ و المنيّ مشدّادات و غيره يخفف وقال أبو عبيد: المنيّ شدد والآخران مخففان وهذا أشهر

📖 أدب الكاتب: لابن قبة الدينوري (٢٧٢):

والاسم المنيّ: مشدد، والمذّي ، والودّي: مخففان.

📖 إصلاح غلط المحدثين، للخطابي (٣٨٨):

يقولون: المذي: مكسورة الذال مثقلة الياء، إنما هو المذي ساكنة الذال المعجمة ومن رواه بكسر الذال مثقل الياء فهو خطأ.

والودي: ساكنة الدال غير معجمة.

وأما المني: ثقیلة الياء.

وهذا قول أبي عبيد وأكثر أهل اللغة، وهو اختيار ابن الأنباري، وقد حكى عن بعضهم الودي والمذي مشددين.

📖 المصادر:

📖 تصحيح التصحيف و تحرير التحريف: الصفدي (٦٩٦-٧٦٤):

ويقولون: كتاب العارية. والصواب العارية، بتشديد الياء وقد جاء مخفّفاً، إلا أن التشديد أكثر

📖 تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (١٢٠٥):

وفي الصحاح: العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عارٌ وعيبٌ

قال الأزهرى: وأما العارية فإنها منسوبة إلى العارة وهو اسمٌ من الإعارة تقول: أعارته الشيء أعيره إعارةً وعارةً كما قالوا: أطعته إطاعةً وطاعةً وأجبتّه إجابةً وجابةً .

📖 مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي (٦٦٠)،

ربيع الآخر নাকি ربيع الثاني

বলা (রবিউল আখির) ربيع الآخر (রবিউস সানি) ربيع الثاني বাঞ্চনীয়। রবিউল আউয়াল এবং রবিউস সানি এমাসদ্বয়ের শুরুতে شهر (শাহর) শব্দটি যোগ করতে হয়।^{১১}

والعائنة: بالتشديد، كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب.

📖 أدب الكاتب: لابن قتيبة الدينوري (٢٧٦):

العائنة: بالتشديد

المصادر: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: لأحمد بن علي الفلقشندي:

قال النحاس: وإنما قالوا: ربيع الآخر وجمادى الآخرة ولم يقولوا: ربيع الثاني، وجمادى الثانية كما قالوا: السنة الأولى، والسنة الثانية: لأنه إنما يقال: الثاني والثانية لما له ثالث وثالثة ولما لم يكن لهذين ثالث ولا ثالثة قيل فيهما: الآخر والآخرة كما قيل الدنيا والآخرة على أن أكثر استعمال أهل الغرب على ربيع الثاني وجمادى الثانية.

📖 الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهري (٣٩٣):

والربيع عند العرب ربيعان: ربيع الشهور وربع الأزمنة. فربيع الشهور شهران بعد صفر: ولا يقال فيه: إلا شهر ربيع الأول، وشهر ربيع الآخر. وأما ربيع الأزمنة، فربيعان: الربيع الأول، وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والنور، وهو ربيع الكلا، والربيع الثاني وهو الفصل الذي تُدرِك فيه الثمار. وفي الناس من يُسميه الربيع الأول

📖 القاموس المحيط للفيروزآبادي (٨١٧):

والربيع: ربيعان: ربيع الشهور وربع الأزمنة فربيع الشهور: شهران بعد صفر ولا يقال إلا: شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر.

📖 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، للفيومي:

و الربيع: عند العرب ربيعان: ربيع شهور، و ربيع زمان، فربيع الشهور: اثنان، قالوا: لا يقال فيهما: إلا شهر ربيع الأول، وشهر ربيع الآخر، بزيادة شهر. قال بعضهم: إنما التزمت العرب لفظ شهر قبل ربيع؛ لأن لفظ ربيع مشترك بين الشهر والفصل، فالتزموا لفظ شهر في الشهر وحذفوه في الفصل للفصل وقال الأزهرى أيضا والعرب تذكر الشهور كلها مجردة من لفظ شهر إلا شهري ربيع و رمضان

📖 معجم متن اللغة: لأحمد رضا:

جمادى الأولى নাকি جمادى الأول

(জুমাদাল উলা) جمادى الأولى না বলে জুমাদাল আউয়াল) جمادى الأول বলতে হবে । কারণ جمادى শব্দটি মোয়ান্নাস^{১০০}

جمادى الآخرة নাকি جمادى الثانية/ الأخرى

جمادى الآخرة না বলে جمادى الثانية বা جمادى الأخرى^{১০১}

الربيع من الشهور: اثنان: ربيع الأول، ثم ربيع الآخر ولا تقل: ((الثاني)) وهما في السنة القمرية ما بين صفر وجمادى الأولى.

المصادر: ١٥٠٠

المخصص في اللغة، لابن سيده (٨٤٧):

وأما أسماء الشهور فإنها مذكورة لإجماعين فإن سمعت في شعرٍ تذكير جُمَادَى فإنما يذهب به إلى معنى الشهر كما قالوا هذه ألفُ درهم فقالوا: هذه على معنى الدراهم ثم قالوا ألف درهم

المذكر والمؤنث، لابن التستري الكاتب:

جُمَادَى: من بين سائر الشهور مؤنثة، فإن ذكرت في شعر فإنما يقصد بها الشهر. وقال في موضع آخر: الشُّهُور: كلها مذكورة خلا جمادى فإنها مؤنثة.

المصباح المنير للفيومي:

(جُمَادَى) من الشهور مؤنثة قال ابن الأنباري وأسماء الشهور كلها مذكورة إلا جماديين فهما مؤنثتان

ثم قال: فإن جاء تذكير جمادى في شعر فهو ذهاب إلى معنى الشهر كما قالوا: هذه ألف درهم على معنى هذه الدراهم

وقال الزجاج: جُمَادَى: مؤنثة والتأنيث للاسم فإن ذكرت في شعر فإنما يقصد بها الشهر وهي غير مصروفة للتأنيث والعلمية والجمع على لفظها جُمَادِيَّاتٌ

المصادر: ١٥٠١

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، لأحمد بن علي القلقشندي:

قال النحاس: وإنما قالوا: ربيع الآخر وجمادى الآخرة ولم يقولوا: ربيع الثاني، وجمادى الثانية كما قالوا: السنة الأولى، والسنة الثانية؛ لأنه إنما يقال: الثاني والثانية لما له

এসব আরবি শব্দ নয়

تلمذ : শিষ্যত্ব

শিষ্যত্ব গ্রহণ করা অর্থে তালাম্মুয শব্দটির বহুল ব্যবহার রয়েছে। অনেক অনারব লেখক শব্দটি আরবি মনে করে থাকেন। এমনকি যারা সাহিত্যিক ভাষাবিদ হিসেবে পরিচিত তারাও। মাওলানা শহিদুল্লাহ ফজলুল বারি রহ. 'আলইনশাউল ওয়াযিফি' কিতাবে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমি হযরতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, শব্দটি আরবিভাষায় ব্যবহার করা ঠিক কি না? তিনি বললেন, 'সমস্যা নেই। চলতে পারে।' কিন্তু কীভাবে চলতে পারে তা বলেননি। মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ সাহেব যিদা মাজদুহ 'আল মানার বাংলা-আরবি' অভিধানে শিষ্যত্ব-এর আরবি করেছেন আততালাম্মুয। শিষ্যত্ব গ্রহণ করার আরবি করেছেন তালাম্মাযাহ্। ইখতারাতালাম্মুযাহ্। মাওলানা অছিউর রহমান সাহেব যিদা মাজদুহ 'আলকামুসুল আযিয' বাংলা-আরবি অভিধানে শিষ্যত্ব গ্রহণ করার আরবি করার ক্ষেত্রে হুবহু আলমানারের অনুসরণ করেছেন। এমনিভাবে অনেকেই আততালাম্মুয শব্দটিকে আরবিভাষায় ব্যবহার করেছেন।

আসলে শব্দটি বাবে تفعل থেকে নয়। তাই تعلم এর ওজনে تلمذ (তালাম্মুয) বলা ঠিক নয়। কারণ শব্দটির ت যায়েদা বা অতিরিক্ত নয়।

ثالث وثالثة ولما لم يكن لهذين ثالث ولا نالته قيل فيهما الآخر والآخر كما قيل الدنيا والآخرة على أن أكثر استعمال أهل الغرب على ربيع الثاني وجمادى الثانية.

المخصص في اللغة، لابن سيده (٤٥٨):

وأما أسماء الشهور فإنها مذكرة إجماعاً فإن سمعت في شعرٍ تذكير جُمادَى فإنما يذهب به إلى معنى الشهر كما قالوا هذه ألف درهم فقالوا : هذه على معنى الدراهم ثم قالوا ألف درهم

المذكر والمؤنث، لابن التستري الكاتب:

جُمادَى: من بين سائر الشهور مؤنثة، فإن ذكرت في شعر فإنما يقصد بها الشهر. وقال في موضع آخر: الشُّهُور: كلها مذكرة خلا جمادى فإنها مؤنثة.

বরং ت টি লফযের আসলি হরফ। তাই دحرجة এবং بعثرة এর ওজনে
تلمذ বলতে হবে। تعلم এর ওজনে নয়।^{১০২}

التنقيد : সমালোচনা করা

শব্দটি বেশ প্রচলিত। সমালোচনা করা অর্থে শব্দটি অনেকে ব্যবহার
করে থাকেন। কিতাবের নামেও التنقيد শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়
অনেককে। আসলে تنقيد নামে আরবিভাষায় কোনো শব্দ নেই। আছে
النقد এবং الانتقاد। সুতরাং যা সঠিক ও প্রমাণিত, আমরা কেবল তাই
ব্যবহার করবো। تحقيق এর সাথে সাজা মিলানোর লোভে تنقيد ব্যবহার
করা সচেতন ব্যক্তির কাজ হতে পারে না।^{১০৩}

১০২. আব্দুল কাদির বিন উমর আল বাগদাদি তার رسالة التلميذ পুস্তিকায় লেখেন
“লোকজন যে এ-ম তাশদিদ দিয়ে তালাম্মুয বলে, তা ভুল। তার ভাষ্য নিম্নরূপ-
ويؤخذ منه أن تاء (أي تاء تلميذ) أصلية، ووزن تلميذ فعليل، وأن له فعلا منصرفا هو
تلمذه كدحرجه، بمعنى خدمه، يتلمذه كيدحرجه، تلمذه وتلمذا، كدحرجة
ودحراجا، فهو متلمذ كمدحرج بمعنى خادم، وذاك متلمذ أي جعل خادما.
وإطلاق التلميذ على المتعلم صنعة أو قراءة، لأنه في الغالب يخدم أستاذه.
وقول الناس: "تلمذ له" و "تلمذ منه" بتشديد الميم، خطأ، لأنهم توهموا أن التاء زائدة،
وليس كذلك،
وصوابه "تلمظ له" و "تلمظ منه" بالظاء المعجمة. ولمظه أي أطعمه وأذاقه. والتلمظ:
تتبع اللسان بقية الطعام في الفم. وقد يكنى به عن الأكل، استعير للتعليم شيئا
فشيئا.

ড. তকিউদ্দিন নদবি আব্দুল হাই লাখনাবির ‘যাফারুল আমানি’ তাহকিক করে
ছেপেছিলেন। তার তাহকিকে যেসকল ভুল ছিলো, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু
গুদাহ র. তার তাহকিককৃত নোসখায় একটি পরিশিষ্ট লিখে সেসব চিহ্নিত করে
দিয়েছেন। ড. তকিউদ্দিন নদবি শব্দটির এ-ম তাশদিদ দিয়ে তালাম্মুয
লিখেছিলেন। শায়খ তা ভুল বলেছেন।

১০৩. শায়খ তিহরানি ‘আয-যারিআহ’ গ্রন্থে এমন কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করেন,
যেসবের নামের মধ্যে التنقيد শব্দটি বিদ্যমান। যেমন,

বিবিধ

السَّبْعُ الطُّوْلُ

কোরআন মাজিদে দীর্ঘ সাতটি সূরা আছে। তা বুঝাতে আমরা السَّبْعُ الطُّوْلُ বাক্যটি ব্যবহার করে থাকি। আমরা السَّبْعُ الطُّوْلُ বাক্যটির الطُّوْل শব্দের ط-এ কাসরা দিয়ে থাকি। আসলে ط-এ কাসরা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো السَّبْعُ الطُّوْلُ। الطُّوْل শব্দের ط-এ যম্মা। কাসরা নয়।^{১০৮}

التنقيذ في أحكام التقليذ للحاج ميرزا أبي طالب بن أبي القاسم بن السيد كاظم الموسوي الزنجاني

التنقيذ في اثبات الاجتهاد والتقليذ من القرآن المجيد، للسيد علي بن الحاج السيد أبي القاسم الرضوي اللاهوري

টীকাকার টীকায় লিখেন-

لا يخفى أن مادة (التنقيذ) لم يرد في اللغة والصحيح (النقد) و (الانتقاد) غير أنه قد جاءت جملة من المؤلفات بهذا العنوان فلم نغيرها للمحافظة على صورتها
ছাফওয়াতুল মাছাদিরের তাহকিক-তালিকের সময় আমি টীকায় লিখেছিলাম, এটি উর্দু শব্দ। আরবিভাষায় التنقيذ নামে কোনো শব্দ নেই। আছে النقد এবং الانتقاد। শহিদুল্লাহ ফজলুল বারি রহ.-কে দেখালে হজুর খুব খুশী হন। হজুর টীকায় লিখে দেন-أحسننت-

১০৮ المصادر:

تصحیح التصحيف و تحرير التحريف: الصفدي (٦٩٦-٧٦٤):

ويقولون: السَّبْعُ الطُّوْلُ بكسر الطاء، فيلحنون فيه، لأن الطُّوْل هو الحَبْل، ووجه الكلام أن يقال: السبع الطُّوْل لأنه جمع الطُّوْلَى، وكل ما كان على وزن فُعْلَى مؤنث أفْعَلْ جمع على فُعْل كما جاء في القرآن: (إنها لإخدى الكُبْرَى)، وهي جمع كُبْرَى.

لسان العرب لابن منظور (٧١١):

والسَّبْعُ الطُّوْلُ من سُوْر القرآن: سَبْعُ سُوْر، وهي سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. فهذه ست سور متواليات، واختلفوا في السابعة، فمهم من قال: السابعة الأنفال وبراءة وعدهما سورة واحدة ومهم من جعل السابعة سورة يونس. والطُّوْل جمع طُول يقال هي السُّوْرَةُ الطُّوْلَى وَهُنَّ الطُّوْلُ قال ابن بري: ومنه: قرأت السَّبْعَ الطُّوْلَ.

কমরী ৪ নাশপাতি ফল

কমরী শব্দটির এ-ফাতহা দেওয়া ভুল।

সঠিক হলো কমরী। এ-ফাতহা নয়।^{১০৫}

حَنْثَ

কসম ভঙ্গ করা অর্থে حَنْثَ শব্দের এ-ফাতহা দেওয়ার একটা প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এটা ঠিক নয়। حَنْثَ শব্দটি বাবে سَمِعَ থেকে। তাই حَنْثَ হবে।^{১০৬}

القبول

القبول শব্দটির এ-ফাতহা দেওয়াটাই সর্বাধিক শুদ্ধ ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ যবত। তাই আমরা القبول শব্দটির এ-ফাতহা দিবো। যম্মা দিবো না। যদিও যম্মা দেওয়ার অবকাশ আছে।^{১০৭}

المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠): ص ٥٢١:

وهذا أطول من ذاك للمذكرو في المؤنثة طول من ذاك وجمع المؤنثة الطول مثل فضلى و فضل وكبرى وكبرى وقرأت السبع الطول

١٠٥ المصادر:

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطي: ١/١٩٣: وفُعْلَى كُمَرَى

المنجد في اللغة: للويس معلوف: (١٩٤٦): ص ٦٩٧.

المعجم الوسيط: ص ٧٩٧.

١٠٦ المصادر:

تصحیح التصحیف و تحریر التحریف: الصفدي (٦٩٦-٧٦٤):

ويقولون: إذا حَنْثَ في يمينه. والصواب حِنْثَ بكسر النون.

القاموس المحيط للفيروزآبادي (٨١٧): وقد حِنْثَ كَعَلِمَ

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (١٢٠٥): وقد حِنْثَ "الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ" كَعَلِمَ

١٠٧ المصادر:

في القرآن الكريم: فتقبلها ربه بقبول حسن

দাবা : الشَطْرَنج

الشَطْرَنج শব্দটির ফাতহা দেওয়া ভালো নয়।

উত্তম হলো الشَطْرَنج। কাসরা এ-শ। ফাতহা এ-শ নয়।^{১০৮}

القاموس المحيط للفيروزآبادي (৮১৭):

قَدْ قَبِلْتُ كَعْلَمَ قِبَالَةٍ بِالْكَسْرِ. وَتَقَبَّلْتُ قِبَالَهُ وَكَعْلَمَهُ قَبُولًا وَقَدْ يُضَمُّ: أَخَذَهُ. وَقَدْ قَبِلْتُ كَنْصَرَ قَبْلًا وَقَبُولًا بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ

القاموس المحيط للفيروزآبادي (৮১৭):

قَبِلْتُ الْعَقْدَ (أَقْبَلُهُ) مِنْ بَابِ تَعَبٍ (قَبُولًا) بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ لُغَةً حَكَاهَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (১২০৫):

وَقَبْلَهُ كَعْلَمَهُ قَبُولًا بِالْفَتْحِ ... وَقَدْ يَضُمُّ لَمْ يَحْكُمَا إِلَّا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَالْمَعْرُوفُ بِالْفَتْحِ

لسان العرب لابن منظور (৭১১):

وَقَبِلَ الشَّيْءَ قَبُولًا وَقَبُولًا الْأَخِيرَةُ عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَتَقَبَّلَهُ كِلَاهُمَا: أَخَذَهُ

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, القبول শব্দটি এ-ফাতহা দিয়েই প্রচলিত। এবং জুমহুরের কাছে এটাই সমাদৃত। এ-ফাতহার সাথে সাথে যম্মার কথা বর্ণিত আছে শুধু ইবনুল আরাবী থেকে। তাই আমরা القبول শব্দটির এ-ফাতহা দিবো। যম্মা নয়। যদিও যম্মা দেওয়ার গুণায়েশ আছে।

১০৮ المصادر:

القاموس المحيط للفيروزآبادي (৮১৭): فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

الشَطْرَنجُ وَلَا يُفْتَحُ أَوَّلُهُ: لُغْبَةٌ م وَالسَّيْنُ لُغَةٌ فِيهِ

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (১২০৫):

أَقْرَهُ الزَّبِيدِيُّ فِيهِ.

المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده (৪৫৮):

الشَطْرَنجُ، فَارِسِيٌّ مَغْرِبِيٌّ عَنْ ابْنِ جَنِيٍّ قَالَ: وَكَسَرَ الشَّيْنُ فِيهِ أَجُودُ لِيَكُونَ مِنْ بَابِ جَزَدَ حُل.

المخصص في اللغة، لابن سيده (৪৫৮):

ابن جني: الشَطْرَنجُ: مِنَ اللَّعْبِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَقَدْ كَانَ قِيَاسُهُ إِذَا عُرِّبَ، كَسَرَ الشَّيْنُ: لِيَكُونَ كَجَزَدَ حُل.

الشُّطْرَنْجُ وَالشُّطْرَنْجُ: فارسي معرب، وكسرُ الشين فيه أجود؛ ليكون من بابِ جَزَدَخَل.

(ক) فعل সরাসরি মাফউলের সঙ্গে মিলিত হয়।

(খ) فعل সরাসরি মাফউলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। যুক্ত হতে পারে না। এ সুরতে فعل কে মাফউলের সঙ্গে যুক্ত করানোর জন্য দরকার হয় কিছু হরফের। যে হরফগুলো فعل কে মাফউলের সঙ্গে যুক্ত করিয়ে দেয়। আর এমন হরফগুলো হলো حروف الجر। এ হরফগুলো যেহেতু ফিলকে মাফউলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, যুক্ত করে দেয়। এজন্যই এগুলোকে মিলানোর বা যুক্ত করানোর হরফ বলা হয়।

فعل এর প্রতি লক্ষ্য করে حروف الجر কে فعل এর صلة বলার ব্যবহার অনেক আগ থেকে চলে আসছে। শাইখ আবুল কাসিম আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক আল বাগদাদি আন নাহবি (মৃত্যু : ৩৪০ হি.) কিতাবুল লামাত-এ লিখেছেন-

وكذلك سائر حروف الخفض كلها صلوات لأفعال تتقدمها وتتأخر عنها كقولك الحمد لله رب العالمين والمال لزيد يقدر سيبويه فهما معنى الاستقرار تقديره عنده المال مستقر لزيد والحمد مستقر لله تعالى.

অন্যত্র লিখেছেন-

لأن حروف الخفض صلوات للأفعال

আরো লিখেছেন-

وحروف الخفض كلها صلوات للأفعال ألا ترى أنك إذا قلت مررت بزيد فإنما أوصلت مرورك إلى زيد بالباء ولذلك قال سيبويه إذا قلت كتبت بالقلم فالمعنى أن الكتابة ملصقة بالقلم

ফিল এর প্রকারভেদে صلة এর ব্যবহার।

ফিল এর প্রধানত দু'টি প্রকার রয়েছে।

এমন ফিল যার মাফউলের প্রয়োজন হয় না। মাফউল ছাড়াই যার অর্থ বোধগম্য হয়ে যায়। এমন ফিলকে الفعل اللازم বলা হয়।

এমন ফি'ল যার মাফউলের প্রয়োজন হয়। মাফউল ছাড়া যার অর্থ স্পষ্ট ও বোধগম্য হয় না। এমন ফি'লকে الفعل المتعدي বলা হয়।

لازم এর ক্ষেত্রে الصلاة এর ব্যবহার

লাযিম ফি'লের সাধারণত: সুনির্ধারিত কোন ছিলাহ নেই। বরং স্থান ও অবস্থান হিসেবে এর ছিলাহ নির্ধারিত হয়ে থাকে।

যেমন- بدأ একটি লায়িম ফি'ল। এর সুনির্ধারিত কোন ছিলাহ নেই। বরং এর ছিলাহ স্থান হিসেবে বিভিন্ন রকম হবে।

তার কাছে প্রকাশ পেয়েছে, এর আরবী হবে : بدأ له

তার চেহারায় প্রকাশ পেয়েছে بدأ على وجهه ।

আরেকটি উদাহরণ হলো - وثب অর্থ লাফ দেওয়া। এটি একটি لازم ফি'ল, এর সুনির্ধারিত কোন صلاة নেই। স্থান ও অবস্থান যেমন হবে এর صلاةও তেমনি হবে। যেমন-

উদ্দেশ্য বুঝালে وثب له,

উপরে বুঝালে وثب على (المنصة)

দিকে বুঝালে وثب إليه হবে।

যেহেতু لازم এর সুনির্ধারিত কোন صلاة নেই, তাই সাধারণত অভিধানে এর কোন صلاة পাওয়া যায় না।

لازم এর ক্ষেত্রে الصلاة এর ব্যবহার

الفعل المتعدي এর ব্যবহারের দু'টি ছুরত রয়েছে।

১. এমন ফি'ল যা সরাসরি মাফউলের দিকে মোতাআদি হয়।

২. এমন ফি'ল যা সরাসরি মোতাআদি হতে পারে না। প্রয়োজন হয় সিলাতুল আফআ'ল এর।

যে ফি'ল যে অর্থের ক্ষেত্রে সিলাহ ছাড়াই মোতাআদি হয়ে থাকে সে ফি'লকে সে অর্থের ক্ষেত্রে সিলাহ ছাড়াই ব্যবহার করতে হবে। নিয়মনীতি

এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ সামনে না রেখে এমন ফি'ল এর সাথে কোনরূপ সিলাহ ব্যবহার করা যাবে না। তাই আল্লাহর কাছে দোয়া করো- এর আরবি ادعو الله না করে, করা চাই- ادعوا الله।

আর ফি'ল সিলাহ সহ মোতাআদি হলে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়:

ফি'ল এর সাথে সিলাহ ব্যবহার করা চাই। সিলাহ বাদ দিলে হয়তো অর্থের বিকৃতি ঘটবে। কিংবা বাক্য তার বিশুদ্ধতা হারিয়ে ফেলবে। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি এর আরবি- التمسك করা যাবে না। বলতে হবে- التمس منك

সিলাহ কোনটি, তা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা চাই। কারণ সিলাহভেদে অর্থ আমূল পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যেমন- দোয়া করা ও বদ দোয়া করা উভয় অর্থের জন্য دعا শব্দটি ব্যবহৃত। তবে দোয়া করা অর্থে له دعا আর বদ দোয়া করা অর্থে عليه دعا। আগ্রহী হওয়া, অনাগ্রহী হওয়া উভয়ের জন্য رغب ফি'লটি ব্যবহৃত হয়। তবে আগ্রহী হওয়া এর আরবি إليه رغب অনাগ্রহী হওয়া এর আরবী عنه رغب। ভেদে অর্থের কত ব্যবধান!

সিলাহ এর বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এর প্রতি যত্নবান হওয়া কতো জরুরি, একজন সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ভাষাবিদে নিম্নোক্ত ভাষ্য থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

আবু সুলায়মান হাম্দ বিন মুহাম্মাদ আল খাত্তাবি (৩৮৮ হি.) بیان إعجاز কিতাবে বলেন, 'মালেক বিন দিনার, আবুল আলিয়া, নাছর বিন আছেম লায়ছি, আছেম জাহদারি এরা একবার হাসান বাসরি র. এর মজলিসে আসে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আবুল আলিয়া, আল্লাহ তায়ালার বাণী-ن

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون

এই আয়াতে সাহ্ব (ভুল) দ্বারা কী উদ্দেশ্য? আবুল আলিয়া বললেন, যে ব্যক্তি জানে না কতো রাকাত পড়েছে; জোড় পড়েছে না বেজোড় পড়েছে।

হাসান বছরি বললেন, চুপ করো আবুল আলিয়া। এটা উদ্দেশ্য নয়। বরং যারা তাদের নামাযের সময় ভুলে যায়; ফলে নামাযের সময় চলে যায়। তুমি কি দেখো না আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, *عن صلاتهم ساهون*।

খাত্তাবি র. বলেন, এক্ষেত্রে আবুল আলিয়ার ভুলটা এজন্যই হয়েছে যে, তিনি *عن* এবং *في* এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি। কিন্তু হাসান বসরি পার্থক্যটি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বললেন, তুমি কি দেখো না আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- *عن صلاتهم ساهون*। হাসান বছরি বুঝাতে চাচ্ছেন, যদি নামাযের রাকাতসংখ্যায় ভুল করা উদ্দেশ্য হতো তাহলে আল্লাহ তায়ালা বলতেন *في صلاتهم ساهون*। কিন্তু যেহেতু বলা হলো *عن صلاتهم ساهون* সেহেতু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে নামাযের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া।

এর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আল্লাহর বাণী-

و من يعش عن ذكر الرحمن نَقِيضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

কুতাবি মনে করেছেন, (عشوت إلى النار أعشوا) ফি'লটি (من يعش عن) ফি'ল থেকে উদ্ধৃত। কিন্তু এক্ষেত্রে তাকে পরবর্তী সকলেই ভুল আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত তিনি عشوت إليه (আমি তার দিকে তাকালাম) এবং عشوت عنه (আমি তার থেকে বিমুখ হলাম) এই দু'টোর মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে পারেননি।' এরপর খাত্তাবি র. বলেন, 'এই অধ্যায়টি খুবই ঝুঁকিবহুল। প্রায়শই এতে ভুল হয়ে থাকে।'^{১০৯}

প্রচলিত কিছু ফিলঃ ছিলাহ এর ভুল ব্যবহার ও সংশোধন

أثر فيه أم أثر عليه؟

অর্থ: প্রভাবিত করা। প্রভাব বিস্তার করা।

يقولون: أثر عليه، و لك عليه تأثير عظيم، وهذا يؤثر على العلاقات بين الدول.

والصواب: أن يتعدى هذا الفعل، وما يشتق منه بـ (في) أو بـ ((ب))، فيقال: أثر فيه، أو به. ولك فيه تأثير عظيم.^{১১০}

أخذه بذنبه، أم أخذه على ذنبه؟

অর্থ: অপরাধের কারণে পাকড়াও করলো।

يقولون: أَخَذَهُ على أخطائه، لا تؤاخذني على ما بدر مني
وحق هذا الفعل-وما يشتق منه-أن يعدى بالباء.

فيقال: أخذه بأخطائه، ولا تؤاخذني بما بدر مني.^{১১১}

১১০ قال علي رضي الله عنه يذكر فاطمة رضي الله تعالى عنها: ((فَجَرْتُ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَرْتُ بِيَدِهَا، وَاسْتَقَتَّ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَرْتُ فِي نَحْرِهَا)).

وقال عَنَتْرَة (ت ২২ ق هـ):

أَشْكُو مِنَ الْهَجْرِ فِي سِرٍّ وَفِي عَلَنٍ # شَكْوَى تَوَثَّرَ فِي صَلْدٍ مِنَ الْحَجَرِ.

১১১ قال تعالى: ((لَا يُؤَاخِذُكُم بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، وَ لَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ))-

المائدة ৮৯

وقال: ((لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ))-(الكهف ৭৩)

وقال: ((وَلَوْ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ دَابَّةٍ))-(النحل ৬৮).

وَيَجُوزُ أَنْ يَقَالَ: أَخَذَهُ بِذَنْبِهِ.

قال تعالى: ((وَ كَلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ))-(العنكبوت ৮০).

وقال تعالى: ((أَخَذْتَهُمُ الصَّاعِقَةَ بِظُلْمِهِمْ))-(النساء)

أَدَّى لَهُ حَقَّهُ، أَمْ أَدَّى إِلَيْهِ حَقَّهُ؟

অর্থ: তার হক আদায় করলো।

يقولون: يُؤَدِّي لَهُ حَقَّهُ، وَ يُؤَدِّي لوطنه بعض حقوقه.

والصواب: يُؤَدِّي إِلَيْهِ حَقَّهُ، يُؤَدِّي إِلَى وطنه بعض حقوقه.^{১১২}

أَذِنَ لَهُ فِي السَّفَرِ، أَمْ أَذِنَ لَهُ لِلسَّفَرِ/بِالسَّفَرِ؟

অর্থ: তাকে সফরের অনুমতি দিলো।

يقولون: استأذن رئيسه بالانصراف، فأذن له بذلك/لذلك.

والصواب: فأذن له في ذلك.^{১১৩}

أَسِفَ عَلَيْهِ، أَمْ أَسِفَ لَهُ؟

অর্থ: তার জন্য আফসোস করলো।

يقولون: مما يؤسف له، أسِفَ فلان لفراق أحبته، وتأسَّفَ الطالب لرسوبه.

هذا الفعل-وما يشتق منه-يعدى (على) وليس ب(ل).^{১১৪}

১১২. قَالَ تَعَالَى: ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا))-(النساء ৫৮).

১১৩. المحيط في اللغة ১০/১০৪: وَ إِذْ أَذِنَتْ لَهُ فِي الدُّخُولِ.

الصحاح: ২০৬৮/৫: أَذِنَ لَهُ فِي الشَّيْءِ إِذْنًا.

القاموس ص: ১১৯: أَذِنَ لَهُ فِي الشَّيْءِ، كَسَمِعَ إِذْنًا بِالكسر، وَ أَذِنًا: أَبَاحَهُ لَهُ.

اللسان: ১৩/৫: أَذِنْتُ لِفُلَانٍ فِي أَمْرٍ.

كتاب الأفعال: لابن القطاع: ২৯/১: أَذِنْتُ لَكَ فِي الشَّيْءِ إِذْنًا: أَبَحْتَهُ لَكَ.

১১৪. لِأَنَّ الْأَسْفَ هُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي الْحُزَنِ، فَكَمَا نَقُولُ: حُزِنْتُ عَلَى مَا فَاتَ، وَيَا حُزْنًا عَلَيْهِ،

نَقُولُ أَيْضًا: مِمَّا يُوْءَسِفُ عَلَيْهِ، وَ أَسِفَ عَلَى فِرَاقِ أَحِبَّتِهِ.

قَالَ تَعَالَى: ((وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفًا عَلَى يُوسُفَ))-(يوسف ৮৪).

قال البحرُي: (ت ২৮৪):

كَلِفٌ يَكْفُكِفُ عَبْرَةً مُهْرَاقَةً # أَسَفًا عَلَى عَهْدِ الشَّبَابِ وَمَا انْقَضَى.

وقال عثمان بن شرحبيل التيمي:

অর্থ: তোমার উচিৎ।

والصحيح: أن يقال: ينبغي لك أن تفعل كذا، و ينبغي لك الحضور في الميعاد.

الإجابة عن السؤال أم الإجابة على السؤال؟

অর্থ: প্রশ্নের উত্তর প্রদান।

ربما يقولون: الإجابة على السؤال الأول/ الثاني.

وهذا الفعل يتعدى بنفسه، ويتعدى كذلك بـ(عن).^{٥٥}

احتاج إلى أم احتاج ل؟

অর্থ: সে মুখাপেক্ষী হলো।

يقولون: احتاج فلان لزيارة الطبيب. أحتاجُ للذهاب إلى البيت.

هذا الفعل يتعدى بـ(إلى)،

فنبول: اأأأ المسافر إلى سيارأ. وهو في أأأ إلى المأونأ.^{٥٥٩}

أُحِبُّبَتِ أَهْلَ الشَّامِ مِنْ بَيْنِ الْمَلَأِ# وَ بَكَيْتُ مِنْ أَسْفٍ عَلَى عُثْمَانَ

۵۵۱۱ قال تعالى: ((لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ))-(يس. ۴۰).

وقال تعالى: ((وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ)) - (يس ٦٩)،

وقال: ((وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَتَّبِعُنِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي))-(ص ٣٥).

والإقبال ابن منظور في لسان العرب: والإجابة: رَجُعُ الكلام. تقول: أَجَبَهُ عن سُؤْله.

وقد أجابه إجابةً وإجاباً وجواباً وجابةً.

تَخْرُجُ فِي مَعْهَدٍ كَذَا أَمْ تَخْرُجُ مِنْ مَعْهَدٍ كَذَا؟

অর্থ: অমুক প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি নিলো। অমুক প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করলো।

يقول بعضهم: تخرج فلان من جامعة كذا، أو تخرّجت من مدرسة كذا.

الفعل (تخرج) معناه هُنا: تعلم و تأدب، وتدريب. و هذه الأفعال تتعدى (في) فيما يتعلق بالمكان.

يقال: خرّجتُ (أي علّمت) فلانا فتخرّجَ (أي تعلّم) وهو خريج، و متخرّجٌ. نقول: تعلّم في جامعة كذا، و تدرب في مدرسة كذا.

وعلى هذا: يكون الصواب: أن نقول أيضا: تخرج في جامعة كذا، تخرّجت في مدرسة كذا.

لا يخفى عنك أَمْ لا يخفى عليك؟

অর্থ: তোমার কাছে অস্পষ্ট নয় যে,

يقول بعضهم: لا يخفى عليك كذا، و أخفيتُ عنه النتيجة.

و هذا الفعل لازما كان، أو متعدّيا، يستخدم معه حرف الجر (على) لا (عن).^{১১৮}

دعوته ل... أَمْ دعوته إلى...?

অর্থ: আমি তাকে ডেকেছি/আহ্বান করেছি/দাওয়াত দিয়েছি।

১১৯ في أساس البلاغة: أحوجني إليكم زمان السوء ولا أحوجني الله إلى فلان.

১১৮ وفي القرآن الكريم:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ))-(آل عمران ৫)

وقال تعالى: ((لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ))-(غافر ১৬).

و((إِنَّ الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا))-(فصلت ৪০).

قال ابن منظور: خَفِيَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ يَخْفَى خَفَاءً مَمْدُودًا.

يقول بعضهم: دعوته لما ينفعه، و دعا فلان صديقَه للفظور.

هذا الفعل يتصل بعدد من حروف الجر، فيتحدد معناه حسب الحرف الذي اتصل به.

أما بمعنى الدعوة الذي نحن في صددِه فالفعل بهذا المعنى يتعدى ب(إلى).^{১৯৯}
تربّص لفلان أم تربّص بفلان؟

অর্থ: কারো জন্য অপেক্ষা করলো।

يقولون: تربص لفلان، كان يترصد له، والعدو مترصد لنا.

يعدون الفعل إلى المفعول بحرف الجر (ل)، و هو يتعدى إليه ب(ب).^{২০০}
ردّه إلى أم ردّه ل؟

অর্থ: তাকে ফিরিয়ে দিলো। ফেরৎ পাঠালো।

يقول بعضهم رددت الكتاب لمن أخذت منه، و ردّ الشرطي الطفل التائه لمنزله.

১১৯ في القرآن الكريم:

((وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ))-(فصلت ৩৩).

و ((وَبَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ))-(غافر ৪১-৪২).

و((أَوَلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ))-(البقرة ২২১).

১২০ قال ابن منظور: التَّربُّصُ: الانتظار. رَبَّصَ بالشيء رُبْصًا، وَتَرَبَّصَ به: انتظر به خيراً أو شراً، وَتَرَبَّصَ به الشيء كذلك. الليث: التَّربُّصُ بالشيء: أَنْ تَنْتَظِرَ به يوماً ما والفعل تَرَبَّصْتُ به. وفي التنزيل العزيز ((هل تَرَبَّصُونَ بنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ)) أي إِلَّا الظَّفَرَ وَالْأَ شْهَادَةَ ونحن نَتَرَبَّصُ بكم أَحَدَ الشَّرِّينِ عَذَاباً مِنَ اللَّهِ أَوْ قَتْلًا بِأَيْدِينَا. انتهى.

فالتربص بمعنى الانتظار يتعدى ب(ب)، دون (ل)، فعلى هذا، نقول: تربص بفلان، كان يترصد به، والعدو مترصد بنا.

الفعل (رَدَّ) يتعدى بعدة حروف الجر حسب المعنى المقصود.

والذي فيما نحن فيه يتعدى الفعل بـ(إلى).^{১১১}

أرسل إليه هدية أم أرسل له هدية؟

অর্থ: সে তার জন্য উপঢৌকন পাঠালো।

يقول بعضهم: أرسلت لك هدية. يرسل الوالدُ لولده مالا، يُرسل الولدُ لوالده خطابا.

والصواب في كل ذلك: أن تُنَزَلَ (إلى) مَنزِلَة (ل).

فنقول: أرسلت إليك هدية. يرسل الوالدُ لولده مالا، يرسل الولدُ لوالده خطابا.^{১১২}

رمى السهم بالقوس أم رمى السهم عن/على القوس؟

অর্থ: ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করলো।

১১১ قال تعالى: ((فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ))-(القصص ১৩)

و قال: ((وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ))-(النساء ৮৩).

و قال: ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ))-(النساء ৫৯)

১১২ في القرآن الكريم: ((فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ))-(يوسف ৩১)

و ((فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا))-(مریم ১৭).

و ((إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا))-(المزمل ১৫)

وتستعمل (على) في الشدة، والتسلط والعذاب.

قال تعالى: ((فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَجَسَاتٍ))-(فصلت ১৬)

و ((إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا))-(القمر ১৬). و ((فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْغَرَمِ))-

(سبأ ১৬). و ((إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَبْحَةً وَاجِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمٍ الْمُخْتَظِرِ))-

(القمر ৩১). و((أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا))-

(الإسراء ৬৮)

ويستعمل الفعل بمعانٍ آخر حسب صلاتها.

يقول البعض: رمى السهم بالقوس.

والصواب: رمى عن القوس أو عليها.^{১২৩}

تَسْرِبُ العمالُ في البلد أم تسرب العمال إلى البلد؟

অর্থ: কর্মীরা শহরে প্রবেশ করলো।

يقول بعضهم: تسربُ العمَّالُ إلى البلد، انسرب الثعبان إلى جُحره.

سَرَبَ، و تسَرَّبَ، و انسرب؛ يستعمل مع هذه الأفعال حرف الجر (في).

يقال: سَرَبَ في الأرض يسرُبُ سُروباً: ذهب.^{১২৪}

استند على الجدار أم استند إلى الجدار؟

অর্থ: দেয়ালে হেলান দিলো। টেক লাগালো।

يقول بعضهم: فلان أسند ظهره على الحائط، واستنادا على الأسباب المذكورة...

فيعدون الفعل (سند) و ما اشتق منه بـ(على) وهو بهذا المعنى إنما يتعدى بالحرف (إلى).^{১২৫}

১২৩ قال الفيومي في المصباح: ((رميت عن القوس رمياً و رميت عليها بمعنى، قالوا: ولا يقال: رميت بها إلا إذا ألقيتها من يدك.))

وقال السيوطي في المزهرة: ((وقولهم: رميتُ بالقوس وإنما يُقال: رميتُ عن القوس.))

১২৪ قال الفيومي في المصباح: ((السرب بفتحيتين: بيت في الأرض لا منفذ له وهو الوكر.

و انسرب الوحش في سَرَبه والجمع: أسراب مثل سبب وأسباب.))

وقال ابن فارس في المقاييس: ((سَرَبَ: السين والراء والباء أصل مطرد، وهو يدلُّ على

الانساع والذهاب في الأرض. من ذلك السَرَب والسُرْبَة، وهي القطيع من الظِّباء

والشاء. لأنَّه ينسرب في الأرض راعياً.))

وقال الزبيدي في التاج: ((وسَرَبَ في الأرض: ذَهَبَ. وفي التَّنْزِيل: وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ

بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ أَي ظَاهِرٌ بِالنَّهَارِ فِي سَرَبٍ.))

১২৫ قال الزبيدي: ((في الصحاح: أرزى ظهره إليه: أي استند إليه، والتجاء.))

اشتاق لزيارته أم اشتاق إلى زيارته؟

অর্থ: তাকে দেখতে আগ্রহী হলো।

يقولون: شوقني فلان لمشاهدة حديقة الحيوانات، أنا مشتاق لأمي، فيه شوق للقراءة والكتابة.

فيستعملون (ل)، وهذا الفعل وما يتفرع من مادته إن استعمل معه حرف الجر فإنما تستعمل (إلى)، دون (ل).^{১২৬}

أصغيتُ للحديث أم أصغيت إلى الحديث؟

অর্থ: কথা শুনতে মনোযোগী হলাম।

يقول بعضهم: أصغى للحديث، و أصغيت للأستاذ، و فلان يصغي للخطيب. فيعدون الفعل إلى المفعول ب(ل)، و هذا الفعل (صغى يصغي، ويصغو، و أصغى يصغي) يستعمل معه (إلى)، دون (ل).^{১২৭}

صاح به أم صاح عليه؟

অর্থ: তাকে চিৎকার করে ডাকলো।

وقال ابن منظور في اللسان: ((وَأَزْكَحَ إِلَيْهِ: اسْتَنْدَ إِلَيْهِ)). المعجم الوسيط: استند إليه: سند (و سند إليه سنودا: ركن إليه، واعتمد عليه، واتكأ).

فعلى هذا: الصواب: فلان أسند ظهره إلى الجدار، و استنادا إلى الأسباب المذكورة.

১২৬. في اللسان: شاق إليه شَوْقاً وَتَشَوَّقَ وَاشتاقَ اشتياقاً.

في القاموس: واشتاقه و إليه: بمعنى.

في الوسيط: اشتاقه وإليه: رغبت نفسه إليه.

১২৭. قال تعالى ((وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ))-(الأنعام ১১৩).

قال الزبيدي في التاج: ((وأصغى فلان: استمع، و أصغى إليه: مال بسمعه نحوه. كما

في الصحاح. وفي المحكم: أصغى إليه سمعه: أماله.))

يقول بعضهم: صاح على أخيه، و رأى السيارة فصاح على الولد ليرجع.
يقصدون بصاح: دعا ونادى. و الصحيح في اللغة: التصويت بأعلى الطاقة،
والحرف المناسب لهذا المعنى هو (ب) يقال: صاح به: ناداه، وصَحَّ لي بفلان:
ادعُ لي.^{১২৮}

ضَحِكَ عليه أم ضَحِكَ به/منه:

অর্থ: তাকে নিয়ে হাসলো। ঠাট্টা করলো।

يقول بعضهم: رأى منظرا فضحِكَ عليه، و زلت قدمه فضحك عليه الناس.
والحق في هذا ا لفعل أن يتعدى ب(ب، أو من).^{১২৯}

أُضْطَرُّ ل أم إلى؟

অর্থ: সে বাধ্য হলো।

يقول بعضهم: أُضْطَرُّ للسفر، والمريض مُضْطَر لتناول الدواء. و يقولون
أيضا: اضطر على السفر، أُضْطَرُّ على الخروج من المنزل.
وهذا الفعل إنما يتعدى ب(إلى).^{১৩০}

১২৮. قال الجوهري: ((صَاحَ يَصِيحُ صَيْحًا، وَالْمُصَايَحَةُ وَالْتِصَائُحُ: أَنْ يَصِيحَ الْقَوْمُ
بعضهم ببعض.))

وقال الفيومي: ((صَاحَ بِالشَّيْءِ يَصِيحُ بِهِ صَيْحَةً وَ صِيَاحًا: صَرَخَ.))

১২৯. كما جاء في التزويل: ((وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ.))-(المؤمنون ১১০).

و ((فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا.))-(سورة النمل ১৯).

و ((إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ
يَضْحَكُونَ.))، و ((فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ.))-(الزخرف ৪৯).

فعلى هذا؛ نقول: رأى منظرا فضحك منه. و ضحك منه الناس.

১৩০. قال تعالى: ((وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ.))-(البقرة ১২৬).

و ((نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ.))

قال الجوهري: وقد اضْطُرُّ إلى الشيء، أي ألجئ إليه.

حديث عار عن الصحة أم حديث عار من الصحة؟

অর্থ: মুক্ত। শূন্য। বেঠিক কথা।

يقول بعضهم: هذا حديث عار عن الصحة، وكلام عارٍ عن الصواب، وقلبه عارٍ عن الرحمة.

فيعدون الفعل (عَرِيَ) وما يتولد منه بـ(عن)، وهو يتعدى بحرف الجر (من).^{১০১}

لست معصوماً عن الخطأ أم لست معصوماً من الخطأ؟

অর্থ: আমি ভুল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নই।

يقولون: عصم الله نبيه عن الخطأ، وأسأل الله أن يعصمني عن الزلل. فيستعملون (عن) بدل (من).^{১০২}

وقال صاحب القاموس: واضْطَرُّهُ إِلَيْهِ : أَخَوْجَهُ وَأَلْجَأَهُ فَاضْطَرَّ بِضَمِّ الطَّاءِ.

وقال محمد الرازي في المختار: وقد اضْطَرَّ إِلَى الشَّيْءِ أَيُّ أُلْحِى إِلَيْهِ.

و على هذا، يكون الصواب في الأمثلة: اضطر إلى السفر، والمريض يضطر إلى تناول الدواء.

১০১. قال الجوهرى: وَعَرِيَ مِنْ ثِيَابِهِ يَغْرَى غُرْبًا، فَهُوَ عَارٍ وَغُرْبَانٌ، وَالْمَرْأَةُ غُرْبَانَةٌ. وَأَغْرَنَتْهُ أَنَا وَغَرَّتُهُ تَغْرِئَةً فَتَغَرَّى.

قال صاحب القاموس: عَرِيَ كَرَضِيَ غُرْبًا وَغَرَّتُهُ بضمهما وَتَغَرَّى وَأَغْرَاهُ الثَّوبُ وَ مِنْهُ وَغَرَّاهُ تَغْرِئَةً.

وقال صاحب المصباح: عَرِيَ الرَّجُلُ مِنْ ثِيَابِهِ يَعْرِى مِنْ بَابِ تَعَبٍ عَرِياً وَ عَرِياً وَيَعْدَى بِالْهَمْزَةِ وَ التَّضْعِيفِ فَيُقَالُ أَعْرَيْتُهُ مِنْ ثِيَابِهِ وَ عَرَيْتُهُ مِنْهَا.

قال ابن فارس: يُقَالُ مِنْهُ: قَدْ عَرِيَ مِنَ الشَّيْءِ يَعْرِى.

فعلى هذا: نقول حديث عارٍ من الصحة، وكلام عارٍ من الصواب، و قلبه عارٍ من الرحمة

১০২. وفي القرآن الكريم:

((وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ))-(المائدة ১৭)، و ((قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ))-

(الأحزاب ১৭)، و ((قَالَ سَأُوْى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ

غَضِبَ الأستاذُ من التلميذ أم غضب الأستاذُ على التلميذ؟

অর্থ: শিক্ষক ছাত্রের ওপর রাগ করলো।

يقولون: غضِبَ الوالدُ من ولده، و غضب الأستاذُ من تلميذه

وهذا الفعل بمعنى الذي فيما نحن فيه إنما يتعدى بـ(على).^{১৩৩}

فكر بالعمل أم فكر في العمل؟

অর্থ: কাজের ব্যাপারে চিন্তা করলো।

يقول بعضهم أحيانا: فُكِّرَ بالذهاب إلى بيته، و فلان يفكر بالمستقبل كثيرا، و قد أضعفني التفكير بالموضوع.

مادة هذا الفعل مجردة أو مزيدة لا تستعمل معها (ب)، و إنما تستعمل معها (في).^{১৩৪}

أمر الله إلا من رجم))-(هود ৪৮). و ((مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَاصِبٍ))-(يونس ২৭). و ((مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَاصِبٍ))-(غافر ৩৩).

قال صاحب العين: العِصْمَةُ: أَنْ يَغْصِبَكَ اللَّهُ مِنَ الشَّرِّ، أَي: يَدْفَعُ عَنْكَ. و قال الفيومي: عصمه الله من المكروه يعصمه من باب ضرب: حفظه ووقاه. و قال ابن فارس: العِصْمَةُ: أَنْ يَعْصِمَ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدَهُ مِنْ سُوءٍ يَقَعُ فِيهِ. فعلى هذا: نقول: عصم الله نبيه من الخطأ، و أسأل الله أن يعصمني من الزلل. ১৩৩. قال تعالى: ((فَعَلَنَّهُمْ غَضِبَ مِنَ اللَّهِ)). و ((أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ)). و ((وَعَلَنَّهُمْ غَضِبَ)). و ((غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ)). و ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا قَوْلًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ)).

قال الجوهري: غضِبَ عليه غضباً.

১৩৪. كما في قوله تعالى: ((وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ))-(آل عمران ১৭১).

قال الجوهري: وأفكَّرَ في الشيء وفكَّرَ فيه وتَفَكَّرَ، بمعنى.

قال صاحب العين: فُكِّرَ في أمره وتَفَكَّرَ.

قال صاحب القاموس: فُكِّرَ فيه وأفكَّرَ وفَكَّرَ وتَفَكَّرَ (بمعنى: بمعنى).

وقال ابن سيده في المحكم: وقد فُكِّرَ في الشيء، وأفكَّرَ، وتَفَكَّرَ.

اقتبس عن الكتاب أم اقتبس من الكتاب؟

অর্থ: কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিলো।

يقولون: اقتبس عني فلان بعض آرائه، واقتبس الباحث عن المصادر المعتبرة ما يقوي بحثه.

فيستعملون (عن)، والموضع ل(من).^{১৩৫}

التذُّ من الطعام أم التذُّ الطعام/بالطعام؟

অর্থ: সে খাবার সুস্বাদু পেলো।

يقولون: التذُّ من الطعام، وتلذُّذ من أصناف الطعام،

فيستعملون (من) وهو إنما تستعمل معه (ب)، أو يتعدى بنفسه.

قال الجوهري: وقد لَذِذْتُ الشيءَ لَذَاذاً وَلَذَاذَةً، أي وجدته لَذِيذاً. وَالتَّذَذْتُ به وَتَلَذَذْتُ به.^{১৩৬}

১৩৫. قال تعالى ((يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ)).

قال الزبيدي: وَقَبَسَ يَقْبِسُ منه ناراً من حَدِّ ضَرْبٍ وَاقْتَبَسَهَا : أَخَذَهَا . وَاقْتَبَسَ الْعِلْمَ وَمِنْ الْعِلْمِ : اسْتَفَادَهُ كَذَلِكَ اقْتَبَسَ منه ناراً . وفي الحديث: "من اقْتَبَسَ عِلْماً من النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً من السِّخْرِ"

وقال ابن منظور: ويقال قَبَسْتُ منه ناراً أَقْبِسُ قَبْساً فَأَقْبِسَنِي أي أعطاني منه قَبْساً وكذلك اقْتَبَسْتُ منه ناراً وَاقْتَبَسْتُ منه عِلْماً أيضاً أي استفدته.

وقال صاحب المختار: قَبَسَ منه ناراً من باب ضرب فأَقْبَسَهُ أي أعطاه منه قَبْساً، و اقْتَبَسَ منه أيضاً ناراً وعِلْماً: أي استفاد.

فعلى هذا: نقول: اقتبس فلان مني بعض آرائه، واقتبس الباحث من المصادر المعتبرة ما يقوي بحثه.

১৩৬. و قال صاحب المختار: وَ التَّذُّ به وَ تَلَذَّذُ به بمعنى.

وقال صاحب القاموس: لَذُّهُ وَ به لَذَاذاً وَلَذَاذَةً وَالتَّذُّهُ وَ به وَاسْتَلَذَّذَهُ : وَجَدَهُ لَذِيذاً.

وقال ابن سيده في المخصص: وَقَدْ لَذِذْتُ به وَالتَّذَذْتُ.

ماطله في الدين، أم ماطله بالدين؟

অর্থ: ঋণ নিয়ে তার সাথে গড়িমসি করলো।

ماطل المدين في الدين، يماطل المشتري البائع في الثمن. ومطل الخصم خصمه في حقه.

والصحيح: ماطل المدين بالدين، ويماطل المشتري البائع بالثمن، ومطل الخصم خصمه بحقه.^{১৩৭}

امتاز/تميز عن، أم امتاز/تميز من؟

অর্থ: সে পৃথক হলো। সে বৈশিষ্টপূর্ণ হলো।

يقولون: يمتاز هذا القلم عن سائر الأقلام/على سائر الأقلام بجودة حبره، وتمتاز القصيدة عن غيرها بقوة الأسلوب، أو على غيرها. فيستعملون (عن).

والحق أنه: إذا استعمل الفعل (ماز) وما يشتق منه بمعنى التمييز و التفريق، أو التميز و التفريق، فإنما تستعمل معه (من)، و إذا استعمل بمعنى التباعد و التنجي فإنما تستعمل معه (عن).^{১৩৮}

قال الجوهري: قال ابن شميل: لَذِذْتُ الشيء أَلَذُّه إذا استلذذته، وكذلك لَذِذْتُ بذلك الشيء وأنا أَلَذُّ به لَذَاذَةً وَلَذِذْتُه سواء.

فعلى هذا: نقول: التذُّ الطعامَ أو به، و تلذَّذُ أصناف الطعام، أو بها.

১৩৭. قال الفيومي: مطله بدينه مطلاً: إذا سوَّفه بوعده الوفاء مرة بعد أخرى و ماطله مطلاً من باب قاتل.

وقال الزبيدي: يُقال: مَطَّلَه حَقَّه وبه مَطْلًا وَاُمْتَطَّلَه وِماطَّلَه به مُماطَّلَه ومِطْطَلًا.

قال الجوهري: يقال: مَطَّلَه وِماطَّلَه بحَقِّه.

قال الأزهري: قال الليث: المَطْلُ: مدافعتك الدَّين، يقال ماطلني بحقي، ومطلني بحقي.

قال ابن منظور: مَطَّلَه حَقَّه وبه يَمْطُلُه مَطْلًا وَاُمْتَطَّلَه وِماطَّلَه به مُماطَّلَه ومِطْطَلًا.

قال صاحب المختار: يُقال مَطَّلَه من باب نصر و ماطَّلَه بحقه.

نَزَّهَ/تَزَّهَ عَنْ، أَمْ نَزَّهَ/تَزَّهَ مِنْ؟

অর্থ: বিরত রাখলো। বিরত থাকলো।

يقولون: ينبغي للمسلم أن يتزَّه من المحارم، و نزَّهت نفسي من الخطأ؛ باستعمال (من) وحقه: (عن).^{১৩৯}

১৩৮ قال تعالى: ((حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ))-(آل عمران ১৭৯).

و ((لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ))-(الأنفال ৩৭).

و ((تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ))-(الملك ৮).

وقال ابن منظور: المِيزُ: التمييز بين الأشياء، تقول: ميزتُ بعضه من بعض فأنا أُمِيزُهُ مِيزًا. وقد أَمَارَ بعضه من بعض، وِمِزْتُ الشيءَ أُمِيزُهُ مِيزًا عَزَلْتُهُ وَفَرَزْتُهُ وكذلك مِيزْتُهُ تَمِيزًا فأنمازَ ...

واستَمَارَ عن الشيء: تباعد منه وفي حديث إبراهيم النخعي: استَمَارَ رجلٌ عن رجل به بلاءٌ فابْتَلَى به أي انفصل عنه وتباعد وهو استَفْعَلَ من المِيزِ .

ويقال: امتارَ القومُ: إذا تميز بعضهم من بعض وفي الحديث لا تَهْلِكُ أمتي حتى يكون بينهم التَّمَايُلُ والتَّمَايُزُ أي يتحزبون أحزاباً ويتميز بعضهم من بعض ويقع التنازع.

يقال مِزْتُ الشيءَ من الشيء: إذا فَرَّقْتُ بينهما فأنمازَ وامتارَ وَمِيزْتُهُ فَتَمِيزَ ومنه الحديث من مَارَ أَدَى فَالْحَسَنَةُ بعشر أمثالها أي نَحَاهُ وَأَزَالَهُ ومنه حديث ابن عمر: أنه كان إذا صلى يَنُمَارُ عن مُصَلَّاهُ فيركع أي يتحول عن مُقَامِهِ الذي صلى فيه.

فعلى هذا؛ نقول: يمتاز هذا القلمُ من سائر الأقلام بِجُودَةِ حِبرِهِ. وتمتاز القصيدة من غيرها بقوة الأسلوب.

১৩৯ قال الفيروزآبادي: وَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الْقَبِيحِ تَزْهِيًا : نَحَّاهَا.

وقال صاحب المغرب: نَزَّهَ اللَّهُ عَنِ السُّوءِ تَزْهِيًا : بَعَّدَهُ وَقَدَّسَهُ.

وقال صاحب المختار: ومنه قيل: فلان يتزَّه عن الأقدار و يُنَزِّهُ نَفْسَهُ عَنْهَا أي يُبَاعِدُهَا عَنْهَا.

قال الأزهرى: قال أبو إسحاق: السُّبُوح: الذي تَزَّهَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ.

وقال الزبيدي: فلذلك تَزَّهَ عَنْهُ.

وقال ابن السكيت: منه تزَّهَ عَنِ الشَّيْءِ إذا تباعد عنه ومنه يقال فلان يَنْزِهُ نَفْسَهُ عَنْ كَذَا وَكَذَا.

وَقَعَ عَلَى الْكِتَابِ أَمْ وَقَعَ فِي الْكِتَابِ؟

অর্থ: সে কিতাবে দস্তখত করলো।

وَقَعَ الْأُسْتَاذُ عَلَى عَرِيضَةِ التَّلْمِيزِ، وَ وَقَعَ مَدِيرُ الْمَدْرَسَةِ عَلَى شَهَادَةِ الطَّالِبِ.
والصحيح: تعدية الفعل بـ (في).^{১৪০}

جاءه، أَمْ جاء عنده؟

অর্থ: সে তার কাছে এলো।

يقولون: جاء عنده، يجيء عندنا،

هذا الفعل يستعمل متعديا بنفسه: فيقال: جئته، وَ جِئْنَا.^{১৪১}

فعلى هذا: نقول: ينبغي للمسلم أن يتزهر عن المحارم، وَ نَزَهُتْ نَفْسِي عَنِ الْخَطَا.

১৪০ قال الجوهرى: والتَّوَقُّعُ: ما يُوقَّعُ في الكتاب.

وقال الفيروزآبادي: والتَّوَقُّعُ: ما يُوقَّعُ في الكتاب.

وقال الزبيدي: ((والتَّوَقُّعُ: ما يُوقَّعُ في الكتاب كذا في الصِّحَاحِ والعُبابِ وهو إلحاقُ شيءٍ
بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ لَمَنْ رَفَعَ إِلَيْهِ كَالسُّلْطَانِ وَنَحْوِهِ مِنْ وُلاَةِ الْأَمْرِ كَمَا إِذَا رَفَعَتْ إِلَى
السُّلْطَانِ أَوْ الْوَالِي شِكَاةً فَكُتِبَ تَحْتَ الْكِتَابِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ: يُنْظَرُ فِي أَمْرِ هَذَا
وَيُسْتَوْفَى لِهَذَا حَقُّهُ.))

وقال الأزهري: وقال ابن الأنباري: توقيع الكاتب في الكتاب المكتوب: أن يُجْمَلَ بين
تضاعيف سطورهِ مقاصِدَ الحاجة ويحذف الفضول. وهو مأخوذ من توقيع الدَّبرِ
ظَهَرَ الْبَعِيرِ، فَكَانَ الْمَوْقِعُ فِي الْكِتَابِ يُوْثِرُ فِي الْأَمْرِ الَّذِي كُتِبَ الْكِتَابُ فِيهِ مَا يُؤَكِّدُهُ
ويُوجِبُهُ.

قال ابن منظور: والتَّوَقُّعُ في الكتاب: إلحاقُ شيءٍ فيه بعد الفراغِ منه.

فعلى هذا: نقول: وَقَعَ الْأُسْتَاذُ فِي عَرِيضَةِ التَّلْمِيزِ، وَ وَقَعَ مُدِيرُ الْمَدْرَسَةِ فِي شَهَادَةِ الطَّالِبِ.

১৪১ قال تعالى: ((إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ))، وَ ((حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ))،

وَ ((وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ))، وَ ((وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى))،

وَ ((وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا))، وَ ((قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا)).

وَ يَتَعَدَّى بِ(إِلَى)، فيقال: جئتُ إِلَيْكَ. وَلَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ (عند) بِدَل (إِلَى).

قرأ عنده النحو، أم قرأ عليه النحو؟

অর্থ: তার কাছে ব্যাকরণ পড়লো।

يقولون: قرأ عنده النحو، وكان يقرأ عنده الفقه.

فيستعملون (عند) و الموضع في كل ذلك وغيره حرف الجر (على).

فنحن نقول: قرأ عليه السلام، ونقول: اقرأ سلامي على فلان، و لا يقال: أقرئه مني السلام.^{১৪২}

أودعت عنده مالا، أم أودعته مالا؟

অর্থ: আমি তার কাছে সম্পদ গচ্ছিত রাখলাম।

يقول بعضهم: أودعت عنده مالا، و أودع عند أخيه كتابا.

الفعل يتعدى إلى مفعولين، ويستعملون مع المفعول الثاني الظرف (عند)، وليس ذلك من كلام العرب. و الحق في هذا الفعل أنه يتعدى إلى كلا المفعولين بدون صلة.^{১৪৩}

فعلى هذا؛ نقول: جاء إليه، يجيء إلينا.

১৪২. قال تعالى: ((وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (১৪৮) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ))-(الشعراء ১৪৮-১৪৯). و ((وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ))، ((وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ)).

قال ابن جني في الخصائص: قال أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني: قرأ على أعرابي بالخرم ((طبيبي لهم وحسن مآب)) فقلت: طوبى، فقال: طيبى. فأعدت، فقلت: طوبى. فقال: طيبى. فلما طال على قلت: طوطو. قال: طي طي.

১৪৩. في الحديث: أستودع الله دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك.

قال خليل: والوديعة: ما تستودعه غيرك ليحفظه. وإذا قلت: أودع فلان فلاناً شيئاً فمعناه: تحويل الوديعة إلى غيره.

أَدَّاهُ حَقَّهُ، أَمْ أَدَّى إِلَيْهِ حَقَّهُ؟

অর্থ: সে তাকে তার হক দিয়ে দিলো।

يقول بعضهم: أَدَّى الغريمُ خصمَه جميع ماله، أو أَدَّاه حَقَّهُ، و بعضهم يقول: أَدَّى له حقه.

هذا الفعل غالبا- يتعدى إلى مفعول واحد، فيقال: أدى دَيْنَه، و أَدَّى زكاته، و أدى عُمُرَتَه. أما الاستعمال الذي نحن في نقاشه، فاستعماله ب((إلى)). كما يلي:^{১৪৪}

ضَحَّى حياته، أَمْ ضَحَّى بحياته؟

অর্থ: সে তার জীবন উৎসর্গ করলো।

يقولون: ضَحَّى حياته من أجل الوطن، ضَحَّى حياته في سبيل الله، ضحى ماله لعلاج الفقراء.

يعدون الفعل إلى المفعول بدون صلة، وإنما الأصل في هذا الفعل أن يتعدى إلى المفعول بحرف الجر (ب).^{১৪৫}

قال ابن سيده في المحكم: واستَوْدَعَه مالا وأودَعَه إياه: دفعه إليه ليكون عنده. وفي الجهمرة: كان ابن أحمر أودع إبله وراعها رجلاً من بني سعد فأغار عليه قوم منهم فأخذوها.

فعلى هذا: نقول: أودعته مالا، و أودع أخاه كتابا.

১৪৪. قال تعالى: ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا))-(النساء ৫৮). و ((وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ))-(آل عمران ৭৫).

فعلى هذا: نقول: أدى الغريمُ إلى خصمه جميع ماله، و أدى إليه حَقَّهُ.

১৪৫. فيقال: ضحى فلان بحياته في سبيل الله، وضحى بماله في علاج الفقراء. و أصله: من ضَحَّى بالشاة و غيرها: أي ذبحها. فاستعملت منه مجازاً هذه الاستعمالات.

أَدَّى به إلى الهلاك، أم أذاه إلى الهلاك؟

অর্থ: তাকে ধ্বংস করলো। তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিলো।

التدخين يؤدي بصاحبه إلى الهلاك، والغفلة تؤدي بطالب العم إلى الفشل،
اللهو و اللعب يؤدي بالتلميذ إلى الرسوب في الامتحان.

فيعدون الفعل إلى مفعوله ب(ب).

والحق في هذا الفعل أن يتعدى إلى المفعول (المؤدى) بنفسه، دون حرف
الجر. ১৪৬

في ((العامي الفصيح من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة)): وضى بنفسه أو
بعمله أو بماله: تبرع به بدون مقابل (محدثة).

و في الوسيط: ضحى بالشاة ونحوها: ذبحها في الضحى يوم عيد الأضحى. وبمنفسه أو
بعمله أو بماله: تبرع به دون مقابل (محدثة).

১৪৬. ومعناه أكبر دليل عليه: حيث قال ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة: ((إيصال
الشيء إلى الشيء، أو وصوله إليه من تلقاء نفسه))، فلا يقال: أوصل بالشيء إلى
فلان، بل يقال: أوصل الشيء إلى فلان. كذلك نقول: التدخين يؤدي صاحبه إلى
الهلاك. والغفلة تؤدي طالب العم إلى الفشل.

قال الجرجاني في أسرار البلاغة: فإن هذا قد أدى إليك شكلاً مخصوصاً لا يتصور في كل
واحد من المذكورين.

و في الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين: حثي وصل إلى من أدى رسالته إليها.
و في التذكرة الحمدونية: ((فقد أدى الأمانة إلى متحملها.)) و فيه: ((فلما أدى العبدُ
الرسالةَ إلهم)).

و في التعازي و المراثي للمبرد: ((أدى إليه الكيل صاعاً بصاع)).
وقال ابن جني في الخصائص: ((وهذا ونحوه عندنا هو الذي أدى إلينا أشعارهم
وحكاياتهم)).

فعلى هذا؛ نقول: التدخين يؤدي صاحبه إلى الهلاك، و الغفلة تؤدي طالب العلم إلى
الفشل.

سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ بِأَمْرٍ، أَمْ سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ أَمْرًا؟

অর্থ: তার নফস তার কাছে বিষয়টি সুসজ্জিত করে তুললো।

يقولون: سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ بترك الصلاة، سَوَّلَ لَهُ زَمِيلُهُ بِالْهَرُوبِ مِنَ الْمَدْرَسَةِ، فَيَعْدُونَ الْفِعْلَ إِلَى الْمَفْعُولِ بِحَرْفِ الْجَرِّ، وَ إِنَّمَا يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ.^{১৪৭}

اعْتَقَدَهُ أَمْ اعْتَقَدَ بِهِ؟

অর্থ: বিশ্বাস করলো।

يقولون: اعتقد بنجاح ولده في الامتحان، الكافر لا يعتقد بالحشر والنشر. والمختار فيه: تعديته بنفسه.^{১৪৮}

قبله أَمْ قَبِلَ بِهِ؟

অর্থ: সে তা গ্রহণ করলো।

يقولون: قبل المتخاصمان بحكم القاضي، نسأل الله أن يقبل بعملنا. فَيَعْدُونَ الْفِعْلَ بِ(ب)، وَهُوَ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ.^{১৪৯}

১৪৭. في القرآن الكريم: ((بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً)).

قال الجوهري: ((سَوَّلَتْ نَفْسُهُ أَمْرًا، أَي زَيَّنَتْهُ لَهُ)).

وقال صاحب العين: ((سَوَّلَتْ لِفُلَانٍ نَفْسُهُ أَمْرًا..)).

وقال ابن عباد في المحيط: ((سَوَّلَتْ لِفُلَانٍ نَفْسُهُ أَمْرًا..)).

فعلى هذا؛ نقول: سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ تَرَكَ الصَّلَاةَ، وَ سَوَّلَ لَهُ زَمِيلُهُ الْهَرُوبَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ.

১৪৮. قال ابن جني في الخصائص: ((باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين

لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة)). و ((إلى ان اعتقد كلاً منهما)). و ((لأنه

اعتقد صحّة الواو المبدلة من الهمزة)). و ((هو اعتقد زيادة شيء واعتقدنا نحن

نقصان شيء)).

فعلى هذا؛ نقول: اعتقد نجاح ولده في الامتحان، الكافر لا يعتقد بالحشر والنشر.

১৪৯. في القرآن الكريم: ((أَنْ أَلَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ)). و ((وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ

التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ)). و ((وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا)).

كَلَّفَهُ بِالشَّيْءِ أَمْ كَلَّفَهُ الشَّيْءَ؟

অর্থ: তাকে বিষয়টির দায়িত্ব দিলো।

يقولون: كَلَّفَ الْأُسْتَاذُ الطَّالِبَ حُلَّ مَسْأَلَةٍ، وَ كَلَّفَنِي أُسْتَاذِي بَكِتَابَةِ عَشْرٍ أَوْ رَاقٍ.

فيعدون الفعل إلى المفعول الثاني ب(ب).

وهو يتعدى إلى المفعولين بنفسه.^{১৫০}

عَيَّرَهُ الْأَمْرَ أَمْ عَيَّرَهُ بِالْأَمْرِ؟

অর্থ: তাকে বিষয়টির ব্যাপারে লজ্জা দিলো।

يقولون: عَيَّرَنِي بِخَطَا، عَيَّرْتُهُ بِمَنْكَرٍ فَعَلَهُ.

فيعدونه إلى المفعول الثاني بحرف الجر،

قال الجوهري: وَتَقَبَّلْتُ الشَّيْءَ وَقَبِلْتُهُ قَبُولًا بِفَتْحِ الْقَافِ، وَهُوَ مُصَدَّرٌ شَاذٌ.

وقال صاحب القاموس: وَتَقَبَّلْتُهُ وَقَبِلْتُهُ كَعَلِمْتُهُ قَبُولًا.

قال ابن سيده في المحكم: وَقَبِلَ الشَّيْءَ قَبُولًا وَقَبُولًا، الْأَخِيرَةُ عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ، وَتَقَبَّلَهُ، كِلَاهُمَا: أَخَذَهُ.

قال ابن سيده في المخصص: صَاحِبُ الْعَيْنِ: قَبِلْتُ الشَّيْءَ قَبُولًا وَتَقَبَّلْتُهُ: أَخَذْتَهُ، وَاللَّهُ يَتَقَبَّلُ الْأَعْمَالُ مِنْ عِبَادِهِ وَعَنْهُمْ وَيَقْبَلُهَا.

قال صاحب المصباح: قَبِلْتُ الْعَقْدَ أَقْبَلَهُ مِنْ بَابِ تَعَبٍ قَبُولًا بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ لُغَةٌ حَكَاهَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، وَ قَبِلْتُ الْقَوْلَ: صَدَقْتُهُ، وَ قَبِلْتُ الْهَدِيَّةَ: أَخَذْتَهُ.

وقال ابن فارس: وَقَبِلْتُ الشَّيْءَ قَبُولًا.

১৫০. فِي الْعَامِيِّ الْفَصِيحِ: كَلَّفَهُ أَمْرًا: أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ. وَكَلَّفَهُ بِالْأَمْرِ: وَكَلَهُ إِلَيْهِ (مُحَدَّثَةٌ).

وقال صاحب المصباح: وَ كَلَّفْتُ الْأَمْرَ مِنْ بَابِ تَعَبٍ حَمَلْتُهُ عَلَى مَشَقَّةٍ وَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ ثَانٍ بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ: كَلَفْتُهُ الْأَمْرَ فَتَكَلَّفَهُ، مِثْلُ حَمَلْتُهُ فَتَحَمَلَهُ وَزَنَا وَمَعْنَى عَلَى مَشَقَّةٍ أَيْضًا.

وفي المعجم الوسيط: كَلَّفَهُ أَمْرًا: أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ وَفَرَضَ عَلَيْهِ أَمْرًا ذَا مَشَقَّةٍ وَكَلَّفَهُ بِالْأَمْرِ: وَكَلَهُ إِلَيْهِ (مُحَدَّثَةٌ).

فعلى هذا: نقول: كَلَّفَ الْأُسْتَاذُ الطَّالِبَ حُلَّ مَسْأَلَةٍ. وَ كَلَّفَنِي أُسْتَاذِي كِتَابَةَ عَشْرٍ أَوْ رَاقٍ.

والمختار فيه: تعديته بنفسه: ১৫১

মস্‌ বে অম্‌ মস্‌?

অর্থ: সে তা স্পর্শ করলো।

يقولون: لا تفعل ما يمس بكرامتك، ولا تقل ما يمس بشهرتك.

فيعدون الفعل بحرف الجر، وهو يتعدى بنفسه. ১৫২

হায শিইয়া, অম্‌ হায আলী শিইয়া?

অর্থ: সে তা অধিকার করলো। লাভ করলো। অর্জন করলো।

يقولون: هذا الأديب حاز على جوائز كثيرة، و حاز المجاهدون على غنائم كثيرة.

فيعدون الفعل بحرف الجر، وهو يتعدى بنفسه. ১৫৩

১৫১. قال ابن سيده في المحكم: وقد عيّره الأمر قال:

وعيّرتني بنو ذبيان خشيته ... وهل على بأن أخشاك من عارٍ

قال صاحب القاموس: وعيّره الأمر ولا تقل بالأمر.

قال الزبيدي: وقد عيّره الأمر ولا تقل: عيّره بالأمر فإنه قول العامة: هكذا صوّته

الحريري في درة الغواص. وقد صرح المزوي في شرح الحفاسة بأنه يتعدى بالباء

قال: والمختار تعديته بنفسه قاله شيخنا.

১৫২. في القرآن الكريم: ((إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ)). و((قَدْ مَسَّ

أَبَاءَنَا الضُّرُّ وَالسَّرُّ)). ((وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ)). ((وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ)).

إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ)). ((مَسَّهُمُ الْبَأْسُ وَالضُّرُّ)).

قال الصغاني في العباب الزاخر: مَسَسْتُ الشَّيْءَ - بالكسر - أَمَسُهُ مَسًّا

وقال خليل: مَسَسْتُ الشَّيْءَ بِيَدِي مَسًّا، وَمَسَسْتُ، مخفف.

وقال صاحب القاموس: مَسَسْتُهُ بالكسر أَمَسُهُ مَسًّا.

وقال ابن عباد: وَمَسَسْتُ الشَّيْءَ أَمَسُهُ.

فعلى هذا: نقول: لا تفعل ما يمس كرامتك، ولا تقل ما يمس شهرتك.

حوى الشيء أم حوى على الشيء؟

ধারণ করলো। সংবলিত হলো।

يقولون: حَوَّتِ المكتبةُ على كتبٍ قيِّمَةٍ، حوى الكتاب على معلومات جديدة. فيعدون الفعل بحرف الجر (على)، وهو يتعدى بنفسه.^{১৫৪}

أدمن على شرب الشاي، أم أدمن شرب الشاي؟

কোন কাজে লেগে থাকলো। কোন কিছু অব্যাহতভাবে করলো।

يقولون: أدمن على التدخين حتى أضر بجسمه، وأدمن على لعب الكرة. والأصل في هذا الفعل أن يعدى إلى المفعول بدون صلة، وهو اختيار الأدباء و الفصحاء و اللغويين.^{১৫৫}

১৫৩. في الفائق: ((وفي المغازي: حاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خَيْرَ كله.)) قال الجوهري: الحَوَزُ: الجمع. وكل من ضمَّ إلى نفسه شيئاً فقد حازَه حَوْزاً وحِيازَةً، واختارَه أيضاً.

و قال الزبيدي: كلُّ مَنْ ضمَّ شيئاً إلى نَفْسِهِ من مالٍ أو غير ذلك فقد حازَه حَوْزاً كالحِيازَةِ بالكسر والاختِياز . ويقال : حازَ المالَ إذا اختارَه لِنَفْسِهِ . وعليكَ بِحِيازَةِ المالِ وحازَه إليه واختارَه.

فعلى هذا؛ نقول: حاز جوائز كثيرة، حاز المجاهدون غنائم كثيرة.

১৫৪. العين للخليل: حَوَى فلان مالاً، أي: جمعه وأحزره، واحتوى عليه.

لقاموس المحيط: حَوَاهُ و يَحْوِيهِ حَيّاً وَحَوَايَةً وَاحْتَوَاهُ وَاحْتَوَى عليه : جَمَعَهُ

المحكم والمحيط الأعظم: حَوَى الشيء، واحتواه، واحتوى عليه.

المحيط في اللغة: وَحَوَى فلانٌ مَالَهُ: جَمَعَهُ وَأَحْزَرَهُ، وَاحْتَوَى عليه.

كتاب مقاييس اللغة: يقال حَوَيْتُ الشيءَ أَحْوِيهِ حَيّاً.

فعلى هذا؛ نقول: حوت مكتبتنا كتباً قيمة، حوى الكتاب معلومات جديدة.

১৫৫. في العامي الفصيح: أدمن الشراب وغيره: أدامه ولم يقطع عنه، وأدمن الأمر: واطب عليه.

وفي القاموس: وأدْمَنَ الشيءَ : أدامَهُ.

في المحكم: أدمن الشرب شيئاً بعد شيء.

راقب الأستاذ على الطلاب أم راقب الأستاذ الطلاب؟

অর্থ: শিক্ষক ছাত্রদের নেগারানি করলো। দেখাশোনা করলো।

يقولون: يراقب المعلمون على طلابهم. فيعدون الفعل إلى مفعوله بحرف الجر، والأصل فيه: تعديته بنفسه.^{১৫৬}

رَكَّزَ المحاضرُ كلماته على موضوع واحد أم رَكَّزَ المحاضرُ كلماته في موضوع واحد؟

অর্থ: বক্তা তার বক্তৃতা একটি বিষয়ে নিবদ্ধ করলো।

يقولون: رَكَّزَ الأستاذُ بحثه على موضوع واحد، و رَكَّزَ همَّك على الدراسة و المطالعة.

هذا الفعل غالبا يتعدى إلى مفعولين، أما الأول فيتعدى إليه بنفسه، و أما الثاني فيتعدى إليه بحرف الجر (في).^{১৫৭}

وفي المصباح: أدمن فلان كذا إدمانا: واطبه ولازمه.

وفي الأغاني: ومن أدمن طلب شيء ظفیر ببعضه.

وفي الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحیدی: ويقال: من أدمن الأكل والشرب في أواني النحاس أفسدت (أي الأواني) مزاجه.

وفي التمثيل والمحاضرة للثعالبي: من أدمن الاستفتاح فتح الأغلاق.

وفي اللسان: وَرَقَبَ الشيءَ يَرْقُبُهُ وراقبه مُراقِبَةٌ وراقباً حَرَسَهُ .

في المصباح: وكيف ينام من يراقب النجوم

في محاضرة الأدباء للأصفهاني: من راقب الناس في مذاهبه ... أصمه رُبه وأعماه.

في الأغاني: من راقب الناس لم يظفر بحاجته.

في الوسيط: راقبه مراقبة وراقباً: رقبه أي حرسه ولاحظه. ويقال: راقب الله أو ضميره في

عمله أو أمره: خافه وخشيه. وفلان لا يراقب الله في أمره: لا ينظر إلى عقابه فيركب

رأسه في المعصية.

وفي المعجم الوسيط: رَكَّزَ شَيْئًا فِي شَيْءٍ رَكَّزًا: أَقَرَّهُ وَأَثْبَتَهُ، ويقال: رَكَّزَ السَّهْمَ فِي

الأرض: غَرَزَهُ، وَ رَكَّزَ اللهُ المَعَادِنَ فِي الأَرْضِ.

و رَكَّزَ فِكْرَهُ فِي كَذَا: حَصَرَهُ فِيهِ (مج)

ساد قومَه أم ساد على قومِه؟

অর্থ: তার গোত্রের নেতৃত্ব দিলো। তার গোত্রের নেতা হলো।

يقولون: فلان يسود على قومِه بخُلُقِه و فضلِه، و فلان ساد على الناس ظلما وقهرا.

فيعدون الفعل إلى المفعول بحرف الجر، وهو يتعدى بنفسه. ^{১৫৮}

يلزَم على كل طالب أن يقيم الصلاة في المسجد مع الجماعة

أم يلزَم كُلُّ طالبٍ أن يقيم الصلاة في المسجد مع الجماعة؟

প্রতিটি ছাত্রের উচিত জামাতের সাথে মসজিদে নামাজ পড়া।

يقولون: لزم علي أن أفعل كذا، يلزم عليك أن تفعل كذا،

فيعدون الفعل إلى المفعول بحرف الجر (على)، وهو يتعدى بنفسه. فيقال: لزمه الشيء. ولا يقال: لزم عليه الشيء. ^{১৫৯}

في نهاية الأرب في فنون الأدب: حتى رَكَزَ رأيتَه في رَضْمِ حجارة تحت الحصن. فعلى هذا؛ نقول: رَكَزَ الأستاذُ بحثَه في موضوع واحد، و رَكَزَ همَّكَ في الدراسة .

১৫৮ في الأغاني: إني لبنت ضمرة بن جابر # ساد معداً كابراً عن كابر

الجوهري: سادَ قومَه يَسودُهُم.

صاحب القاموس: سادَ القومَ بِشَجَاعَةٍ وَكَرَمٍ ونحوهما.

الزمخشري في الأساس: ساد قومَه يسودهم.

فعلى هذا؛ نقول: فلان يسود قومَه بخُلُقِه و فضلِه، و فلان ساد الناسَ ظلماً و قهراً.

১৫৯ في المعجم الوسيط: لزم الشيء لزوماً: ثبت ودام، والشيء فلاناً: وجب عليه.

في العامي الفصيح: وَلَزِمَ فلاناً الشيءُ: وجب عليه. ويقولون: لَزِمَهُ الدِّينُ، وَلَزِمَهُ الطلاقُ.

و ابن فارس: (لزم) اللام والزاء والميم أصلٌ واحد صحيح، يدلُّ على مصاحبة الشيء

بالشيء دائماً. يقال: لَزِمَهُ الشيءُ يَلْزِمُه.

و في المصباح: لزمه المال: وجب عليه.

فعلى هذا؛ نقول: لَزِمَنِي أن أفعل كذا، يلزِمَكَ أن تفعل كذا.

استأذنه أم استأذن منه؟

অর্থ: তার কাছে অনুমতি চাইলো।

يقولون: استأذن التلميذ من معلمه، استأذن المعلم من الرئيس في الذهاب إلى البيت. فيعدون الفعل إلى المفعول بحرف الجر (من)، وهو يتعدى بدون صلة.^{১৬০}

حرمه الشيء أم حرمه من الشيء؟

অর্থ: তাকে জিনিসটি থেকে বঞ্চিত করলো।

يقولون: حرمه فلان من كذا، و حرمت فلانا من كذا. فيعدون الفعل إلى المفعول الثاني بحرف الجر (من)، وهو يتعدى إليه بنفسه.^{১৬১}

১৬০ في القرآن الكريم: ((وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ)). و ((وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ)). و ((لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ * إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)).

و يقال: استأذنه في كذا، و لكذا، كما في التنزيل العزيز: ((فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ)). و ((فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ)).

في التاج: وحديث سعد: أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله. قال الدينوري في الأشربة و ذكر اختلاف الناس فيها: استأذن عبد الرحمن بن عوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في لبس الحرير لعله كانت به فاذن له.

أما استأذن عليه: فمعناه: طلب الإذن في الدخول عليه.

১৬১-الجوهري: وَحَرَّمَ الشَّيْءُ حُرْمَةً. يقال: حَرَمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْحَائِضِ حُرْمًا. وَحَرَمَهُ

الشَّيْءُ يَحْرِمُهُ حَرِمًا وَحُرْمَةً وَحَرِيمَةً وَحَرْمَانًا، وَأَحْرَمَهُ أَيْضًا، إِذَا مَنَعَهُ إِيَّاهُ.

-ابن المنظور: حَرَمَهُ الشَّيْءُ يَحْرِمُهُ حَرْمَانًا وَحَرِمًا.

-صاحب المختار: وَ حَرَمَهُ الشَّيْءُ يَحْرِمُهُ حَرْمَانًا وَ أَحْرَمَهُ أَيْضًا إِذَا مَنَعَهُ إِيَّاهُ.

خَشِيَهُ أَمْ خَشِيَ مِنْهُ؟

অর্থ: তাকে ভয় করলো।

والأفصح فيه: تعديته بنفسه، و إن جاز تعديته بـ(من).^{১৬২}

سلبه القلم أم سلب منه القلم؟

অর্থ: তার থেকে কলম ছিনিয়ে নিলো।

يعدون الفعل إلى المفعول (المسلوب منه) بحرف الجر (من) وهو يتعدى إلى كلا المفعولين بنفسه.^{১৬৩}

شكاه/إليه من سوء خلقه، أم شكاه/إليه سوء خلقه؟

অর্থ: সে তার কাছে অমুকের দুশ্চরিত্রের অভিযোগ করলো।

يعدون الفعل إلى المفعول (ما يشكى منه) بحرف الجر (من) وهو يتعدى إليه بنفسه -على الأفصح-.^{১৬৪}

-في الوسيط: حرم فلانا الشيء (ض) جرمانا: منعه إياه.

১৬২. في القرآن الكريم: ((إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)) و ((يَخْشَوْنَ النَّاسَ)).
((الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ)). و ((وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ)). ((وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ)).

-الأزهري: وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحيات فقال: من خشي خبثهن وشرهن وأرهن فليس منا.

-المحكم: خَشِيَهُ خَشْيًا ، وَتَخَشَّاهُ. كلاهما: خافه

-ابن القطاع: و خشي الله خشية: اتقاه، والشيء: خافه.

১৬৩. في القرآن الكريم: ((وَإِنْ يَسْأَلْهُمْ الدُّبَابُ شَيْئًا)) - (الحج ৭৩).

اللسان: سَلَبَهُ الشَّيْءَ يَسْلُبُهُ سَلْبًا وَسَلَبًا وَاسْتَلَبَهُ إِيَّاهُ.

التاج: سَلَبَهُ الشَّيْءَ يَسْلُبُهُ سَلْبًا : اخْتَلَسَهُ كاستلَبَهُ إِيَّاهُ . وَمِنْ الْمَجَازِ : سَلَبَهُ فُؤَادَهُ وَعَقْلَهُ وَأَسْلَبَهُ.

১৬৪. في القرآن الكريم: ((إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ)).

عانى فلان المشقة أم عانى فلان من المشقة؟

অর্থ: কষ্ট ভোগ করলো।

يقولون: أتمَّ العملَ بعد أن عانى من المشقة الكبيرة. و يعاني الغريب من ألم البعد عن الوطن.

والصواب: أن يعدى الفعل إلى المفعول بنفسه.^{১৬৫}

أحسن فلان الردَّ على البدع أم أحسن فلان في الرد على البدع؟

অর্থ: বিদআতের উপর ভালোভাবে রদ করেছে।

يقولون: أحسنت في فعلك، و أحسنت في قرائتك، و فلان يحسن في عرض بحثه. فيعدون الفعل بحرف الجر (في) والحق في هذا الفعل، أنه إذا استعمل متعدياً، يُعدى بنفسه، بدون حرف الجر (في).^{১৬৬}

فلان أخطأ الصواب أم فلان أخطأ عن الصواب؟

অর্থ: ভুল করলো।

في المحكم: شكاً إليه حاله.

في المحيط في اللغة: شكاً إليه حاجة.

أساس البلاغة للجرجاني: شكاً إلى عامل المأ.

১৬৫- في المثل السائر لابن الأثير:

وَمَا كُلُّ مَنْ قَالَ الْقَرِيضَ بِشَاعِرٍ ... وَلَا كُلُّ مَنْ عَانَى الْهَوَى بِمُتَمِّمٍ

-وفي أساس البلاغة: لقد عانى سَلَفِي فيه الشدائد.

-وفي الوسيط: عاناه: قاساه وكابده.

১৬৬. في القرآن الكريم: ((إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ)). و ((وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ)). و

((إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا)). و ((الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ)).

وفي الحديث: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبائح.

قال ابن منظور: مَنْ رَاقَبَ اللَّهَ أَحْسَنَ عَمَلَهُ.

وقال أيضاً: و قوله تعالى إنا نراك من المحسنين: الذين يُحْسِنُونَ التَّوْبِيلَ.

يقولون: أخطأ الطالبُ عن الصواب، و عن الإجابة الصحيحة.

والصواب في هذا الفعل أنه إذا استعمل متعدّيًا فإنه عدّي بنفسه، و ب(ب) و ب(في)، ولا يستعمل معه حرف الجر (عن).^{১৬৭}

أعلن عن الشيء أم أعلن الشيء و به؟

অর্থ: ঘোষণা করলো।

الأصل في هذا الفعل أن يعدى بنفسه، أو بحرف الجر (ب).^{১৬৮}

اشتاق ل أم اشتاقه و إليه؟

অর্থ: সে আগ্রহী হলো।

يقولون: هو يشتاق لقراءة القصص، تشوّق لبيته.

فيعدون الفعل بحرف الجر (ل) وهو يتعدى بنفسه، و ب(إلى).^{১৬৯}

১৬৭. في القرآن الكريم: ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ)).

فعلى هذا؛ نقول: أخطأ الطالبُ الصواب، أخطأ الطالبُ في الإجابة الصحيحة.

১৬৮. و يوجد استعمال (عن) وذلك نادر، لما في الوسيط: ص ১২৫، و كذا وجد في كتابة الطريحي في معجمه.

- في الزاهر في معاني كلمات الناس: لأبي بكر الأنباري: قال الشاعر:

يأْهِذا الكاشِرُ المَزْكُنُ# أَغْلِنُ بما تخفي فَإِنِّي مُغْلِنُ

- و في القاموس: وأَعْلَنْتُهُ و به.

- و في المحكم: أعلن به وأظهره.

- و في اللسان: وأَعْلَنَهُ وأَعْلَنَ به.

- و في الوسيط: أعلنه وبه: أظهره.

১৬৯- في المحيط في اللغة: إشتاق إليه.

- وفي المخصص: أي إشتاقُ إليه. وفي اللسان: شاق إليه شَوْقاً وَتَشَوُّقَ وإشتاقَ إشتياقاً.

- وفي الوسيط: اشتاقه وإليه: رَغِبَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ.

أَعْطِيْتُهُ حَقَّهُ أَمْ أُعْطِيْتُ لَهُ حَقَّهُ؟

অর্থ: আমি তাকে তার হক দিয়ে দিয়েছি।

يقولون: أعطيت له حقه. و أعطى المتصدق للفقير ثوباً، و أعطى المال لمستحقه. فيعدون الفعل إلى المفعول (المعطى له) بحرف الجر (ل)، وهو يتعدى إلى المفعول (المعطى له) بنفسه.^{১৭০}

نَسِيَ الشَّيْءَ أَمْ نَسِيَ عَنِ الشَّيْءِ؟

অর্থ: ভুলে গেলো। বিস্মৃত হলো।

يقولون وقت الامتحان: ولا تنسوا عن المثل السائر: عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان. و يقولون: لاتنس عني في الدعاء.^{১৭১}

১৭০. في القرآن الكريم: ((قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى)). و ((إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ)).

في الحديث: ((قَالَ : أَعْطُوا الْمَجَالِمَ حَقَّهَا)) و ((أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)) و ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)).
وفي الصحاح: أَعْطَاهُ مَا لَا يُغْطِيهِ إِعْطَاءً.

১৭১. في القرآن الكريم: ((قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى)).-(طه ১২৬). و ((وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ)).-(الكهف ৬৩). و ((وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)).-(البقرة ২৩৭). و (((فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ)).-(الأنعام ৪৪). و ((فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا)).-(الأعراف ৫১). ((حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ)).-(الفرقان ১৮). ((نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ)).-(ص ২৬). ((فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ)).-(الكهف ৬৩). ((فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا)).-(السجدة ১৪). و ((وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ)).-(البقرة ৪৪).

-وقال الشاعر-كما في معجم الأدباء:-

سَيُؤْنِسُهُ رَفَقاً وَيَنْسَى نِفَارَةً كَمَا نَسَى الْقَيْدَ الْمُوثِقَ مُطْلَقاً

اجْتَنِبْ عَنِ الْمَعَاصِي أَمْ اجْتَنِبِ الْمَعَاصِي؟

অর্থ: গুনাহ থেকে রিবত থাকলো।

يقولون: إن ترد التقرب من الله فاجتنب عن المعاصي، اجتنب عن الفواحش و المنكرات. فيعدون الفعل إلى المفعول ب(عن)، وهو يتعدى بنفسه.^{১৭২}

-العامي الفصيح: نَسِيَ الشيءَ نَسْوَةً: تركه على غفلة أو عمدًا. ونَسِيَ الأمر: أهملته ذاكرته ولم يَعِهِ. وأنساه الشيء: حمله على تركه. تناسى الشيء: حاول أن ينساه أو أظهر أنه نسيه..

-العين للخليل: نَسِيَ فلانٌ شيئاً كان يَذْكُرُهُ.

-القاموس للفروزآبادي: نَسِيَهُ ي نَسِيَةً نَسِيًا ونَسِيَانًا ونَسَايَةً بكسرهنَّ ونَسْوَةً : ضِدُّ حَفِظَهُ . وأنساه إياه . فعلى هذا: نقول: لا تنسوا المثل السائر..... لا تنسني في الدعاء.

১৭২ في القرآن الكريم: ((فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ))-(الحج ৩০)، وفيه: ((وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ))-(النحل ৩৬)، و ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ))-(المائدة ৯০)، و ((إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ))-(النساء ৩১)، و ((وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ))-(الشورى ৩৭)، ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ))-(الحجرات ১২).

-و في تهذيب اللغة: اجْتَنِبِ الذنوبَ ولا تركها.

-و في الأغاني: تقول: اجْتَنِبْ دارنا بالنهار وزُرنا إذا غاب ضوء القمر.

-و في التمثيل والمحاضرة للثعالبي: اجْتَنِبْ مصاحبة الكذاب

-و في ربيع الأبرار: للزمخشري: اجْتَنِبْ الشهوة فإنها رأس كل مهلكة.

فعلى هذا: نقول: إن تُرد التقرب من الله فاجتنب المعاصي، و اجتنب الفواحش

পরিশিষ্ট

الكلام শব্দটি কি বাবে تفعیل এর মাসদার?

الكلام শব্দটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত কথা হলো,

- আমাদের মাঝে প্রচলিত ছারফের অনেক কিতাবে আছে, বাবে তাফয়িলের মাসদারের একটি ওজন হলো ف এ ফাতহার সাথে فعال। কিন্তু আমার জানামতে প্রাচীন এবং আধুনিক নাহব ছারফের আরবি নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে বাবে তাফয়িলের মাসদারের আওয়ানের আলোচনায় ف এ ফাতহার সাথে فعال ওজনকে বাবে তাফয়িলের মাসদাররূপে উল্লেখ করা হয়নি।
- জুমহুর নাহবি, ছারফি, এবং লুগাবির সিদ্ধান্ত হলো الكلام শব্দটি বাবে তাফয়িলের মাসদার নয়। বরং ‘ইসমে মাসদার’। পক্ষান্তরে যারা শব্দটিকে বাবে তাফয়িলের মাসদার বলেছেন তারা জুমহুর বা আকসার নন। তারা হলো ‘শিরযিমা কলিলা’। জুমহুর বিভিন্ন কায়িদা এবং মিছালের মাধ্যমে তাদের রদ করেছেন। জুমহুর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত মতই কেনো হয়ে উঠলো আমাদের মাঝে বিখ্যাত?
- লুগাতের কোনো কিতাবেই الكلام শব্দকে كَم এর মাসদাররূপে উল্লেখ করা হয়নি। যে অভিধানেই كَم এর মাসদার উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে ا এ তাশদিদের সাথে الكلام।

সুতরাং জুমহুর নাহবি, ছারফি এবং লুগাবির মত অনুযায়ী আমরা বলবো, كَم এর মাসদার كلام নয় বরং كَلَام এবং تَكْلِيم। আর كلام হলো كَم ফিলের ইসমে মাসদার। মাসদার নয়।

অদ্রপ سلم ফিলের মাসদার سَلَام নয় বরং تَسْلِيم এবং سَلَام। আর ‘সালাম’ সাল্লামা ফিলের ইসমে মাসদার। মাসদার নয়।

টীকায় আমরা الكلام শব্দটি নিয়ে বিশিষ্ট নাহবি, ছারফি এবং লুগাবিদের কথা উল্লেখ করছি।

নয় مصدر শব্দটি কলাম

📖 شرح الرضي لكافية ابن الحاجب: لمحمد بن الحسن المعروف بالرضي
(٦٨٦): ٣٥٣/١:

ومن غير المصدر، نحو: أعطيته عطاءً، وكلمته كلاماً، فإنهما ليسا بمصدرين
لشيء من الأفعال.

📖 شرح الرضي لكافية ابن الحاجب: لمحمد بن الحسن المعروف بالرضي
(٦٨٦): ٣/١:

والكلام بمعناه، لكنه لم يوضع في الأصل مصدراً- على الصحيح-، إذ ليس
على صيغة مصادر الأفعال التي تنصبها على المصدر نحو كلمته كلاماً،
وتكلم كلاماً بل هو موضوع لجنس ما يتكلم به، سواء كان كلمة، على
حرف كواو العطف أو على أكثر،

📖 سفر السعادة و سفير الإفادة: لأبي الحسن علي بن محمد السخاوي
(٦٤٣): ٢/٢٤٠-٧٤١:

واعلم أن الكلام عندهم هو اسم الشيء المتكلم به، وليس عبارة عن فعل
المتكلم، ولا هو مصدر جار على كلم، إنما مصدر (كلم) التكليم؛ فنسبة
الكلام من كلم كنسبة السلام من سلم.

اسم المصدر নয়। مصدر শব্দটি কলাম

📖 المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠): ص-١٣.

((وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ أَعْلَمَ بِهَا. قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَقَوْلُهُمْ: أَذَّنَ الْعَصْرُ
بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ خَطَأً، وَالصَّوَابُ: أَذَّنَ بِالْعَصْرِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مَعَ حَرْفِ

الصلة (وَالْأَذَانُ) اسم منه والفعال بالفتح يأتي اسما من فَعَّلَ بالتشديد
وَدَّعَ وداعا وسلَّم سلاما وكَلَّمَ كلاما وزَوَّجَ زواجاً وجَهَّزَ جَهازاً))

📖 المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠): ص ٩٩.

فيقال: تَبَّرَهُ. والاسم: التَّبَارُ، والفعال بالفتح: يأتي كثيرا من فَعَّلَ نحو كَلَّمَ
كلاما وسلَّم سلاما ووَدَّعَ وداعا.

📖 المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠): ص ٣٥٣.

وَالزَّوْجُ أيضا بالفتح يجعل اسما من زَوَّجَ، مثل سلم سلاما، وكلم كلاما.
ويجوز الكسر ذهابا إلى أنه من باب المفاعلة لأنه لا يكون إلا من اثنين.

📖 المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠): ص ٥٥٩.

وعزيتة تعزية: قلت له: أحسن الله عزائك أي رزقك الله الصبر الحسن و
العزاء: مثل سلام، اسم من ذلك، مثل سلَّم سلاما وكَلَّمَ كلاما.

উল্লিখিত ইবারতসমূহে বলা হলো, এ ফাতহার সাথে ওজনের
অনেক اسم বাবে তفعিল থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে। লক্ষণীয় বিষয় হলো,
উল্লিখিত ইবারতে একথা বলি হয়নি যে, এ ফাতহার সাথে ওজনের
ওজনের অনেক مصدر বাবে তفعিল থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে। আল
মিহবাহুল মুনির এর নিম্নোক্ত ইবারত থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে-
كَلَّمْتُهُ تَكْلِيمًا، والاسم: الْكَلَامُ.

তো এই ইবারতে বলা হলো, মাসদার হলো تَكْلِيمٌ। কিন্তু ইসম হলো
كَلَامٌ।

📖 حاشية الخُضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: محمد الخُضري: ٢/٢٣:

فإن حق المصدر أن يتضمن حروف فعله؛ إما بمساواة له، كتكلم تكلمًا، أو بزيادة كأكرم إكرامًا فإن نقص دون تعويض، كان اسم مصدر، كتوضاً وضوًا وتكلم كلامًا.

📖 الخصائص: لابن جني (٣٩٢)، ١/٢٥:

وذلك أن الكلام اسم من كَلَّمَ بمنزلة السلام من سلم وهما بمعنى التكليم والتسليم وهما المصدران الجاريان على كَلَّمَ وسلَّمَ قال الله سبحانه (وكلم الله موسى تكليمًا) وقال عز اسمه (صلّوا عليه وسلّموا تسليما)

📖 تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: لناظر الجيش (٧٧٨): ٦/٢٨٥٥-

٢٨٥٧:

قال ناظر الجيش: قال المصنف: «من الأسماء ما يقال له: اسم المصدر، وهو ضربان: عَلمٌ، وغير علم.

فالعلم: ما دلّ على معنى المصدر دلالة مغنية عن الألف واللام، لتضمن الإشارة إلى حقيقته كيسار وبرة، وفجار، فهذه وأمثالها لا تعمل عمل المصدر؛ لأنها خالفت المصادر الأصلية بكونها لا يقصد بها الشياخ، ولا تضاف ولا تقبل الألف واللام وتوصف، ولا تقع موقع الفعل، ولا موقع ما يوصل بالفعل، ولذلك لم تقم مقام المصدر الأصلي في توكيد الفعل وتبيين نوعه أو مراته.

وغير العَلَم: ما ساواه في المعنى والشياع وقبول الألف واللام والإضافة والوقوع موقع الفعل وموقع ما يوصل بالفعل، وخالفه بخلوه لفظاً وتقديراً دون عوض من بعض ما في الفعل، ك: «وضوء وغسل»؛ فإنهما مساويان لـ «التوضؤ والاعتسال» في المعنى والشياع وجميع ما نفي عن العلم وخالفاه بخلوهما دون عوض من بعض ما في فعليهما وهما «توضأ واعتسل».

وحق المصدر أن يتضمن حروف الفعل بمساواة: كتوضأً وتوضؤاً، أو بزيادة عليه، ك: أعلم إعلاماً، ودحرج دحرجة، وقلت: «لفظاً وتقديراً»؛ احترازاً من «فعال»، مصدر «فاعل»، ك: «قتال»؛ فإنه مصدر مع خلوه من المدة الفاصلة بين فاء فعله، وعينه؛ لأنها حذفت لفظاً، واكتفي بتقديرها بعد الكسرة، وقد تثبت فيقال: قيتال، وقلت: (دون عوض) احترازاً من: «عدة» فإنها مصدر «وعد» ومع خلوه من الواو؛ لأنّ التاء التي في آخره عوض منها، فكانها باقية، وكذا «تعليم» فإنه مصدر «علم» مع خلوه من التضعيف، لكن جعلت التاء في أوله عوضاً من التضعيف فكانه باق.

ولذلك إذا جيء بالمصدر مضعفاً ك: «كذب كذاباً»، استغني عن التاء، ونسب التعويض إلى تاء «تعليم»، دون يائه؛ لأنّ ياءه مساوية لألف «إكرام»، واستماع، وانطلاق، واستخراج ونحوهما، من المرات التي قصد بها ترجيح المصدر على لفظ الفعل الزائد على ثلاثة أحرف، دون حاجة إلى تعويض، ومن المحكوم بمصدريته مع خلوه من بعض حروف فعله «كينونة»، أصله: كينونة، ثمّ عومل معاملة «ميت» إذا قيل: ميت، فحذفت عينه، وعوّض منها التاء.

ومن المحكوم بمصدريته: «ثواب وعطاء» أصلهما: «إثواب، وإعطاء»، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، والمصدرية باقية، ومن المحكوم بمصدريته، أيضاً: «طاعة، وطاقة، وجابة»، والأصل: «إطاعة، وإطاقة، وإجابة»؛ لأنها مصادر: «أطاع، وأطاق، وأجاب»؛ فحذفت الهمزة، واكتفي بالتقدير، فهذه وأمثالها مصادر لقرب ما بينها وبين أصلها، بخلاف ما بينه وبين الأصل بعد وتفاوت، ك: «عون، وعشرة، وكبر، وعمر، وغرق، وكلام»، بالنسبة إلى: «إعانة، ومعاشرة، وتكبر، وتعمير، وتكليم»؛ فهذه وأمثالها أسماء مصادر.

📖 تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: لناظر الجيش (٧٧٨): ٢٨٥٨/٦:

وجعل «كلاماً» اسم مصدر، لكثرة الحذف، وحصول التغيير.

📖 قال ابن سيده في المخصص في اللغة: ١٠٣/١٥:

وبعض أصحابنا يقول: أن غراء هو المصدر، والغراء الاسم، وكذلك يقول في الظَّمَاء، كما يقول في تَكَلَّمَ كلاماً، وإنما مصدر تَكَلَّمَ تَكَلُّماً، فالكلام الاسم لا المصدر.

ক্লাম এর মাসদার ক্লাম

📖 قال ابن سيده في المخصص في اللغة: ١٨٥/١٤:

قال سيبويه: وأما فعَّلت فالمصدر منه على التفعيل جعلوا التاء التي في أوَّله بدلا من العين الزائدة في فعَّلت وجعلوا الياء بمنزلة ألف الإفعال فغيَّروا أوَّله كما غيَّروا آخره وذلك قولك كَسَّرْتَه تكسيراً وعدَّيْتَه تعذيباً، وقد قال قومُ كَلَّمْتَه كِلَاماً وحَمَلْتَه حِمَالاً أرادوا أن يجيئوا به على الإفعال فكسروا أوَّله

فهؤلاء نحو أَفْعَلَ إفعالاً لأن إفعالا على حروف أَفْعَلَ وقد زيدَ قبل آخره أَلِفٌ وكُسِرَ أوله فكذلك كَلَامٌ وِحْمَالٌ وقد زيدَ قبل آخره أَلِفٌ وكُسِرَ أوله وأُتِيَ بحروف الفعل على جملتها .

📖 جامع الدروس العربية: لمصطفى الغلاييني: ١٦٠/١-١٦١:

شبه الفعل من الأسماء

والمرادُ به الأسماءُ التي تُشبهُ الأفعالَ في الدلالة على الحدثِ ولذا تُسمى "الأسماءُ المشبَّهةُ بالأفعال" و "الأسماءُ المتصلةُ بالأفعال" أيضاً.

وهي تسعةُ أنواعٍ، المصدرُ،.....

المصدر وانواعه

المصدرُ هو اللفظُ الدالُّ على الحدثِ، مُجَرِّداً عن الزمانِ، متضمناً أحرفَ فعله لفظاً، مثل "عَلِمَ عِلْماً، أو تقديرًا، مثل "قاتلَ قِتالاً" أو مُعَوِّضاً بما حُذِفَ بغيره، مثل "وَعَدَ عِدَّةً، وسلَّم تسليمًا".

(فالعلم مشتمل على أحرف "علم" لفظاً. والقتال مشتمل على ألف "قاتل" تقديرًا، لأن أصله "قيتال"، بدليل ثبوت هذه الياء في بعض المواضع، فنقول "قاتل قيتالاً، وضارب ضيراباً" وهذه الياء أصلها الألف في قاتل، انقلبت ياءً لانكسار ما قبلها. والعدة أصلها "الوعد" حذفت الواو وعوّضت منها تاءً التأنيث. والتسليم أصله "السلام". بكسر السين وتشديد اللام، حذف أحد حرفي التضعيف، وعوّض منه تاءً التفعيل، فجاء على "تسلام" كالتكرار. ثم قلبوا الألف ياءً، فصار إلى "التسليم". فالتاء عوضٌ من إحدى اللامين.

فان تضمن الاسمُ أحرف الفعل ولم يدل على الحدث، كالكحل والدهن والجرح (بضم الأول في الثلاثة)، فليس، بمصدر. بل هو اسم للأثر الحاصل بالفعل، أي الأثر الذي يحدثه في الفعل).

وان دلَّ على الحدث، ولم يتضمن كل أحرف الفعل، بل نقص عنه لفظاً وتقديراً من دون عوض، فهو اسم مصدر، كتوضاً وضوءاً، وتكلم كلاماً، وسلم سلاماً.

📖 الكتاب: لسيبويه: ٧٩/٤:

وأما فعلت: فالمصدر منه على التفعيل، جعلوا التاء التي في أوله بدلاً من العين الزائدة في فعلت، وجعلوا الياء بمنزلة ألف الإفعال، فغيروا أوله كما غيروا آخره، وذلك قولك: كسرتة تكسيرا، وعذبتة تعذيباً.

وقد قال ناسٌ: كلمته كلاماً وحملته حملاً أرادوا أن يجيئوا به على الإفعال فكسروا أوله وألحقوا الألف قبل آخر حرف فيه ولم يريدوا أن يبدلوا حرفاً مكان حرف ولم يحذفوا، كما أن مصدر أفعلت واستفعلت جاء فيه جميع ما جاء في استفعل وأفعل من الحروف ولم يحذف ولم يبدل منه شيء وقد قال الله عز وجل ((وكذبوا بآياتنا كذاباً)).

📖 قال سيبويه في ((كتابه)) كما في ((شرحه)) لابن الميزبان

(٣٦٨): ٤٥٦/٤:

أما الذين قالوا: تحملت تحملاً فإنهم يقولون: قاتلت قيتالاً، فيوفرون الحروف ويجيئون به على مثال إفعال، وعلى مثال قولهم كلمته كلاماً.

❏ قال ابن جني في الخصائص: ٢٥/١:

وقال سيبويه: ((هذا باب علم ما الكلم من العربية)) فاختار الكَلِمَ على الكلام، وذلك أن الكلام اسم من كَلَّمَ، بمنزلة السلام من سلم، وهما بمعنى التكليم والتسليم، وهما (يعني: التكليم، والتسليم) المصدران الجاريان على كَلَّمَ وسَلَّمَ؛ قال الله سبحانه: ((وكلم الله موسى تكليماً)) وقال -عزَّ اسمه-: ((صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً)) فلما كان الكلام مصدراً، يصلح لما يصلح له الجنس، ولا يختص بالعدد دون غيره، عَدَلَ عنه إلى الكلم الذي هو جمع كلمة.

❏ شرح المفصل للزمخشري: لابن يعيش (٦٤٣): ٧٣/١-٧٤:

واعلم أنهم قد اختلفوا في الكلام، فذهب قومٌ إلى أنه مصدرٌ، وفعله "كَلَّمَ"، جاء محذوف الزوائد، ومثله "سَلَّمَ سلاماً"، وأَعْطَى عطاءً؛ قالوا: والذي يدلُّ على أنه مصدرٌ، أنك تُعْمِلُهُ، فتقول: عَجِبْتُ من كلامِكَ زيداً، فإِعْمَالُكَ إِيَّاهُ في زيدٍ دليلٌ على أنه مصدرٌ، إذ لو كان اسماً لم يَجْزِ إِعْمَالُهُ، وقد أُعْمِلَ.

قال الشاعر [من الوافر]:

[أَكْفُرًا بَعْدَ رَدِّ الْمَوْتِ عَنِّي] ... وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِئَةَ الرَّتَاعَا

فَأَعْمَلُ "العطاء" في "المائة"

وقال الآخر [من الطويل]:

أَلَا هَلْ إِلَى رَيَّا سَبِيلٌ وَسَاعَةٌ ... تُكَلِّمُنِي فِيهَا مِنَ الدَّهْرِ خَالِيَا
فَأَشْفِي نَفْسِي مِنْ تَبَارِيحٍ مَا بِهَا ... فَإِنَّ كَلَامِهَا شِفَاءٌ لِمَا بِيَا

وذهب الأكثرون إلى أنه اسمٌ للمصدر، وذلك أن فعله الجاري عليه لا يخلو من أن يكون "كَلَّمَ" مضاعفَ العين، مثل "سَلَّمَ" أو "تَكَلَّمَ"؛ فـ "كَلَّمَ": فعلٌ يأتي مصدره على "التَّفْعِيلِ". و"تَكَلَّمَ" مثل "تَفَعَّلَ"، يأتي مصدره على "التَّفَعُّلِ". فثبت أن الكلام اسمٌ للمصدر، والمصدرُ الحقيقيُّ "التَكْلِيمُ" و"التَّسْلِيمُ"، قال الله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (١) وقال: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٢). والكلامُ والسلامُ اسمٌ للمصدر

📖 شرح المفصل للزمخشري: لابن يعيش (٦٤٣): ٣٣٦/٥:

قال الشارح: اعلم أن التاء تزداد أولاً وآخرًا، وهي في ذلك على ضربين: مُطَرِّدة وغيرُ مطردة. فالأوَّلُ نحو: "تَفْعِيلٍ"، و"تَفْعَالٍ"، و"تَفَعُّلٍ"، و"تَفَاعُلٍ". فأما "التفعيل"، فهو مصدرُ "فَعَّلَ". قال الله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} ، وربما جاء على "تَفْعِلَةٌ". قالوا: "قَدَّمْتُهُ تَقْدِيمَةً"، و"كَرَّمْتُهُ تَكْرِمَةً" وعلى "فِعَالٍ"، نحو: كَلَّمْتُهُ "كِلَامًا". وفي التنزيل: {وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا}.

📖 ارتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حيان محمد بن يوسف

الأندلسي (٦٥٤-٧٤٥): ٤٩٨/٢-٤٩٩:

ومصدر فعل: إن كان معتلَّ اللام؛ تَفْعِلَةٌ نحو: زكى تزكية، أو صحيحة غير مهموز؛ تَفْعِيلٌ، نحو: كرم تكريمًا، وشذ فيه تَفْعِلَةٌ نحو: جرب تجربة في ألفاظ، وِفْعَالٌ، قالوا: كلمته كِلَامًا، وحملته حِمَالًا أو مهموزًا؛ على تَفْعِيلٍ، نحو: تنبئ وعلى تَفْعِلَةٍ نحو: تنبئة قياسًا مطردًا فيهما: وتَفْعِيلٌ فيه أكثر وأجود قاله أبو زيد.

📖 قال ناظر الجيش في تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد:

فأما «فعل» فإن مصدره جاء على «فعلال» قالوا: كلمته كلاماً، وقد عرف أن قياسه «التكليم»، وقال الله تعالى: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا.

التذيل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي (٦٥٤-٧٤٥): ٢٣/١: ٢٤:

الكلام ينطلق على "المعاني التي تكون في النفس" التي يعبر عنها بالكلام الصناعي، وأنشدوا للأخطل - قيل: ولم يثبت في ديوان شعره -:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما # جعل اللسان على الفؤاد دليلاً
وعلى "التكليم" بخلاف أنه مصدر كلم على حذف الزوائد أم هو اسم مصدر،
وهو قول الأكثرين،

قال الشاعر:

فإن تُمِس ابنة السهمي منا # بعيداً، ما تُكَلِّمُنَا كلاماً

وقال آخر:

ألا هل إلى رَيَّا سبيلٌ وساعةٌ # تكلمني فيها من الدهر خاليا

فأشفي نفسي من تباريح ما بها # فإن كلاميها شفاء لما بيا

واحتج بما حكى أبو علي: عجت ن كلامك عبد الله، وقل به س في باب الاستثناء، ويعمل الفعل فيه نحو كلمته كلاماً. قالوا وقد جاءت منه مثل، نحو عذبه عذاباً، وسلّمت عليه سلاماً، وجوّزته جوازاً، وشوّرته شواراً.
ف "س" (يعني: سيبويه) والجماعة لا يرون هذه المثل إلا أسماء للمصادر، لا أنفسها.

قال ابن هشام: وأصل ما جاء من الثلاثي الأصل على مثال دحرج أن يكون مكسور الأول بألف قبل آخره نحو أكرم إكراماً وضارب ضراباً

وكلم كَلَامًا، وما جاء على غير هذا فبتعويض، وأصل فَعَّلَ الْفِعَّالَ نحو كَلَّمَ
كَلَامًا، وكما قال تعالى: {وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا}، فيجوز في كلها الْفِعَّالُ
والتفعيل، الياء عوض من الحرف المضاعف.

ولا حجة في النصب بعده، فقد يكون به حملاً على المعنى، أو بإضمار ما
يدل عليه.

📖 منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك: للأشموني: ৳৳৳/৳:

بجلاف الوضوء والكلام من قولك: توضأ وضوء و تكلم كلاما، فإنهما اسما
مصدر، لا مصدران؛ لخلوهما لفظا وتقديرا من بعض ما في فعلهما، وحق
المصدر أن يتضمن حروف فعله بمساواة، نحو توضأ توضؤا، أو بزيادة نحو
أعلم إعلاما.

- تهذيب اللغة: للأزهري (٣٧٠): تحقيق: عبد السلام محمد هارون وغيره، المؤسسة المصرية، والدار المصرية.
- المحيط في اللغة لابن عباد (٣٨٥): تحقيق: محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب،
- الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية: للجوهري (٣٩٣): تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت.
- مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي (٦٦٠)، مكتبة لبنان،
- كتاب الأفعال: لابن القَطَّاع (٥١٥): دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد الدكن، الطبعة الأولى.
- الغُباب الزاخر واللباب الفاخر للصغاني (٦٥٠):
- لسان العرب لابن منظور (٧١١): دار صادر، بيروت.
- القاموس المحيط للفيروزآبادي (٨١٧): مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة.
- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (١٢٠٥): وزارة الإعلام في الكويت.
- محيط المحيط للبستاني (١٨٨٣):
- أقرب الموارد للشرتوني (١٩١٢): من منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي.
- المنجد في اللغة: للويس معلوف: (١٩٤٦):
- الرائد: لجبران مسعود: دار العلم للملايين، الطبعة السابعة.

فهرست الكتب

تفاسیر القرآن الكريم

- در المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي (٧٥٦)، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم.
- اللباب في علوم الكتاب (تفسير ابن عادل)، عمر بن علي بن عادل الحنبلي (٨٨٠)، تحقيق: عادل أحمد، و علي محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.
- تفسير البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي (٧٤٥)، تحقيق: عادل أحمد، علي محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.

كتب اللغة والمعاجم

- أساس البلاغة: جاز الله الزمخشري (٥٣٨):
- كتاب العين للخليل مرتبا على حروف المعجم (١٧٠): عمل وتحقيق: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.
- كتاب الجيم للشيباني (٢١٣): الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.
- تَجَهُّزَةُ اللُّغَةِ لابن دريد (٣٢١): تحقيق: رمزي منير البعلبكي، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى.
- كتاب الأفعال لابن القوطية (٣٦٧): تحقيق: علي فوده، مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية ١٩٩٣.

- إصلاح غلط المحدثين، للخطابي (٣٨٨): تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية.
- أدب الكاتب: لابن قتيبة الدينوري (٢٧٦): تحقيق: علي فاعور، وزارة الشؤون الإسلامية، المملكة العربية السعودية.
- المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم: أبو البقاء العكبري (٦١٦):
- طَلَبَةُ الطلبة في الاصطلاحات الفقهية على ألفاظ الكتب الخنفية: لأبي حفص عم النسفي (٥٣٧)، المطبعة العامرة.
- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: لابن السيد البطليوسي (٤٤٤-٥٢١) - تحقيق: مصطفى السقا، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة.
- كتاب المقاييس في اللغة، لابن فارس (٣٩٥): تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر.
- المُزهر في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطي: تحقيق: نخبة من العلماء، منشورات المكتبة العصرية، طبعة ١٩٨٦.
- كتاب الشوارد أو ما تفرد به بعض أئمة اللغة: للصغاني (٦٥٠): تحقيق: مصطفى حجازي، نشر المطابع الأميرية.
-
- ديوان الطرماح: تحقيق: عزة حسن، دار الشرق العربي، الطبعة الثانية.

- المورد: لروحي البعلبكي: دار العلم للملايين، الطبعة السابعة.
- القاموس العصري (عربي-إنكليزي): إلياس أنطون إلياس (١٩٥٢م) و أدوار إلياس إلياس: المطبعة العصرية.
- الفوائد الدرية في اللغتين العربية والإنكليزية: لأحد الآباء اليسوعيين، مطبعة الكاثوليك، بيروت.
- المُغرب في ترتيب المُعرب: لابي الفتح ناصر الدين المطرزي (٦١٠): محمد فاخوري، مكتبة أسامة بن زيد، سورية، الطبعة الأولى.
- المختار من صحاح اللغة: محمد محيي الدين عبد الحميد: مطبعة الاستقامة بالقاهرة.
- المخصص في اللغة، لابن سيده (٤٥٨): دار الكتب العلمية، النسخة القديمة.
- المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده (٤٥٨): تحقيق: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.
- مجمع البحرين: لفخر الدين الطريحي (١٠٨٥)، تحقيق: أحمد الحسيني، المكتبة المرتضية، طبعة ١٣٧٥.
- تصحیح "التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي" (وهو في هامش "التنبيه في الفقه" للشيرازي): للنووي (٦٧٦)، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، طبعة ١٣٧٠هـ.
- نَجْمَةُ الرائد و شرعة الوارد:

- إصلاح غلط المحدثين: حمد بن محمد الخطابي (٣٨٨)، تحقيق حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية.
- أخطاء لغوية شائعة: خالد بن هلال بن ناصر العبري (من علماء القرن العشرين)، مكتبة الجيل الواعد، الطبعة الأولى.
- أخطاء اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عمر (من علماء القرن العشرين)، عالم الكتب، الطبعة الثانية.
- خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام، علي بن بلي القسطنطيني (٩٩٢)، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية.
- قاموس رد العامي إلى الفصيح: أحمد رضا (من علماء القرن العشرين)، دار الرائد العربي، طبعة ١٤٠١هـ.
- من الأخطاء الشائعة: إشراف محمد أحمد الشنواني.
- لغويات وأخطاء لغوية شائعة: محمد علي النجار (١٩٦٥م)، دار الهداية، طبعة ١٤٠٦.
- معجم المنتقى من الخطأ والصواب في اللغة العربية: شامك الشاهين، دار غار حراء.
- معجم تقويم اللغة و تخلصها من الأخطاء الشائعة: هلا أمون، دار القلم.
- معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة: محمد العدناني.
- الأخطاء الشائعة في استعمال حروف الجر.

- الدر الفريد وبيت القصيد: محمد بن أيدير المستعصي (٦٣٩-٧١٠)، تحقيق: كامل سليمان الجبوري، دار الكتب العلمية، طبعة ١٤٣٦.
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لضيء الدين ابن الأثير، دار نهضة مصر للطبع والنشر.

كتب إصلاح اللحن

- ما تلحن فيه العامة: لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي (١١٩-١٨٩)، تحقيق: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى.
- لحن العوام: أبو الحسن محمد بن حسن بن مذهب الزبيدي (٣١٦-٣٧٩)، تحقيق: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية.
- تثقيف اللسان وتلقيح الجنان: أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي النحوي اللغوي (٥٠١)، تحقيق: عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.
- تقويم اللسان: ابن الجوزي (٥٩٧)، تحقيق: عبد العزيز مطر، دار المعارف، الطبعة الأولى.
- تصحیح التصحيف و تحرير التحريف: صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي (٦٩٦-٧٦٤)، تحقيق: السيد الشراوي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى.
- المدخل إلى تقويم اللسان: ابن هشام اللخمي (٥٧٧)، تحقيق: حاتم صالح الضامن، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى.

- شرح الفصيح : جار الله محمود بن عمر الزمخشري (٤٦٧) ، تحقيق: إبراهيم بن عبد الله الغامدي، وزارة التعليم العالي، المملكة العربية السعودية.
- للباب تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح: أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي (٦١٣-٦٩١).
- تصحیح الفصیح: ابن درستویه (٣٤٧)، تحقيق: محمد بدوي المختون، جمهورية مصر العربية، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
- كتب النحو
- الكتاب: لسيبويه ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثالثة.
- حاشية الخُضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: محمد الخُضري، دار الفكر.
- الخصائص: لابن جني (٣٩٢)، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية،
- تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: لناظر الجيش (٧٧٨)، تحقيق: نخبة من العلماء، دار السلام، الطبعة الأولى.
- شرح كتاب سيبويه: لابن المرزبان (٣٦٨)، تحقيق: أحمد حسن مهدي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.
- شرح المفصل للزمخشري: لابن يعيش (٦٤٣)، تحقيق: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.

الفصيح وشرحه

- كتاب الفصيح: أبو العباس ثعلب (٢٠٠-٢٩١)، تحقيق: عاطف مدكور، دار المعارف.
- كتاب إسفار الفصيح: أبو سهل محمد بن علي بن محمد الهروي النحوي (٣٧٢-٤٣٣)، أحمد بن سعيد بن محمد قشاش، وزارة التعليم العالي، المملكة العربية السعودية.
- التلويح في شرح الفصيح: أبو سهل محمد بن علي بن محمد الهروي النحوي (٣٧٢-٤٣٣)، نشر وتعليق محمد عبد المنعم الحفاجي.
- تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح: أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي (٦١٣-٦٩١)، تحقيق: عبد الملك بن عيسى بن رداد.
- كتاب جهد النصيح و حظ المنيح من مساجلة المعري في خطبة الفصيح: أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي (٥٦٥-٦٣٤)، تحقيق: ثريا لهي. منشورات كلية الآداب بالرباط.
- شرح الفصيح في اللغة: أبو المنصور ابن الجبان (بعد ٤١٦)، تحقيق: عبد الجبار جعفر القزاز، دار الشؤون الثقافية العامة.
- كتاب ذيل فصيح ثعلب: أبو محمد عبد اللطيف البغدادي النحوي اللغوي (٥٥٥-٦٢٩)، تحقيق: محمد عبد المنعم الحفاجي، نشر مكتبة التوحيد، الطبعة الأولى.
- شرح الفصيح: ابن هشام اللخمي (٥٧٧)، تحقيق: مهدي عبيد حاسم، الطبعة الأولى.

- سفر السعادة وسفير الإفادة: لأبي الحسن علي بن محمد السخاوي (٦٤٣)، دار صادر، الطبعة الثانية.
- جامع الدروس العربية: مصطفى الغلاييني، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجه، المكتبة العصرية، الطبعة الثلاثون.
- التذيل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي (٦٥٤-٧٤٥)، تحقيق: حسن هندأوي، دار القلم.
- شرح الرضي لكافية ابن الحاجب: لمحمد بن الحسن المعروف بالرضي (٦٨٦)، المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى.
- ارتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي (٦٥٤-٧٤٥)، تحقيق: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي بالقاهرة.
- منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك: للأشموني

এসো আরবি বর্ণনামূলক শিখি

লেখক: মুহাম্মাদ ইলিয়াছ রিফায়ী

প্রকাশনায়: দারুল ইসলাম (আল ইসলাম প্রকাশনী)

আরবি বর্ণনামূলক শেখার চমৎকার বই এটি। বইটিতে পাবেন আরবি ভাষামান বৃদ্ধি করার অভিনব সব কলাকৌশল। নমুনাস্বরূপ একটি বর্ণনামূলক উল্লেখ করা হলো।

‘বর্ণনা শৈলী-০২

অনেক সময় আমরা ‘না’ বোধক প্রশ্ন করি। তুমি কেনো খেলে না? তুমি কেনো পড়লে না? তুমি কেনো মুতালআ করলে না? তুমি কেনো বাজারে গেলে না? ইত্যাদি।

এধরনের বাক্যের সচারাচর আরবি করি-প্রথমে হরফ জার, ফি’লের শুরুতে নফির হরফ ব্যবহার করে। যেমন উপরিউক্ত বাক্যগুলোর আরবি আমরা এভাবে করি:

- لماذا لم تأكل؟
- لماذا لم تقرأ؟
- لماذا لم تطالع؟
- لماذا لم تذهب إلى السوق؟

আলোচ্য ভাব প্রকাশের এটি একটি প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য শৈলী, সন্দেহ নেই। কিন্তু এধরনের ভাব ও মর্ম অন্যশৈলী গ্রহণ করেও ব্যক্ত করা যায়। যা খুব চমৎকার একটি শৈলী। তুমি উপরিউক্ত বাক্যগুলো এভাবেও আরবি করতে পার:

- ما منعك أن تأكل/عن الأكل؟
- ما منعك أن تقرأ/عن القراءة؟
- ما منعك أن تطالع/عن المطالعة؟
- ما منعك أن تذهب إلى السوق؟

مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ

১৭৩. আল মুখতার লিঙ্গাওয়াদিরিল আখবার লি মুহাম্মাদ আল আবইয়ারি, পৃষ্ঠা-৬৭।

দারুল ইসলাম

বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৪১-৩৯৮৪৭০